রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ৯, ২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শাখা-৬

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৭ ডিসেম্বর ২০০৫/২৩ আগ্রহায়ণ ১৪১২

এস, আর, ও নং ৩২৮ আইন/শ্রকম/শা-৬/মামলা-১/২০০৫—Industrial Relations Ordinance, 1969 (Ord. No. XXIII of 1969) এর section 37 এর sub-section (2) এর বিধান মোতাবেক সরকার, শ্রম আদালত, রাজশাহী এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্বারা প্রকাশ করিল, যথা ঃ—

ক্রমিক নং	মামলার নাম	নম্বর/বৎসর
	আই, আর, ও, মামলা	
১।	আই, আর, ও মামলা	৫৫/২০০৪
২।	আই, আর, ও মামলা	৩৬/২০০৫
৩।	আই, আর, ও মামলা	১৫/২০০৪
৪।	আই, আর, ও মামলা	০৭/২০০৪
৫।	আই, আর, ও মামলা	৫৪/২০০৪
৬।	আই, আর, ও মামলা	২৬/২০০৩
৭।	আই, আর, ও মামলা	৫৫/২০০৫
৮।	আই, আর, ও মামলা	৫৬/২০০৫
৯।	আই, আর, ও মামলা	৫৪/২০০৫

মূল্য ঃ টাকা ৪৪.০০

ক্রমিক নং	মামলার নাম	নম্বর/বৎসর
১০।	আই, আর, ও মামলা	৬১/২০০৫
১১।	আই, আর, ও মামলা	৫০/২০০৪
১২।	আই, আর, ও মামলা	৫৭/২০০৫
১৩।	আই, আর, ও মামলা	৬৩/২০০৫
১৪।	আই, আর, ও মামলা	৪৯/২০০৪
	আই, আর, ও (আপীল) মামলা	
১৫।	আই, আর, ও, (আপীল) মামলা	৩৭/২০০৫
১৬।	আই, আর, ও, (আপীল) মামলা	৩৮/২০০৫
	অভিযোগ মামলা	
১৭।	অভিযোগ মামলা	৯/২০০৪
১৮।	অভিযোগ মামলা	১০/২০০৪
১৯।	অভিযোগ মামলা	৮/২০০৪
২০।	কমপ্লেইন্ট কেস	৭/২০০৪
২১।	কমপ্লেইন্ট কেস	৯/২০০৩
	পি, ডাব্লিউ মামলা	
২২।	পি, ডাব্লিউ, মামলা	৬/২০০৪
২৩।	পি, ডাব্লিউ, মামলা	৮/২০০৪
২৪।	পি, ডাব্লিউ, মামলা	৪/২০০৫
২৫।	পি, ডাব্লিউ মামলা	১২/২০০৪
২৬।	পি, ডাব্লিউ মামলা	৬/২০০০
	ফৌজদারী মামলা	
২৭।	ফৌজদারী মামলা	২/২০০৫
২৮।	ফৌজদারী মামলা	১/২০০৫
	মিস মামলা	
২৯।	মিস মামলা	১/২০০৫
৩০।	মিস মামলা	২/২০০৫

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শাহজাহান আলী সরদার
উপ-সচিব (শ্রম)।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব এ, কে, এ, আতোয়া এ-রাব্বি, মালিক পক্ষ।
২। জনাব মোঃ লোকমান হোসেন, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫
আই, আর, ও মামলা নং ৫৫/২০০৪

মঞ্জুর রহমান ওরফে মঞ্জু, পিতা আঃ রাজ্জাক, সাং যুনুপাড়া (গুচ্ছগ্রাম), ডাক, থানা ও জেলা জয়পুরহাট, সদস্য ও সাধারণ সম্পাদক, জয়পুরহাট শহর কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ ৯৫৯, ঠিকানা রেলগেট, ডাক ও জেলা জয়পুরহাট----------দরখাস্তকারী।

বনাম

১। জয়পুরহাট ট্রাক, ট্রাক্টর কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন পক্ষে সভাপতি,

২। মোঃ একরাম ওরফে মোঃ একরামূল সভাপতি, পিতা মৃত আবদুল সরকার,

৩। নাজমুল হোসেন ওরফে সবুজ, সাধারণ সম্পাদক পিতা মোঃ মজিবর রহমান, উভয়ের স্থায়ী ঠিকানা সর্দারপাড়া, উভয়ের বর্তমান ঠিকানা সভাপতি ও সাঃ সম্পাদক, জয়পুরহাট ট্রাক, ট্রাক্টর কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন(রেজিঃ নং রাজ ৯৬৭), ঠিকানা জয়পুরহাট স্টেশন সংলগ্ন খাদ্য গুদামের সামনে।

প্রতিপক্ষগণ

৪। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব মোঃ মনিরুল আলম, ৪ নং প্রতিপক্ষের প্রতিনিধি।

রায়

ইহা দরখাস্তকারী মঞ্জুর রহমান ওরফে মঞ্জু, সদস্য ও সাধারণ সম্পাদক, জয়পুরহাট, শহর কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ ৯৫৯), রেলগেট, জয়পুরহাট কর্তৃক শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার আওতায় ইউনিয়নটির সাংবিধানিক এলাকায় সংবিধানে উল্লেখিত কর্মকান্ড যাহাতে প্রতিপক্ষ জয়পুরহাট ট্রাক ও ট্রাক্টর কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রায় ৯৬৭) দ্বারা অন্যায়ভাবে বাধাগ্রস্ত না হয় এবং পক্ষগণের মধ্যে ১৬-১১-৯৯ তারিখের শালিসী চুক্তির শর্ত মানিয়া চলিতে পারে তদমর্মে গ্যারান্টিড রাইট বলবৎ করার যথাযথ আদেশ প্রদানের জন্য মামলাটি আনীত হইয়াছে।

দরখাস্তকারীর মামলায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী জয়পুরহাট শহর কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ ৯৬৯) ১১-১১-১৯৯৯ তারিখে রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত একটি ট্রেড ইউনিয়ন এবং ইউনিয়নের সংবিধানের আওতায় জয়পুরহাট শহর এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন আড়ৎ, দোকান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মামলার ট্রাকসহ বিভিন্ন যানবাহনে উঠানামার কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের একটি রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত ইউনিয়ন হিসাবে শ্রমিকগণ সংবিধানের বিধান মোতাবেক কার্যকলাপ পরিচালনা করিয়া আসিতেছিল। জয়পুরহাট অপেক্ষাকৃত ছোট শহর হওয়া সত্ত্বেও শহরের মধ্যেই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দরখাস্তকারী ইউনিয়নটি রেজিস্ট্রেশন পেয়েছিল কিন্তু ১নং প্রতিপক্ষ জয়পুরহাট ট্রাক ও ট্রাক্টর কুলি শ্রমিক ইউনিয়নটিও ৪ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়। ১নং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির কার্যকলাপ ট্রাক ও ট্রাক্টরের কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি রেজিস্ট্রেশন লাভ করিয়া শুরু হইতে জয়পুরহাট জেলা শহরসহ সংলগ্ন এলাকায় অনাস্তস্টিতে লিপ্ত হইয়া ইউনিয়নটি সীমাবদ্ধতার বাহিরে চলিয়া আসিলে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিরসনে জয়পুরহাট পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক ১৬-১১-৯৯ তারিখে এক সালিসী বৈঠকে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে চুক্তিপত্র সম্পাদিত ও সাক্ষরিত হয় এবং চুক্তির শর্ত মোতাবেক উভয় পক্ষ নিজ নিজ গন্ডির মধ্যে কার্য পরিচালনা করিতে বাধ্য থাকে। ১ নং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের অনুকূলে ছেড়ে দেওয়া ৩টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও আরও সাংবিধানিক এলাকা বাড়াইয়া নেওয়ার জন্য প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সদস্যগণ মারমুখী হইয়া উঠেন এবং বাদীর ইউনিয়নের ৭ জন সদস্যকে মারধোর করিয়া কাজে বাধা প্রদান করিলে বাদীর ইউনিয়নের সভাপতি জয়পুরহাট থানার একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করেন প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে। দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিসে অভিযোগ দিলেও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বেআইনী কার্যক্রম বন্ধ করা যায় নাই। দরখাস্তকারী ইউনিয়নের সাংবিধানিক এলাকায় ইউনিয়নের সদস্যগণ প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন দ্বারা কার্যক্রমে বাধাগ্রস্ত হইতেছেন। সালিশী বৈঠকে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত মোতাবেক প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন যাহাতে দরখাস্তকারী ইউনিয়নের সদস্যগণের কাজে বাধা প্রদান করিতে না পারে এবং পক্ষগণের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির শর্তাবলী মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকে তদমর্মে যথাযথ আদেশ প্রদানের জন্য অত্র মামলাটি আনীত হইয়াছে।

অপরদিকে ৪ নং প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী এক লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বলেন যে, অত্র আকারে মামলাটি সচলযোগ্য নহে।

৪ নং প্রতিপক্ষের জবাবের সুনিদিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, বাদী পক্ষ ট্রেড ইউনিয়নটির সদস্যগণ জয়পুরহাট শহর এলাকার নির্ধারিত ক্ষেত্রে কাজ করার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং মালিক পক্ষ যে কোন শ্রমিক দিয়া কাজ করিতে পারেন। অপর শ্রমিক সংগঠনের কাজে বাদা দেওয়া শ্রম আইনের পরিপন্থি। বাদীর কথিত মতে ১৬-১১-৯৯ তারিখের স্থানীয় পর্যায়ের সালিশী চুক্তি সেটেলমেন্ট হিসাবে গণ্য করা যায় না। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির অবৈধ কার্যক্রমের জন্য কয়েকবার কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয় এবং অভিযোগ করে জামিনে তদন্ত করিয়া প্রমানিত হইলে ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়। সুতরাং বাদীর ইউনিয়নটি প্রার্থীতমতে প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ

(১) দরখাস্তকারীর শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় আনীত অত্র মামলাটি আইনতঃ সচলযোগ্য কি-না?

(২) প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের শ্রমিক সদস্যগণ কি দরখাস্তকারী ইউনিয়নের সাংবিধানিক এলাকায় বেআইনী কার্যকলাপ সংগঠন করিয়াছেন এবং বাদীর কথিত ১৬-১১-৯৯ তারিখের চুক্তিটি কি কার্যকরী যোগ্য?

(৩) দরখাস্তকারী ইউনিয়ন কি প্রার্থীতমতে প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছে ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিবেচ্য বিষয় নং ১—৩

১—৩ নং বিবেচ্য বিষয়গুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। পক্ষগণ কর্তৃক ইহা অস্বীকৃত নহে যে, দরখাস্তকারীর জয়পুরহাট শহর কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ ৯৫৯), রেলগেট, জয়পুরহাট গত ১১-১১-৯৯ তারিখে এবং ১ নং প্রতিপক্ষ জয়পুরহাট ট্রাক ও ট্রাক্টর কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ ৯৬৭) গত ২২-১২-৯৯ তারিখে ৪ নং প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হইয়াছে এবং উভয় ইউনিয়নের নিজস্ব সংবিধান যথাক্রমে এক্সিবিট-২ (দরখাস্তকারীর) এবং এক্সিবিট-গ (১নং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন) ৪ নং প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক অনুমোদিত এবং উভয় ইউনিয়নের শ্রমিক সদস্যগণ নিজস্ব সংবিধানের আওতায় ইউনিয়নের কার্যক্রম পরিচালনা করিয়া আসিতেছে। স্বীকৃতমতেই দরখাস্তকারী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার আওতায় বাদীর ইউনিয়নের সাংবিধানিক এলাকায় সংবিধানে উল্লেখিত কর্মকান্ড যাহাতে প্রতিপক্ষ জয়পুরহাট ট্রাক ও ট্রাক্টর কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ ৯৬৭) দ্বারা অন্যায়ভাবে বাধাগ্রস্ত না হয় এবং পক্ষগণের মধ্যে সম্পাদিত ১৬-১১-৯৯ তারিখের শালিসী চুক্তির শর্ত মানিয়া চলিতে পারে তদমর্মে গ্যারান্টিড রাইট বলবৎ করার জন্য যথাযথ আদেশের নিমিত্ত মামলাটি আনীত হইয়াছে। দরখাস্তকারী জয়পুরহাট শহর কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ ৯৫৯), রেলগেট, জয়পুরহাট পক্ষে মামলাটি প্রমাণে মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পি, ডাব্লিউ-১ মঞ্জুর রহমান দরখাস্তকারী ও ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এবং পি, ডাব্লিউ-২ মহসিন আলী প্যানেল চেয়ারম্যান, জয়পুরহাট, পৌরসভা ২ জনকে পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং ৪ নং প্রতিপক্ষ সাক্ষীদেরকে জেরা করিয়াছেন। দরখাস্তকারী পক্ষের দালিলিক কাগজাদি এক্সিবিট-১—৫, ৫(ক),৬, ৬(ক),(খ), প্রমাণে আনেন। ৪ নং প্রতিপক্ষে কোন মৌখিক সাক্ষী পরীক্ষা করেন নাই এবং দালিলিক কাগজাদি এক্সিবিট-ক, খ ও গ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হইয়াছে এবং দরখাস্তকারীর তলবী মতে ১ নং প্রতিপক্ষ জয়পুরহাট ট্রাক ও ট্রাক্টর কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের সংশ্লিষ্ট অফিস ফাইল এক্সিবিট-ঘ হিসাবে আদালতে প্রমাণে চিহ্নিত হইয়াছে। প্লিডিংস পর্যালোচনায় ও প্রাপ্ত

দালিলিক ও মৌখিক সাক্ষী দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারীর জয়পুরহাট শহর কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ ৯৫৯) এবং ১ নং প্রতিপক্ষের জয়পুরহাট ট্রাক ও ট্রাক্টর কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ ৯৬৭) ইউনিয়ন দুইটি রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত এবং উভয় ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বহাল রহিয়াছে। পি, ডাব্লিউ-১ মঞ্জুর রহমান দরখাস্তকারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক স্বয়ং আরজির অভিযোগ সমর্থন করিয়া করবরেটিভ সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, দরখাস্তকারী ইউনিয়নের সংবিধানের আওতায় জয়পুরহাট শহরের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন দোকান, আড়ৎ ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মালামাল ট্রাক ও অন্যান্য যানবাহনে উঠানামার কাজে কর্মরত কুলি শ্রমিকগণ সাংবিধানিকভাবে কাজ করিতে এখতিয়ারবান কিন্তু ১ নং প্রতিপক্ষ জয়পুরহাট ট্রাক ও ট্রাক্টর কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের শ্রমিক সদস্যগণ বেআইনীভাবে তাহাদের কাজে বাধাগ্রস্ত করিলে এবং অনাসৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত করিলে জয়পুরহাট পৌরসভার প্যানেল, চেয়ারম্যানের মাধ্যমে ১৬-১১-৯৯ তারিখের শালিসী বৈঠকে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক ৩টি প্রতিষ্ঠানের কাজ প্রতিপক্ষ বরাবর ছেড়ে দেয় কিন্তু প্রতিপক্ষের সদস্যগণ আরও এলাকা পাওয়ার জন্য দরখাস্তকারী ইউনিয়নের ৭ জন সদস্যকে মারধোর করিলে ফৌজদারী মামলা হয়। ৪ নং প্রতিপক্ষের শ্রম দপ্তরে অভিযোগ দায়ের করিলে চিঠি দিয়া নিষেধ করা সত্ত্বেও ১ নং প্রতিপক্ষের শ্রমিক সদস্যগণ কর্তৃক দরখাস্তকারী ইউনিয়নের সদস্যগণ বিভিন্ন কাজে বাধাগ্রস্ত হইতেছেন। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ মঞ্জুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, জয়পুরহাট শহর কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন এবং পি, ডাব্লিউ-২ মহসিন আলী পৌর চেয়ারম্যান, জয়পুরহাট সাক্ষ্য দিয়ে শালিস বৈঠকে সম্পাদিত চুক্তিনামা এক্সিবিট-৩ প্রমাণে এনেছেন যাহা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, শালিসের সিদ্ধান্তমতে জয়পুরহাটের প্রিন্স চৌধুরী ও হাবিবের ঘরের যাবতীয় মালামাল উঠানামা জয়পুরহাট ট্রাক ও ট্রাক্টর কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যগণ সম্পাদন করিবে এবং দরখাস্তকারী জয়পুরহাট শহর কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যগণ স্থানীয় বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালামাল উঠানামার কাজ পূর্বের মত করিবে। সুতরাং প্রাপ্ত সাক্ষ্য দৃষ্টে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী জয়পুরহাট শহর কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যগণের সহিত ১ নং প্রতিপক্ষ জয়পুরহাট ট্রাক ও ট্রাক্টর কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যগণের দোকান ও ট্রাকে মাল উঠানামার কাজ নিয়েই মূলতঃ বিরোধ চলিয়া আসিতেছে এবং বিরোধের সুরাহা করার উদ্দেশ্যে ১৬-১১-৯৯ ইং তারিখে উভয় ইউনিয়নের মধ্যে পৌরসভার চেয়ারম্যানের মধ্যস্থতায় সালিশী চুক্তি এক্সিবিট-৩ সম্পাদিত হয়। ১ নং প্রতিপক্ষ জয়পুরহাট ট্রাক ও ট্রাক্টর কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নাই বা সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। ৪ নং প্রতিপক্ষে দাখিলী এক্সিবিট-ক রেজিস্ট্রেশন সনদপত্র বহাল রহিয়াছে এবং এক্সিবিট-গ ১ নং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সংবিধানের ১ ধারার বর্ণিত রহিয়াছে যে, জয়পুরহাট জেলার ট্রাক ও ট্রাক্টরে মালামাল উঠানামার কাজে নিয়োজিত কুলি শ্রমিকদের নিয়ে ১ নং প্রতিপক্ষের কুলি শ্রমিক ইউনিয়নটি গঠিত হইয়াছে এবং ইউনিয়নটির প্রধান কার্যালয় জয়পুরহাট সদর রোড মর্মে দেখা যায়। ৪ নং প্রতিপক্ষে দাখিলী এক্সিবিট-৪ ১নং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সংশ্লিষ্ট ফাইলে রক্ষিত কাগজাদি পর্যালোচনা করিয়াও প্রতীয়মান হয় যে, জয়পুরহাট জেলা ট্রাক ও ট্রাক্টরে কর্মরত কুলি শ্রমিকদের দ্বারা ১ নং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গঠিত হইয়াছে এবং ১ নং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সংবিধান দৃষ্টে জয়পুরহাট জেলার ট্রাক ও ট্রাক্টরে মাল উঠানামার কাজে নিয়োজিত কুলি শ্রমিকরা সাংবিধানিক এলাকার

আওতাধীন। সুতরাং উভয় ইউনিয়নের ক্ষেত্রে কুলি শ্রমিকগণ মূলতঃ মালামাল উঠানামার কাজ করেন। দরখাস্তকারী ইউনিয়নের কুলি শ্রমিক সদস্যগণকে জয়পুরহাট শহরে অবস্থিত বিভিন্ন আড়ৎ, দোকান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে মালামাল ট্রাক ও অন্যান্য যানবাহনে উঠানামা কাজের দায়িত্ব দিয়া সংবিধান অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে। অপরদিকে ১ নং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের কুলি শ্রমিক সদস্যদেরকে ট্রাক ও ট্রাক্টরে মালামাল উঠানামার কাজে নিয়োজিত দেখাইয়া ইউনিয়নের সংবিধান অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে। সেক্ষেত্রে ৪ নং প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন প্রদানের সময় মূলতঃ কাজের প্রকৃতি ও এলাকা পৃথক না করিয়া একই ধরনের কাজে ২ টি প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন দেওয়ায় বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে। সেক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন প্রদানের সময় ৪ নং প্রতিপক্ষ বিষয়টি অনুধাবনের মূলতঃ ব্যর্থ হইয়াছেন এবং দরখাস্তকারীর শহরভিত্তিক কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যগণের সহিত ১ নং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের জয়পুরহাট জেলাভিত্তিক ট্রাক ও ট্রাক্টর কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের শ্রমিক সদস্যদের ট্রাক ও ট্রাক্টরে মালামাল উঠানামার কাজ নিয়ে বিরোধ ও সংঘাতের সৃষ্টি হইয়াছে। দরখাস্তকারী ইউনিয়ন ও ১ নং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উভয় ইউনিয়নই নিজ নিজ সংবিধানের আওতায় সংবিধানে উল্লেখিত কর্মকান্ড প্রতিপালন করিতে সাংবিধানিকভাবে এখতিয়ারবান, শুধুমাত্র দরখাস্তকারী ইউনিয়ন নহে। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র দরখাস্তকারী ইউনিয়নের সাংবিধানিক অধিকার বলবৎতের জন্য ১ নং প্রতিপক্ষের সাংবিধানিক অধিকার আইনতঃ খর্ব করা যায় না। সাক্ষ্য থেকে আমরা পেয়েছিল যে, জয়পুরহাট পৌরসভার চেয়ারম্যানের মধ্যস্থতায় এক্সিবিট-৩ সালিশী বৈঠকের সিদ্ধান্তটি দরখাস্তকারী পক্ষ বলবৎ ও কার্যকরণের আদেশ চেয়েছেন। স্বীকৃতমতেই সালিশী সিদ্ধান্তটি দরখাস্তকারী ইউনিয়নের সি, বি, এ, নেতৃবৃন্দ ও ১ নং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সি,বি, এ নেতৃবৃন্দের মধ্যে সম্পাদিত ও স্বাক্ষরিত হয়। সুতরাং ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধানে উক্ত সালিশী সিদ্ধান্তটি বলবৎ ও কার্যকরযোগ্য কি-না তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধানটি নিম্নরূপ ঃ— "Any collective bargaining agent or any employer or workman may apply to the labour Court for the enforcement of any right guaranteed or secured to it or him by or under any law or any award or settlement".

এখানে এ্যাওয়ার্ড এবং সেটেলমেন্ট সম্পর্ক ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২(ii) এবং (xxiv) ধারাটি বর্ণনা করা হইয়াছে। শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২(ii) ধারায় A "Ward" means the determination by a Labour Court, Arbitrator or Appellate Tribunal of any industrial dispute or any matter relating thereto and includes an interim award উক্ত আইনের ২(xxiv) ধারাতে সেটেলমেন্ট বিষয়ে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে-Settlement" means a settlement arrived at in the course of conciliation proceeding and includes an agreement between an employer and his workmen arrived at otherwise than in the course of any conciliation proceeding, where such agreement is in writing, has been signed by the parties thereto in such manner as may be prescribed and a copy thereof has been sent to the Government, the Conciliator and such other person as may be prescribed. ইহা ব্যতিরেকে চুক্তির প্রেক্ষিতে সেটেলমেন্ট সম্পর্কে উপরে বর্ণিত আইনের ৩৯ (২) ধারার বিধানটি নিম্নরূপঃ "A settlement

arrived at by agreement between the employer and a Trade Union otherwise than in the course of conciliation proceedings shall be binding on the parties to be agreement.

উপরে উল্লেখিত শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের আইনসমূহের বিধানাবলীর নিরীখে প্রতীয়মান হয় যে, এক্সিবিট-৩ শালিসী সিদ্ধান্তটি মালিক এবং ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে সম্পাদিত ও স্বাক্ষরিত নহে এবং উক্ত আইনের ২৭ ধারার বিধানে কনসিলিয়েটরের মাধ্যমে কোন সেটেলমেন্ট নহে। সুতরাং শালিসী সিদ্ধান্তটি এ্যাওয়ার্ড এবং সেটেলমেন্ট এর আওতাভুক্ত না হওয়ায় আইনানুগভাবে সংবিধান বিরোধীভাবে আদালত কর্তৃক বলবৎতের আদেশ দেওয়া যায় না। তবে পক্ষগণ সংবিধান বিরোধী সিদ্ধান্তটি স্থানীয়ভাবে সম্মান দিতে পারেন। সুতরাং প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি ও আইনানুগ বিধানাবলীর প্রেক্ষিতে অত্র আদালত অভিমত পোষন করেন যে, দরখাস্তকারী ইউনিয়ন ও ১নং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন ও সংবিধান বহাল ও অনুমোদিত থাকায় উভয় ইউনিয়নের শ্রমিক সদস্যগণ সাংবিধানিক দায়িত্ব ও কর্মকান্ড পরিচালনা করিতে এখতিয়ারাবান। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র দরখাস্তকারী ইউনিয়নকে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সংবিধানের বিরুদ্ধে আদেশ বা নিষেধাজ্ঞা দিয়া সাংবিধানিক রাইট খর্ব করা যায় না। মামলায় দরখাস্তকারী ও ১নং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সদস্যগণের মধ্যে বিরোধের মূল কারণ ৪নং প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী কর্তৃক ভ্রমাত্মক ও বিরোধপূর্ণ সাংগঠনিক একইরূপ এলাকা ও কাজের প্রকৃতি দিয়া রেজিস্ট্রেশন প্রদানের মাধ্যমে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টি হইয়াছে ৪নং প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে ইউনিয়ন ২টির পৃথক পৃথক সাংবিধানিক এলাকা ও ভিন্নরূপ কাজের প্রকৃতি নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেওয়া গেল এবং তৎপ্রেক্ষিতে ৪নং প্রতিপক্ষ আইনানুগভাবে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন। সুতরাং অত্র আদালত মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সংগে আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, দরখাস্তকারীর অত্র মামলাটি প্রার্থীতমতে প্রতিকার যোগ্য নহে। ৪নং প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী রায়ের দিক নির্দেশনার আলোকে আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই আর, ও মামলাটি দোতরফা সূত্রে ৪ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এবং একতরফা সুত্রে অন্যান্য প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় নামঞ্জুর (disallowed) হয়। ৪ নং প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে রায়ের দিকনির্দেশনার আলোকে ইউনিয়ন ২টির মধ্যে উথাপিত বিরোধ মীমাংসার লক্ষ্যে আইনানুগ কার্যক্রম/পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে নির্দেশ দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণঃ ১। জনাব এডভোকেট মোঃ মোতাহার হোসেন, মালিক পক্ষ
২। জনাব মোঃ লোকমান হোসেন, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ ২৬ জুলাই ২০০৫
আই, আর, ও মামলা নং ৩৬/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী---------- দরখাস্তকারী।

বনাম

১। জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন, সভাপতি,

২। জনাব মোঃ মকবুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, সুন্দরগঞ্জ লোড-আনলোড লেবার ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ ২৩১২, শিবরাম, পোঃ ছাতেনতলা, উপজেলা সুন্দরগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণঃ ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।
২। জনাব মোঃ আবু সেলিম, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কর্তৃক ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ সুন্দরগঞ্জ লোড-আনলোড লেবার ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ ২৩১২) এর রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির নিমিত্তে মামলাটি আনীত হইয়াছে।

দরখাস্তকারীর মামলার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ সুন্দরগঞ্জ লোড-আনলোড লেবার ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ ২৩১২) গত ২২-১১-২০০৩ তারিখে রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত হয় কিন্তু প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি রেজিস্ট্রেশন লাভের সময় মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য পরিবেশন ও সুজিত কাগজপত্রের মাধ্যমে প্রভাবিত করিয়া রেজিস্ট্রেশন নেয়। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সদস্যগণ শ্রম আইনের পরিপন্থি কাজে লিপ্ত থাকিয়া শান্তি-শৃংখলার বিঘ্ন ঘটাইলে অভিযোগের প্রেক্ষিতে ২৮-৪-০৪ তারিখের ২০৫০ নং স্মারকমূলে প্রতিপক্ষের উপর কারণ দর্শানো নোটিশ ইস্যু করা হয় কিন্তু প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন কোন জবাব দাখিল করে নাই। বরং পত্রটি মুখ বন্ধ অবস্থায় ডাক বিভাগ ফেরত দেয়। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের শ্রমিক/সদস্যগণ অশ্রমিক এবং মিথ্যা তথ্যের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন নেওয়ায় ইউনিয়নটি অস্তিত্বহীন হইয়া পড়িয়াছে। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(১) ধারার ৯(ঘ)(ঝ) উপ-ধারার বিধানসমূহ লংঘন করায় ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন আইনতঃ বাতিলযোগ্য হইতেছে।

সুতরাং দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী কর্তৃক শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনায় মামলাটি দায়ের হইয়াছে।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ সুন্দরগঞ্জ লোড-আনলোড লেবার ইউনিয়ন, গাইবান্ধা ইউনিয়নটির পক্ষে এক লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আনীত অভিযোগের বিরোধিতা করেন। প্রতিপক্ষের জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি আইনানুগতভাবেই

৪১ জন সদস্য দেখাইয়া রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়। রেজিস্ট্রেশন প্রদানের পূর্বে প্রতিপক্ষকে দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী কর্তৃক এর নির্দেশক্রমে সহকারী শ্রম পরিচালক, রংপুর কর্তৃক সরেজমিনে তদন্তের মাধ্যমে আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন প্রদত্ত হইয়াছে এবং ইউনিয়নটির সকল শ্রমিক সদস্যগণ লোড-আনলোড পেশায় জড়িত শ্রমিক এবং ইউনিয়নটিতে কোন অশ্রমিক নাই এবং কোন মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করে নাই। গাইবান্ধা জেলা মটর ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ ১০৭) এর মিথ্যা অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্ত ছাড়াই মিথ্যাভাবে দরখাস্তকারী মামলাটি আনয়ন করিয়াছে। দরখাস্তকারীর প্রদত্ত ২৮-১০-০৪ তারিখের ২০৫০ নং স্মারকের কোন পত্র প্রতিপক্ষ প্রাপ্ত হয় নাই। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে যথারীতি বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করিয়াছে এবং ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ না হওয়ায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রশ্ন উঠে না। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি অস্তিত্বহীন হইয়া পড়ে নাই এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন আই, আর, ও এর ১০(১) ধারার ৯(ঘ)(ঝ) উপ-ধারার বিধান লংঘন করে নাই। দরখাস্তকারীর মিথ্যা মামলাটি আইনতঃ নামঞ্জুরযোগ্য হইতেছে এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন আইনতঃ বহাল রাখার নিবেদন করেন।

বিবেচ্য বিষয়

(১) দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার বিধান মোতাবেক প্রতিপক্ষ সুন্দরগঞ্জ লোড-আনলোড লেবার ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ ২৩১২) এর রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

মামলাটির চূড়ান্ত শুনানীকালে দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী পক্ষে পি, ডব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, উপ-শ্রম পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, বগুড়া এর মৌখিক সাক্ষ্য ও জেরা গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং দরখাস্তকারী পক্ষে দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(খ) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। প্রতিপক্ষে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ মকবুল হোসেন, সুন্দরগঞ্জ লোড-আনলোড লেবার ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ ২৩১২) এর সাধারণ সম্পাদকের সাক্ষ্য ও জেরা গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-ক ও খ হিসাবে প্রমাণে আনেন। পক্ষগণের রেকর্ডকৃত সাক্ষ্যের প্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের বিজ্ঞ প্রতিনিধি ও প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হয়। স্বীকৃতমতেই দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড

ইউনিয়ন, রাজশাহী কর্তৃক শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ সুন্দরগঞ্জ লোড-আনলোড লেবার ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ ২৩১২) এর রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির নিমিত্তে মামলাটি আনয়ন করিয়াছেন। প্লিডিংস পর্যালোচনায় দরখাস্তকারীর আরজির সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির শ্রমিক সদস্যগণ অশ্রমিক এবং মিথ্যা তথ্য পরিবেশনে ও কাগজ সৃজনের মাধ্যমে প্রভাবিত করিয়া রেজিস্ট্রেশন লাভ করিয়াছে এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সদস্যগণ অসৎ শ্রম আচরণ ও এলাকায় শান্তিশৃংখলার বিঘ্ন ঘটাইলে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে ২৮-৪-০৪ তারিখে ২০৫০ নং স্মারকমূলে কারণ দর্শানো নোটিশ ইস্যু করেন কিন্তু প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে কোন জবাব দাখিল করে নাই এবং তৎকারণে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন আইনানুগভাবে বাতিলযোগ্য হইতেছে মর্মে দরখাস্তকারীর বিজ্ঞ প্রতিনিধি বক্তব্য উল্লেখ্য করেন। অপরদিকে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য উল্লেখ্য করেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি আইনানুগভাবে ৪১ জন শ্রমিক সদস্য দেখাইয়া আবেদন করিলে দরখাস্তকারীর নির্দেশক্রমে সহকারী শ্রম পরিচালক, রংপুর সরেজমিনে তদন্তের মাধ্যমে সঠিকভাবেই রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং ইউনিয়নটির কোন অশ্রমিক সদস্য নাই বা মিথ্যা তথ্য পরিবেশিত হয় নাই এবং যথারীতি ইউনিয়ন পক্ষে বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল হয় এবং নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। গাইবান্ধা জেলা মটর ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ ১০৭) এর দাখিলী মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে বিনা তদন্তে মিথ্যা মামলাটি আনীত হইয়াছে এবং তৎকারণে মামলাটি খারিজযোগ্য।

উভয়পক্ষ থেকে মৌখিক সাক্ষী পরীক্ষিত হইয়াছে। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, উপ-শ্রম পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, বগুড়া দরখাস্তকারী পক্ষে সাক্ষ্য দিয়া আরজির বক্তব্যকে করোবরেট করেন এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সংশ্লিষ্ট কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ হিসাবে প্রমাণ করেন কিন্তু জেলায় অকপটে স্বীকার করেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে রেজিস্ট্রেশন আবেদন (বি-ফরম) ১৬-৯-০৩ তারিখে সঠিকভাবে রেজিস্ট্রেশন ফিসহ দাখিল হয় এবং সহকারী শ্রম পরিচালক, রংপুর নির্দেশিত হইয়া প্রেরীত তদন্ত রিপোর্টের প্রেক্ষিতে ২২-১১-০৩ তারিখে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইস্যু হয়। এই সাক্ষী জেরায় অকপটে স্বীকার করেন যে, আরজিতে কোন কোন তথ্য ভুলক্রমে পরিবেশিত হয় তার উল্লেখ্য নাই এবং কোন্ কোন্ সদস্য শ্রম আইনের পরিপন্থি কাজে লিপ্ত তার উল্লেখ নাই এবং কোন্ কোন্ সদস্য কোন্ তারিখে কাহাদেরকে কাজে বাধা সৃষ্টি করে তারও উল্লেখ নাই। ২-৬-০৪ তারিখে প্রাপ্ত অভিযোগ ডাইরী নং ১৭২৮ এর প্রেক্ষিতে সাড়ে চার মাস পর চিঠি/স্মারক নং ২০৫০ ইস্যু হয় কিন্তু সরেজমিনে কোন তদন্ত অনুষ্ঠিত হয় নাই। এই সাক্ষী জেরায় আরও স্বীকার করেন যে, অভিযোগ আনয়নকারী গাইবান্ধা জেলা মটর ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ ১০৭) এর প্রধান কার্যালয় জেলা সদরে অবস্থিত এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের কার্যালয় শিবরাম, সুন্দরগঞ্জ অবস্থিত। এই সাক্ষী জেরায় আরও স্বীকার করেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষেও ১০৭ নং ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয় এবং তৎপ্রেক্ষিতে কোন তদন্ত অনুষ্ঠিত হয় নাই। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের কতজন সদস্য অশ্রমিক তদন্ত অন্তে আরজিতে উল্লেখ করা হয় নাই। সুতরাং দরখাস্তকারীর রেকর্ডকৃত সাক্ষী পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুর আলম, উপ-শ্রম পরিচালক এর স্বীকারোক্তি থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক আনীত আরজির বক্তব্য সমূহ সুনির্দিষ্টকরণ করা হয় নাই এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সদস্যগণের মধ্যে কতজন

সদস্য অশ্রমিক তাহা নাম, গ্রাম, ঠিকানাসহ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া অশ্রমিক সদস্যের বক্তব্য প্রদাণে আনেন নাই এবং কোন্ কোন্ তারিখে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের কোন্ কোন্ সদস্য কিভাবে কখন এবং কাহাকে কাজে রাখা বিঘ্ন সৃষ্টি করে তাহাও আরজিতে সন্নিবেশিত করা হয় নাই বা শান্তিশৃংখলার বিঘ্ন ঘটানোর প্রমাণে থানায় কোন জি, ডি বা দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলার কোন কাগজ প্রমাণে আনিতে সক্ষম হন নাই।

স্বীকৃতমতে গাইবান্ধা জেলা সদরে অবস্থিত গাইবান্ধা জেলা মটর ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ ১০৭) কর্তৃক অভিযোগপ্রাপ্ত হইলে এক্সিবিট-১(ক) ও ১(খ) নোটিশ স্মারক নং ২০৫০ ইস্যু করা হয়। কিন্তু উক্ত নোটিশ ইস্যু ছাড়া অভিযোগের সত্যতা যাঁচাইয়ে দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে সরেজমিনে কোন তদন্ত অনুষ্ঠিত হয় নাই। অপরদিকে প্রতিপক্ষের দায়েরকৃত অভিযোগের প্রেক্ষিতে স্বীকৃতমতেই কোন তদন্তের ব্যবস্থা নেন নাই। স্বীকৃতমতেই প্রতিপক্ষ সুন্দরগঞ্জ লোড-আনলোড লেবার ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ ২৩১২) পক্ষে ৪১ জন সদস্য দেখাইয়া বি-ফরম রেজিস্ট্রেশন আবেদন দাখিল করিলে সহকারী শ্রম পরিচালক, রংপুর কর্তৃক সরেজমিনে তদন্ত হয় এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির অস্তিত্ব ও সঠিকতা পাইয়া এক্সিবিট-ক রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট নং রাজ ২৩১২) ১২-১১-০৩ তারিখে ইস্যু হয়। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে রেকর্ডকৃত সাক্ষী মোঃ মকবুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, সুন্দরগঞ্জ লোড-আনলোড লেবার ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ ২৩১২) পক্ষে জবাবের পোষকতায় করোবরেটিড সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং আরজিতে আনীত অভিযোগসমূহ অস্বীকার করিয়া করোবরেটিভ সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং দাখিলী বার্ষিক রিটার্ণ এক্সিবিট-খ প্রমাণে এনেছেন এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের অফিস বিদ্যমান রহিয়াছে মর্মে জেরাতে স্বীকার করেছেন। প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড রেজিস্ট্রেশন ইউনিয়ন, রাজশাহী প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের সপক্ষে আনীত অভিযোগসমূহ সাক্ষ্য দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণে ব্যর্থ হইয়াছেন। দরখাস্তকারী পক্ষে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের অশ্রমিক সদস্যদেরকে সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করিতে পারেন নাই বা রেজিস্ট্রেশন লাভের সময় কোন্ কোন্ মিথ্যা তথ্য পরিবেশিত হইয়াছিল তাহা সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করিতে সক্ষম হন নাই। দরখাস্তকারী পক্ষের আরজির বর্ণনা মোতাবেক প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সদস্যগণের মধ্যে কোন্ কোন্ সদস্য কিভাবে শান্তি-শৃংখলার বিঘ্ন ঘটায় তদবিষয়ে গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। গাইবান্ধা জেলা মটর ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ ১০৭) কর্তৃক আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরেজমিনে তদন্ত অনুষ্ঠিত না হওয়ায় উক্ত অভিযোগের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। স্বীকৃতমতেই ২২-১১-০৩ তারিখে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত হয় এবং উক্ত তারিখ থেকে গণনা করিয়া ২ বৎসর মেয়াদ ২২-১১-০৫ তারিখে উত্তীর্ণ হইলে দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের কারণ উদ্ভব ঘটিবে এবং তৎকারণে নির্বাচন না করার অভিযোগটি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। দরখাস্তকারীর দাখিলী এক্সিবিট-১ প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের দপ্তর ফাইলে রক্ষিত দাখিলী ২০০৩-০৪ সালের বার্ষিক রিটার্ণ দৃষ্টে ও প্রতিয়মান হয় যে, দরখাস্তকারীর শ্রম দপ্তর ২-৪-০৫ তারিখে ২০০৪ সনের বার্ষিক রিটার্ণপ্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং নিদিষ্ট সময়সীমা ৩০-৪-০৫ তারিখের মধ্যেই রিটার্ণ দাখিল হইয়াছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি ও বর্ণিত কারণাধীনে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারীর আনীত মামলাটি অনুমানভিত্তিক এবং সঠিক সাক্ষী দ্বারা আরজিতে বর্ণিত অভিযোগগুলি প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন এবং দরখাস্তকারীর আনীত অভিযোগগুলি আদৌ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং আরজি বর্ণিত প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন কর্তৃক শিল্প

সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(১) ধারার ৯(ঘ) (ঝ) উপ-ধারার বিধান লংঘনের কোন কারণ উদ্ভব ঘটে নাই। স্বীকৃতমতেই প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটিকে দরখাস্তকারী সরেজমিনে তদন্ত অন্তে আইন ও নিয়ম মোতাবেক রেজিস্ট্রেশন প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং বর্ণিত কারণাধীনে দরখাস্তকারীর আনীত রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অভিযোগসমূহ প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রার্থীতমতে প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন মর্মে অত্র আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সুতরাং দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি পাইবার হকদার নহেন। তাই দরখাস্ত কারীর মামলাটি নামঞ্জুরযোগ্য হইতেছে।

অতএব,

ইহাই অদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি দোতরফা সূত্রে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় নামঞ্জুর (disallowed) হয়।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ১৫/২০০৪

বিনয় ভূষন সাহা, পিতা মৃত গিরিশ চন্দ্র সাহা, সাং রামকৃষ্ণপুর, জেলা কুমিল্লা, বর্তমানে সেতাবগঞ্জ সুগার মিলস লিঃ, সেতাবগঞ্জ, জেলা দিনাজপুর—**দরখাস্তকারী।**

বনাম

১। সেতাবগঞ্জ সুগার মিলস লিঃ, সেতাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

২। ব্যবস্থাপনা, পরিচালক, সেতাবগঞ্জ সুগার মিলস লিঃ, সেতাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প কর্পোরেশন, আদমজী কোর্ট ১১৫—১২০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০—**প্রতিপক্ষ**

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ১২ তাং ২৪-৭-০৫

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী দরখাস্ত এর বর্ণিত কারণে মামলাটি প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমেঃ (১) জনাব এডঃ মোতাহার হোসেন ও (২) জনাব মোঃ লোকমান হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

দরখাস্তকারী পক্ষের মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তের পোষকতায় হলফনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডাব্লিউ-১ বিনয় ভুষন সাহা বাদীর জবানবন্দী গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হইল। দরখাস্তকারীর রেকর্ডকৃত জবানবন্দী, দরখাস্ত এবং আরজি পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল এবং বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য শ্রবণ করা হইল। বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য ও রেকর্ডকৃত জবানবন্দী এবং দরখাস্ত দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, বাদী তাহার মামলাটি ফোরামজনিত জটিলতার কারণে চালাইতে ইচ্ছুক নহেন এবং মামলাটি উঠাইয়া লইবার অনুমতি চেয়েছেন। মামলাটি উঠাইয়া লইবার অনুমতি দিতে আইনগত কোন বাধা নাই মর্মে আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সুতরাং বাদীর অত্র মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তটি মঞ্জুর হয়।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

বাদীর অত্র আই, আর, ও মামলাটি নন্-প্রসিকিউশন গ্রাউন্ডে উঠাইয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল এবং তৎসহ মামলাটি নিষ্পত্তি করা হইল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ০৭/২০০৪

সুরুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক, ডিমলা লেবার ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং রাজ ৭৩২, নীলফামারী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। বাবুর হাট-বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন পক্ষে সভাপতি,
২। সভাপতি,

৩। সাধারণ সম্পাদক, উভয়ে বাবুর হাট-বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন রেজিঃ নং রাজ ১৯৫৩ এর শীর্ষ কর্মকর্তা, বাবুরহাট, পোঃ ডিমলা, জেলা নীলফামারী—**প্রতিপক্ষ**

৪। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী—**মোকাবিলা প্রতিপক্ষ**

প্রতিনিধিগণঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ কোরবান আলী, ১ ও ৩ নং প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

৩। জনাব মোঃ শামসুল আলম, ৪ নং মোকাবিলা প্রতিপক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ২৪ তাং ৬-৭-০৫

অদ্য মামলাটি প্রতিপক্ষের সাক্ষী পরীক্ষার জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী মামলা উঠাইয়া লওয়ার জন্য আবেদন করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কারণ দর্শাইয়া সময় চাহিয়া দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। ৪ নং প্রতিপক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে ঃ (১) জনাব এডঃ মোতাহার হোসেন ও (২) জনাব আলাউদ্দিন খান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি পেশ করা হইল।

শুনিলাম। প্রতিপক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী সময়ের দরখাস্তটি not pressed করিয়াছেন। দরখাস্তকারী পক্ষে মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া লইবার আবেদনের পোর্ষকতায় পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ সুরজ্জামান দরখাস্তকারী বাদীর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হইল। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ সুরুজ্জামান বাদীর রেকর্ডকৃত জবানবন্দী মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্ত এবং আরজি পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। জবাববন্দী দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, বাদী মামলাটি চালাইবার প্রয়োজনীয়তা নাই হেতু প্রত্যাহার করিয়া/উঠাইয়া লইবার অনুমতি চেয়েছেন। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী তৎ পোষকতায় কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। সুতরাং বাদীর মামলাটি প্রত্যাহার/উঠাইয়া লইবার দরখাস্তটি মঞ্জুরযোগ্য মর্মে অত্র আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সুতরাং বাদীর মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তটি মঞ্জুর করা হইল।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও ৭/০৪ মামলাটি বাদীকে উঠাইয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল এবং তৎসহ মামলাটি নিষ্পত্তি করা হইল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ৫৪/২০০৪

মোঃ আবদুস সামাদ মন্ডল (৩), পিতা মৃত আঃ জব্বার মন্ডল, নিরাপত্তা প্রহরী, বিভাগ নিরাপত্তা, নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস লিঃ, গোপালপুর থানা লালপুর, জেলা নাটোর----------**দরখাস্তকারী।**

বনাম

১। নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস্ লিঃ পক্ষে ব্যবস্থপনা পরিচালক,
২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস্ লিঃ, গোপালপুর, নাটোর।--------**প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধিগণঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব মোঃ কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ১৫ তাং ৭-৮-০৫

অদ্য মামলাটি সাক্ষী পরীক্ষার জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী মামলাটি প্রত্যাহারের জন্য দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ এর বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য ঃ (১) জনাব এ, কে, এ, আতোয়া-এ-রাব্বি কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ আলাউদ্দিন খান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তের পোষকতায় পি, ডব্লিউ-১ মোঃ আবদুস সামাদ মন্ডল (৩) বাদীর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবাববন্দী গৃহীত হইল। বাদীর দাখিলী মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্ত, রেকর্ডকৃত জবাববন্দী ও আরজি পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য শ্রবণ করা হইল। বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য, রেকর্ডকৃত জবাববন্দী এবং মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্ত পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, বাদী মামলাটি চালাইতে ইচ্ছুক নহেন এবং মামলাটি উঠাইয়া লইবার অনুমতি চেয়েছেন। সুতরাং বাদী নন্-প্রসিকিউশন গ্রাউন্ডে মামলাটি উঠাইয়া লইবার আদেশ পাইবার হকদার হইতেছেন মর্মে অত্র আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। সুতরাং বাদীর মামলাটি উঠাইয়া লইবার অনুমতির দরখাস্ত মঞ্জুর করা হইল।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি নন্-প্রসিকিউশন গ্রাউন্ডে বাদীকে উঠাইয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল এবং তৎসহ মামলাটি নিষ্পত্তি করা হইল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারমান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা, মালিক পক্ষ।
২। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলাল, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখঃ ৩ রা আগস্ট ২০০৫
আই, আর, ও মামলা নং ২৬/২০০৩

১। মোঃ মনোয়ার হোসেন, পিতা মৃত মোকছেদ আলী মিঞা, গ্রাম ধর্মশী, পোঃ ঘোষের কুঠি, থানা ও উপজেলা রাজবাড়ী সদর, জেলা রাজবাড়ী, স্টোরকিপার, পাবনা সুগার মিলস্ লিঃ, দাশুড়িয়া, পাবনা।

২। মোঃ জালাল উদ্দিন, পিতা মৃত কফিল উদ্দিন, গ্রাম করিহাতা, পোঃ ইকুরিয়া, থানা কাপাসিয়া, জেলা গাজীপুর, গোডাউন কিপার, পাবনা সুপার মিলস লিঃ, দাশুড়িয়া, পাবনা—**দরখাস্তকারী।**

বনাম

১। পাবনা চিনিকলের পক্ষে ব্যবস্হাপনা পরিচালক, পাবনা চিনিকল লিঃ, দাশুড়িয়া, পাবনা।
২। ব্যবস্হাপনা পরিচালক, পাবনা চিনিকল লিঃ, পোঃ দাশুড়িয়া, থানাঈশ্বরদী, জেলা পাবনা।
৩। ভান্ডার কর্মকর্তা,
৪। মহাব্যবস্হাপক (প্রশাসন),
৫। মহাব্যবস্হাপক (অর্থ),

সর্বঠিকানা ঃ পাবনা চিনিকল লিঃ, পোঃ দাশুড়িয়া, থানা ঈশ্বরদী, জেলা পাবনা—**প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। কাজী সদরুল হক সুধা, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব সাইফুর রহমান খান, (রানা) প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা দরখাস্তকারী মোঃ মনোয়ার হোসেন ও মোঃ জালাল উদ্দিনদ্বয় কর্তৃক ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মোতাবেক ২নং প্রতিপক্ষ ব্যবস্হাপনা পরিচালক, পাবনা চিনিকল লিঃ দাশুড়িয়া, পাবনা কর্তৃক প্রদত্ত ২-১০-২০০২ তারিখের স্মারক নং ..... পাসুমি/প্রশাঃ (সংস্হাপন) ১০০৫ মূলে দরখাস্তকারীদ্বয়ের বেতন ও চূড়ান্ত পাওনাদি থেকে কর্তন ও সমন্বয় এর আদেশকে বেআইনী, অবৈধ ও এখতিয়ার বহির্ভূত গণ্যে রদ রহিতের আদেশ পাইবার নিমিত্তে মামলাটি আনীত হইয়াছে।

বাদীদ্বয়ের মামলার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, ১ নং দরখাস্তকারী মোঃ মনোয়ার হোসেন প্রতিপক্ষের পাবনা সুগার মিল্‌স লিঃ, দাশুড়িয়া, পাবনাতে জুনিয়র করণিক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্তির পর পদোন্নতিক্রমে স্টোরকিপার হিসাবে কর্মরত এবং ২ নং দরখাস্তকারী মোঃ জালাল উদ্দিন প্রতিপক্ষ সুগার মিলে জুনিয়র ক্লার্ক হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করিয়া পরবর্তীতে গোডাউন কিপার হিসাবে কর্মরত থাকিয়া দরখাস্তকারীদ্বয় সততা ও দক্ষতার সহিত চাকুরী করিতে থাকেন এবং ঘটনার ৭-১-৯৭ তারিখে প্রতিপক্ষ সুগার মিলের স্টোরে রাখা ক্যাশ সেফ ভাংগিয়া টাকা চুরিসংক্রান্ত বিষয়ে ২৪-৩-৯৭ তারিখে অনুসন্ধানের তদন্তে তাহাদেরকে উপস্থিত থাকিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। দরখাস্তকারীদ্বয়ের অসুস্থতার কারণে তদন্ত নির্ধারণের দিন পরিবর্তিত হইয়া অপর একটি দিন ধার্য হইলেও তদন্তের প্রচলিত বিধি-বিধান ভংগ করিয়া ৪-৮-৯৭ তারিখে ২নং প্রতিপক্ষের স্মারক নং পাসুমি/(প্র)/প্রশাঃ (সংস্থাপন)-৯৬/১৮০ মূলে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৭(৩) ধারা মোতাবেক দরখাস্তকারীদ্বয়কে কারণ দর্শানো নোটিশ ইস্যু করা হইলেও দরখাস্তকারীদ্বয় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কৈফিয়তের লিখিত জবাব দাখিল করেন। দরখাস্তকারীদ্বয় লিখিত জবাবে আনিত টাকা চুরির অভিযোগ/খন্ডনকরতঃ অভিযোগগুলি যোগসাজসী ও হয়রানীমূলক মর্মে উল্লেখ করেন এবং চুরির অপরাধের সহিত তাহাদের সম্পৃক্ততা নাই মর্মে জানান। প্রতিপক্ষের চিনি মিলের স্টোরে ক্যাশ সেফ রাখার কোন বিধান নাই। স্টোরের দেওয়াল ও ক্যাশ সেফের তালা ভাঙ্গিয়া টাকা চুরির বিষয়ে থানায় একটি এজাহার দায়ের হইলেও পরবর্তীতে মামলাটিতে এফ, আরটি দাখিল হয়। কথিত চুরির অভিযোগটি মিথ্যা এবং দরখাস্তকারীদ্বয় কখনও উক্ত অভিযোগের দায়ে অভিযুক্ত হইতে পারে না। ক্যাশ সেফ হইতে টাকা চুরির অভিযোগের জবাব বিবেচনায় আনা হয় নাই। প্রতিপক্ষ কর্তৃক ২৪-৩-৯৭, ১৮-১-৯৮ ও ১-৫-২০০১ তারিখে বেআইনী ও এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে তিনটি তদন্ত অনুষ্ঠিত হয় এবং দরখাস্তকারীগণের বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ আসে নাই বা দরখাস্তকারীগণের কোন সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় নাই। দরখাস্তকারীগণের মৌখিক জবানবন্দীর উপর ভিত্তি করিয়া বেআইনীভাবে তদন্ত সমাপ্ত করেন এবং কথিত তদন্তের কোন কাগজ দরখাস্তকারীদ্বয়কে প্রদান করেন নাই। কথিত ঘটনার দীর্ঘ ৫ বৎসর পর ২নং প্রতিপক্ষ তাহার অফিস স্মারক নং-পাসুমি/প্রশাঃ(সংস্থপাপন)-১০০৫ তাং ২-১০-০২ মূলে বেআইনীভাবে দরখাস্তকারীদ্বয়কে ৫১,২৬০.৬৩ টাকা করিয়া অর্থ দন্ডআরোপ করিয়া মিলের হিসাব বিভাগে জমা প্রদানের নির্দেশ দেন। প্রতিপক্ষ বেআইনীভাবে ১,১৩,৯২৮ টাকার দন্ডারোপ করেন এবং দন্ডের পরিমাণ এর ৯০% অর্থাৎ ১,০২,৫৩৫ টাকা দরখাস্তকারীদ্বয়ের নিকট হইতে কর্তনের নির্দেশ দেন এবং বাকী ১০% অর্থাৎ ১১,৩৯৩ টাকা ক্যাশিয়ারের উপর দন্ডারোপ করিয়া জমা প্রদানের নির্দেশ দেন। দরখাস্তকারীগণ ৯-১০-০২ তারিখে ঐরূপ দন্ডাদেশের অসম্মতিতে একখানা অনুযোগপত্র (গ্রিভান্স পিটিশন) দাখিল করেন কিন্তু কোন আদেশ না দিয়া পরবর্তীতে ১২-৩-০৩ তারিখের স্মারক নং পাসুমি/প্রশাঃ(সংস্থাপন) ৪৭৩৮ মূলে ২নং প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীদ্বয়ের বেতন হইতে ৮০০ টাকা হারে সমুদয় টাকা কর্তন ও আদায়ের অবৈধ আদেশ প্রদান করিলে মামলার কারণ উদ্ভব ঘটে। সুতরাং প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যায় ও বেআইনী তদন্ত ও কর্তন আদেশ গ্যারান্টিড রাইট মামলায় রদ রহিতের নিমিত্তে মামলাটি আনীত হইয়াছে।

অপরদিকে ১—৫ নং প্রতিপক্ষগণ এক লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া উল্লেখ করেন যে, বাদীদ্বয়ের অত্রাকারে আনীত মামলাটি সচলযোগ্য নহে, দরখাস্তকারীদ্বয়ের মামলায় কোন কারণ উদ্ভব ঘটে নাই, মামলাটি তামাদি দোষে বারিত এবং অত্রাকারে রক্ষণীয় নহে।

প্রতিপক্ষগণের জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ পাবনা চিনিকল থেকে লেনদেন হিসাবের মাধ্যমে শুরু হইলে মিলের একমাত্র নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য সাধারণ ভান্ডারের মধ্যে স্টিল আলমারীতে নগদ টাকা-পয়সা রাখিয়া কার্যক্রম চলিতে থাকিলে গত ৭-১-৯৭ তারিখে মিলের স্টিল আলমারীতে রাখা ১,১৩,৯২৮ টাকা রাত্রিতে চুরি হইয়া গেলে প্রাথমিক তদন্ত কমিটির মাধ্যমে তদন্ত হয় এবং স্থানীয় থানায় এজাহার দায়ের হইলে ৫ সদস্যবিশিষ্ট প্রাথমিক তদন্ত কমিটির তদন্তে ঘটনার সত্যতা প্রাপ্ত হইয়া ১৭-৩-৯৭ তারিখের সূত্রমতে ২য় তদন্ত কমিটি গঠিত হইলে ঐ কমিটি চুরির বিষয়ে দরখাস্তকারী মনোয়ার হোসেন ও জালাল উদ্দিনসহ অন্যান্য ৫ জনকে সম্পৃক্ততা দেখাইয়া তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করিলে ৪-৮-৯৭ তারিখের ১৮০, ১৮১, ১৮২ এবং ১৮৩ নং স্মারকমূলে দরখাস্তকারীদ্বয়সহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যক্রমের অভিযোগপত্র দাখিল হয় এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা গৃহীত হয়। দরখাস্তকারীদ্বয়ের বিভাগীয় কার্যক্রমে তাহাদের দাখিলী জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হইলে বিএসএফআইসি এর হিসাব নিয়ন্ত্রক মাকসুদ আলীকে আহ্বায়ক ও ডি,জি, এম, নাসের উদ্দিনকে সদস্যকরতঃ ৩য় তদন্ত কমিটি গঠন করেন কিন্তু তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক অবসর প্রস্তুতি ছুটিতে গেলে তদস্থলে হিসাব নিয়ন্ত্রককে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং গঠিত তদন্ত কমিটি তদন্তের সকল আইনানুগ বিধি-বিধান প্রতিপালক করিয়া দরখাস্তকারীদ্বয়ের জবানবন্দী রেকর্ড করেন এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিলে তদন্ত শেষে অপরাধের সত্যতা পাওয়ায় তদন্ত প্রতিবেদন চেয়ারম্যান, বিএসএফআইসি ঢাকা বরাবর প্রেরণ করেন। প্রতিপক্ষ চিনিকল কর্তৃপক্ষ সদর দপ্তর কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করিয়া দেখার জন্য একটি কমিটি গঠন করিলে বিচার বিশ্লেষণ অন্তে পর্যালোচনা প্রতিবেদন গ্রহণ করিয়া বাদীদ্বয়ের চুরির অপরাধের সহিত জড়িত প্রমাণিত হওয়ায় তাহাদের নিকট হইতে চুরিকৃত টাকার ৯০% অর্থাৎ প্রত্যেকের নিকট থেকে ১,০২,৫৩৫ টাকা দন্ডারোপের মাধ্যমে আদায়ের ও ক্যাশিয়ারের নিকট থেকে ১০% অর্থাৎ ১১,৩৯৩ টাকা আদায়ের সিদ্ধান্ত প্রদান করেন এবং উক্ত টাকা হিসাব বিভাগে জমা প্রদানের নির্দেশ হয়। কিন্তু দরখাস্তকারীগণ উক্ত টাকা জমা প্রদান না করিলে ১২-৩-০৩ তারিখের পাসুমি/প্রশাঃ (সংস্থাপন) ৪৭৩৮ নং স্মারকমূলে কর্তনের আদেশ হয়। প্রতিপক্ষ কর্তৃক আইনানুগ কার্যক্রমের মাধ্যমেই টাকা কর্তনের আদেশ হয় এবং প্রতিপক্ষের অনুষ্ঠিত বিভাগীয় বিচার কার্যক্রমকে চ্যালেঞ্জ করার দরখাস্তকারীগণের কোন গ্যারান্টিড রাইট নাই। আরোপিত দন্ডাদেশ মোতাবেক ক্যাশিয়ারের নিকট থেকে ১০% সমন্বয় হইয়াছে। বাদীদ্বয় হয়রানীমূলক মিথ্যা মামলা আনয়ন করায় এবং দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে তাহাদের কোন গ্যারান্টিড রাইট উদ্ভব না ঘটায় আইনতঃ তাহারা কোন প্রতিকার পাইবার হকদার নহেন। আইনানুগ তদন্ত বা দন্ডাদেশ বহাল থাকায় এবং দরখাস্তকারীগণের চুরির অপরাধের সংগে জরিত থাকার বিষয় প্রমাণিত হওয়ায় গৃহীত আইনানুগ কার্যক্রমে প্রদত্ত আদেশ রদরহিত যোগ্য নহে এবং মামলাটি অত্রাকারে সচলযোগ্য না হওয়ায় প্রার্থীত প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন বিধায় মামলাটি খারিজযোগ্য হইতেছে।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ

(১) অত্রাকারে মামলাটি কি সচলযোগ্য ?

(২) মামলাটি তামাদি দোষে বারিত ?

(৩) বিরোধীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত দন্ডাদেশ বা কর্তন আদেশ কি বেআইনী এবং এখতিয়ার বহির্ভূত ?

(৪) দরখাস্তকারীগণ কি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় প্রার্থীতমতে প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিবেচ্য বিষয় নং ১—৪

১—৪ নং বিবেচ্য বিষয়সমূহ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল । পক্ষগণ কর্তৃক ইহা অস্বীকৃত নহে যে, ১ নং দরখাস্তকারী মোঃ মনোয়ার হোসেন প্রতিপক্ষ পাবনা চিনিকল লিঃ দাশুড়িয়া, পাবনা মিলে স্টোরকিপার হিসাবে এবং ২ নং দরখাস্তকারী মোঃ জালাল উদ্দিন গোডাউন কিপার হিসাবে চাকুরী করাকালে চিনিকল ভান্ডার বিভাগে রক্ষিত স্টীল আলমারী থেকে ১,১৩,৯২৮ টাকা চুরির সাথে সম্পৃক্ততা দেখাইয়া বিভাগীয় কার্যক্রমে তাহাদেরকে দোষী সাব্যস্তপূর্বক ২ নং প্রতিপক্ষ ব্যবস্হাপনা পরিচালক কর্তৃক চোরাইকৃত টাকার ৯০% অর্থাৎ ১,০২,৫৩৫.২০ টাকা (দরখাস্তকারীদ্বয়ের প্রত্যেকের নিকট থেকে ৫১,২৬৭.০৭ টাকা করিয়া) এবং ক্যাশিয়ারের নিকট থেকে ১০% অর্থাৎ ১১,৩৯৩ টাকা ২-১০-২০০২ তারিখের দন্ডাদেশমূলে বেতন পাওনাদি থেকে কর্তনের নির্দেশ হয় । দরখাস্তকারী পক্ষে দাখিলী এক্সিবিট-৩, ৩ (ক) ও প্রতিপক্ষে দাখিল এক্সিবিট-চ দ্বারা সমর্থিত। স্বীকৃতমতেই এক্সিবিট-চ দৃষ্টে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি) এর সচিব আবুল ফজল বদরুদ্দোজা কর্তৃক ৯-৯-০৬ তারিখের স্মারক নং এস,এফ/দন্ড পাবনা ২৬(৫)/৯৭-৩৫১ মূলে বিভাগীয় কার্যক্রমে দরখাস্তকারীদ্বয় ও ক্যাশিয়ার এই ৩ জনের উপর বর্ণিত দন্ডাদেশ আরোপিত হয় এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পাবনা চিনিকল লিঃ বরাবর স্মারক পত্রটি প্রেরণ করিয়া দন্ডিত কর্মচারীগণকে জানানোর নির্দেশ দিলে এক্সিবিট-৩, ৩(ক) মূলে ২নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক দন্ডাদেশ মূলে বেতন ও পাওনাদি থেকে টাকা কর্তনের আদেশ হয় । পক্ষগণ কর্তৃক ইহা আরও স্বীকৃত যে, ৭-১-৯৭ তারিখ ও সময়ে দরখাস্ত কারীদ্বয় প্রতিপক্ষ পাবনা চিনিকল লিমিটেডে কর্মরত ছিলেন এবং কথিত চুরির ঘটনার প্রেক্ষিতে ৫ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হইলে উক্ত তদন্ত কমিটি প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করেন। প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ক ও খ দ্বারা সমর্থিত। ইহা আরও স্বীকৃত যে, প্রতিপক্ষ কর্তৃক ৪-৮-৯৭ তারিখের স্মারক নং পাসুমি/(প্রঃ)/প্রশাঃ(সংস্হাপন)-৯৪/১৭৯ মূলে বিভাগীয় কার্যক্রম আনয়নপূর্বক ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্হায়ী আদেশ) আইনের ১৭(৩) ধারা মোতাবেক কৈফিয়ত তলব করিলে দরখাস্তকারীদ্বয় লিখিত জবাব দাখিল করেছিলেন এবং দ্বিতীয় তদন্ত কমিটি দরখাস্তকারীদ্বয়ের জবানবন্দী গ্রহণ করেছিলেন। এক্সিবিট-গ, গ(১), গ(২), ঘ, ঘ(১), ঙ/ঞ, ঞ(১)/ দ্বারা সমর্থিত। বাদীদ্বয় ২ নং প্রতিপক্ষ ব্যবস্হাপনা পরিচালক, পাবনা চিনিকল লিঃ, দাশুড়িয়া, পাবনা কর্তৃক প্রদত্ত

২-১০-০২ তারিখের দরখাস্তকারীদ্বয়ের বেতন ও চূড়ান্ত পাওনাদি থেকে টাকা কর্তন ও সমন্বয়ের আদেশকে বেআইনী, অবৈধ ও এখতিয়ার বহির্ভূত গণ্য রদরহিতের নিমিত্তে মামলাটি আনয়ন করিয়াছেন। বাদীগণের মামলার সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, ঘটনার ৭-১-৯৭ তারিখের প্রতিপক্ষ পাবনা চিনিকল লিঃ মিলের স্টোরে রক্ষিত স্টীল আলমারীর ক্যাশ সেলফ থেকে ১,১৩,৯২৮ টাকা চুরির অপরাধের সহিত তাহাদের কোন সম্পৃক্ততা নাই এবং তাহাদেরকে চুরির অভিযোগের সংগে অভিযুক্ত করিতে পারে না। চুরির সহিত সম্পৃক্ত বিভাগীয় কার্যক্রমে বেআইনীভাবে তদন্ত সমাপ্তপূর্বক দীর্ঘ ৫ বৎসর পর বিরোধীয় বেআইনী আদেশমূলে দরখাস্তকারীদ্বয়ের প্রত্যেককে ৫১,২৬০.৬৩ টাকা অর্থদন্ড আরোপপূর্বক মিলের হিসাব বিভাগে জমা প্রদানের নির্দেশ দিলে উহার অসম্মতিতে একখানা গ্রিভান্স পিটিশন দাখিল করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ ১২-৩-০৩ তারিখের ৪৭৩৮ নং স্মারকে দরখাস্তকারীদ্বয়ের বেতন হইতে ৮০০ টাকা হারে টাকা কর্তনের অবৈধ আদেশ দিলে মামলার কারণ উদ্ভব ঘটে এবং দরখাস্তকারীদ্বয়ের বেতন গ্যারান্টিডরাইট হিসাবে পাইবার হকদার। অপর দিকে প্রতিপক্ষের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, ঘটনার ৭-১-৯৭ তারিখে মিলের ভান্ডার বিভাগে স্টীল আলমারীতে রাখা ১,১৩,৯২৮ টাকা চুরি সংঘটিত হইলে ৫ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটির প্রাথমিক রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়া ২য় তদন্ত কমিটির মাধ্যমে সাক্ষী গ্রহণপূর্বক দরখাস্তকারীদ্বয়সহ অন্যান্যদেরকে সম্পৃক্ততা পাইলে ও দরখাস্তকারীদ্বয়ের জবাব সন্তোষজনক না হইলে বিএসএফআইসি এর হিসাব নিয়ন্ত্রক মাকসুদ আলী ও ডিজিএম নাসের আলীর সমন্বয়ে ৩য় তদন্ত কমিটি দরখাস্তকারীদ্বয়কে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়া আইনানুগভাবে দরখাস্তকারীদ্বয়কে অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত পাইয়া বিরোধীয় সাজার আদেশ প্রদান করা হয় এবং নির্দেশ মোতাবেক টাকা জমা না দিলে বিরোধীয় আদেশমূলে বেতন থেকে টাকা কর্তনের নির্দেশ হয়। দরখাস্তকারীদ্বয়ের বিরুদ্ধে অপরাধ সংক্রান্ত বিভাগীয় কার্যক্রমে চূড়ান্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করার দরখাস্তকারীগণের কোন গ্যারান্টিড রাইট নাই এবং আইনানুগ কার্যক্রম প্রদত্ত আদেশ রদরহিত যোগ্য নহে। দরখাস্তকারীদ্বয়ের মামলাটি অত্রাকারে আইনতঃ সচলযোগ্য নহে। পক্ষগণ নিজ নিজ মামলা প্রমাণে মৌখিক দালিলিক সাক্ষী প্রদান করিয়াছেন। দরখাস্তকারী পক্ষে মামলা প্রমাণে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ মনোয়ার হোসেন ১ নং দরখাস্তকারী মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হইয়াছে কিন্তু ২ নং দরখাস্তকারী মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হয় নাই। দরখাস্তকারী পক্ষে দাখিলী দালিলিক কাগজাদি এক্সিবিট-১—৫, (ক), ৬, ৬(ক) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। অপরদিকে প্রতিপক্ষে ও, পি ডাব্লিউ-১ মোঃ হেদায়েত উল্লাহ্, ম্যানেজার (প্রশাসন) (দায়িত্বপ্রাপ্ত) ও সিনিয়র ডেপুটি চীপ স্টোর অফিসার, পাবনা চিনিকল লিঃ, ও, পি ডাব্লিউ-২ মোঃ মহসিন ব্যাপারী, সহকারী শ্রম কল্যাণ কর্মকর্তা, পাবনা চিনিকল লিঃ, ও, পি ডাব্লিউ-৩ মোঃ জোব্বার মিয়া, হিসাব নিয়ন্ত্রক ও ৩য় তদন্ত কমিটির সদস্য, বিএসএফআইসি এবং ও, পি ডাব্লিউ-৪ মোঃ আলম মালিথা, ড্রাইভার, রেনউইক জগেশ্বর কোম্পানী মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হইয়াছে এবং প্রতিপক্ষে দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-ক, খ, গ, গ(১), গ(২) ঘ, ঘ(১), ঘ(২), ঙ, চ-জ, জ(১), ঝ, ঞ, ঞ(১)/ ট হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হইয়াছে। স্বীকৃতমতেই দরখাস্তকারীদ্বয় প্রতিপক্ষ পাবনা চিনিকল লিমিটেডে কর্মরত থাকাকালে প্রতিপক্ষ কর্তৃক বিভাগীয় কার্যক্রমে চুরির অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত দেখাইয়া তদন্ত ও সাক্ষ্য গ্রহণান্তে বিরোধীয় দন্ডাদেশের মাধ্যমে প্রত্যেকের নিকট থেকে ৫১,২৬০.৬৩ টাকা অর্থ দন্ডারোপ করিয়া মিলের হিসাব বিভাগে জমা প্রদানের নির্দেশ হয় এবং টাকা জমা প্রদান না করিলে বিরোধীয় ২-১০-০২ তারিখের আদেশমূলে দন্ড আরোপিত হইলে বেতন

পাওনাদি থেকে কর্তনের নির্দেশ হয়। দরখাস্তকারীদ্বয় উক্ত বিরোধীয় আদেশ বেআইনী, অবৈধ ও এখতিয়ার বহির্ভূত গণ্যে রদরহিতের আবেদন জানাইয়াছেন। তৎপোষকতায় পি, ডাব্লিউ ১ মোঃ মনোয়ার হোসেন ১নং দরখাস্তকারী সাক্ষ্য দিয়া আরজির বক্তব্যকে করোবরেট করেন এবং জেরায় অকপটে স্বীকার করেন যে, পাবনা চিনিকল প্রজেক্টটি বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প কর্পোরেশনের আওতাধীন ছিল এবং ঘটনার ৭-১-৯৭ তারিখে ১ ও ২ নং দরখাস্তকারী চিনিকলে কর্মরত ছিল এবং চুরির ঘটনায় বিভাগীয় কার্যক্রমে তদন্ত কমিটির নিকট অভিযোগের প্রেক্ষিতে লিখিত জবাব দেয় এবং তদন্ত কমিটির নিকট জবানবন্দী দিয়েছিল। এই সাক্ষী জেরায় আরো স্বীকার করেন যে, বিভাগীয় কার্যক্রমে কর্পোরেশনের ২ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত ২য় তদন্ত কমিটি তদন্তে গিয়েছিলেন এবং তদন্ত কমিটির বিভাগীয় কার্যক্রমে প্রদত্ত আদেশ চ্যালেঞ্জ করে মামলাটি দায়ের করেছেন। এই সাক্ষী জেরায় আরও স্বীকার করেন যে, তদন্ত কমিটির কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সে কোন অভিযোগ দায়ের করে নাই। এই সাক্ষী জেরায় অকপটে স্বীকার করেন যে, বিভাগীয় কার্যক্রমে সাক্ষ্যতে যে বলেছে যে, ঘটনার রাত্রি ১০.৩০ টায় সে ও সহবাদী জালাল প্রহরী আজিজুর রহমানের উপস্থিতিতে ঘরের তালা বন্ধ করে কর্মস্হল ত্যাগ করিয়া চলে যায় মর্মে সাক্ষ্যতে বলেছেন। জালাল তালা বন্ধ করে দেয় এবং পরদিন ৮ তারিখে কর্মস্হলে ফিরে আসতে বিলম্ব ঘটে। পরদিন বিলম্বে কর্মস্হলে উপস্হিত হওয়ার কারণে গাড়ীর ড্রাইভারের সম্মুখে তালা খোলা হয় কি না সে জানে না। সুতরাং পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ মনোয়ার হোসেন ১ নং দরখাস্তকারীর জেরার স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, বিভাগীয় কার্যক্রমে দরখাস্তকারী জবাব দাখিল করিলে বিএসএফআইসি তে কর্মরত হিসাব নিয়ন্ত্রক মোঃ আবদুল জোব্বার মিয়া ও ডিজিএম নাসের উদ্দিন সমন্বয়ে গঠিত ২য় তদন্ত কমিটির নিকট তদন্তের সময় দরখাস্তকারী মনোয়ার হোসেন সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হয় এবং তাহার রেকর্ডকৃত সাক্ষ্য এক্সিবিট-এঃ(১) দৃষ্টে সমর্থিত এবং এই সাক্ষীর জেরায় স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী পক্ষ কর্তৃক তদন্ত কারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন লিখিত আপত্তি বা অভিযোগ উত্থাপিত হয় নাই। এক্সিবিট-এঃ ২নং দরখাস্তকারী জালাল উদ্দিনের রেকর্ডকৃত জবানবন্দী প্রমাণে এসেছে। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ মনোয়ার হোসেন ১ নং দরখাস্তকারীর জেরার স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, রাত্রি ১০.৩০ টায় ভান্ডার কক্ষের ঘরের তালা বন্ধ করিয়া চলে গেলেও পরদিন বিলম্বে কর্মস্হলে এসেছিল। ও, পি ডাব্লিউ-১ মোঃ হেদায়েত উল্লাহ ও ও, পি ডাব্লিউ-২ মোঃ মহসিন ব্যাপারী সহকারী শ্রম কল্যাণ কর্মকর্তা এবং ও, পি ডাব্লিউ-৩ আঃ জোব্বার মিয়া ২য় তদন্ত কমিটির সদস্য এবং ও, পি ডাব্লিউ-৪ মোঃ আলম মালিথার সাক্ষ্য ও জেরা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ও, পি ডাব্লিউ-৪ মোঃ আলম মালিথা ড্রাইভারের সহযোগিতায় ঘটনার পরদিন ৮-১-৯৭ তারিখে সিনিয়র ডিসিএসও হেদায়েত উল্লাহ সোয়া আটটার দিকে কেন্দ্রীয় ভান্ডারের দরজা খোলেন এবং ৯টার দিকে টাকা চুরির বিষয় ও,পি,ডাব্লিউ-১ মোঃ হেদায়েত উল্লাহ জানতে পারেন এবং পরবর্তীতে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গৃহীত হয় । ও, পি ডাব্লিউ-১ মোঃ হেদায়েত উল্লাহ এর সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে, তদন্ত কার্যক্রমে বাদীসহ ক্যাশিয়ার টাকা আত্মসাতের অভিযোগের সহিত জড়িত মর্মে করোবরেটিভ সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। ও, পি ডাব্লিউ-১ মোঃ হেদায়েত উল্লাহর সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে, বাদী জালাল উদ্দিন অন্য অপরাধের জন্য ডিসেম্বর ০৩ সালে বরখাস্ত হইয়াছে। ও, পি ডাব্লিউ-২ মোঃ মহসিন ব্যাপারী, সহকারী শ্রম কল্যাণ কর্মকর্তার জেরার স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, সুপারিশ মোতাবেক ক্যাশিয়ার মামলা না করায় তাহার নামীয় ১০% টাকা কর্তন করে নেওয়া হইয়াছে। জালালের বিরুদ্ধে পৃথক একটি অভিযোগ

ছিল। ও, পি ডাব্লিউ-৪ মোঃ আলম মালিথা ড্রাইভার ও, পি ডাব্লিউ-১ হেদায়েত উল্লাহকে দরজা খুলতে সহায়তা করেছিল । প্রতি পক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ট রেন উইক জগেশ্বর এন্ড কোম্পানী লিঃ কুষ্টিয়ার জীপ গাড়ী চালকের লগবই দৃষ্টি দেখা যায় যে, ও, পি ডাব্লিউ-১ মোঃ আলম মালিথা জীপ গাড়ীর ড্রাইভার ঘটনার পরদিন অর্থাৎ ৮-১-৯৭ তারিখে জীপ গাড়ী নিয়ে পাবনা চিনিকলে ডিউটিরত ছিলেন। ও, পি ডাব্লিউ-১ মোঃ হেদায়েত উল্লাহ প্রাক্তন সিনিয়র ডেপুটি চীফ স্টোর অফিসার ও ভারপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ও ও, পি ডাব্লিউ-২ মোঃ মহসিন ব্যাপারী সহকারী শ্রম কল্যাণ কর্মকর্তা, পাবনা চিনিকল লিঃ ও ৩ নং প্রতিপক্ষের সাক্ষ্য ও জেরার স্বীকারোক্তি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ভান্ডার বিভাগের কথিত চুরির বিষয়ে থানায় এজাহার সংক্রান্ত কাগজ দিলেও এজাহারটি রুজু হয় নাই। প্রাপ্ত সাক্ষ্যদি পর্যালোচনা করিয়া আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে ৭-১-৯৭ তারিখের পাবনা চিনিকল লিঃ এর স্টোরে রক্ষিত ক্যাশ থেকে টাকা চুরির প্রেক্ষিতে ৫ সদস্যের বিভাগীয় তদন্ত কমিটি তদন্ত অন্তে বাদীগণসহ অন্যান্যদেরকে চুরির সহিত জড়িত করিয়া প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিলে প্রতিপক্ষ কর্তৃক বিভাগীয় কার্যক্রম আনয়নপূর্বক তাহাদের বিরুদ্ধে ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৭(৩) ধারা মোতাবেক কৈফিয়ত তলব হয় এবং তৎপ্রেক্ষিতে দরখাস্তকারীদ্বয় লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ২য় তদন্ত কমিটির নিকট জবানবন্দী প্রদান করেন। এক্সিবিট-গ, গ(১), গ(২), ঘ, ঘ(১), ঙ, ঞ, ঞ (১) মূলে সমর্থিত। সুতরাং সাক্ষ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিভাগীয় কার্যক্রমে ২য় তদন্ত কমিটি বাদীগণসহ অন্যান্য সাক্ষীদেরকে পরীক্ষা অন্তে দরখাস্ত কারীদ্বয়সহ অন্যান্যদেরকে চুরির সহিত সম্পৃক্ত করিয়া এক্সিবিট–জ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। এক্সিবিট–ঝ ৩য় পর্যালোচনা কমিটি প্রধান নিরীক্ষক হারুন-অর-রশিদ চৌধুরী ও চীফ পারসোনেল এম, এ, বাকী সমন্বয় তদন্ত রিপোর্ট মূলে বাদীদ্বয় ও ক্যাশিয়ারগণের উপর দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক চোরাইকৃত টাকা আদায়ের সিদ্ধান্তসহ অন্যান্য সিনিয়র অফিসারদের তিরস্কারসহ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তদন্ত রিপোর্টটি বি এস এফআইসি এর সচিব কর্তৃক ৯-৯-০২ তারিখের ৩৫১ নং স্মারকে এক্সিবিট–চ দন্ডারোপের সিদ্ধান্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পাবনা চিনিকল বরাবর প্রেরীত হয়। সুতরাং প্রাপ্ত সাক্ষ্য দৃষ্টে আদালতের নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের বিধানে চুরির অপরাধের সহিত বাদীগণকে সম্পৃক্ত দেখাইয়া উক্ত ১৭(৩) ধারা মোতাবেক অসদাচরণ (মিসকনডাক্ট) এর দায়ে দরখাস্তকারীগণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা হিসাবে ১৮ ধারার বিধানে শাস্তি প্রদত্ত হয় কিন্তু দরখাস্তকারীগণ এস, ও এ্যাক্টের ২৫ ধারার বিধানে এক্সিবিট-৪ গ্রিভান্স দরখাস্ত ৯-১০-০২ তারিখে প্রদান করিলে ১০-১০-০২ তারিখে প্রতিপক্ষের স্বাক্ষরিত এডি ফেরত আসে। কিন্তু দরখাস্তকারীদ্বয় নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারায় প্রতিকার চেয়ে কোন মামলা দায়ের করেন নাই। দরখাস্তকারীগণ শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় গ্যারান্টিড রাইট বলবতের জন্য অত্র মামলাটি ৮-৪-০৩ তারিখে দায়ের করিয়াছেন। প্রাপ্ত সাক্ষ্য থেকে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীদ্বয়ের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তির বিরুদ্ধে প্রতিকার চেয়ে ত্রুটিসমূহ উল্লেখপূর্বক এস, ও এ্যাক্টের ২৫ ধারায় মামলাটি আনয়ন করেন নাই। উল্লেখ্য যে, বিভাগীয় কার্যক্রমে প্রদত্ত শাস্তি (পানিসমেন্ট) আদেশের বিরুদ্ধে বিভাগীয় আপীল ও দায়ের হয় নাই। দরখাস্তকারীদ্বয় অত্র আই, আর, ও মামলাটি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় বেতন প্রাপ্তিকে গ্যারান্টিড রাইট হিসাবে দাবী করিয়া বেতন পাইবার অধিকার বলবৎ চেয়েছেন। এই প্রসংগে যুক্তিতর্ক পেশকারে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী এইমর্মে নিবেদন করেন যে,

দরখাস্তকারী শ্রমিক হিসাবে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় কর্তিত বেতন পাইবার বা বলবৎ করিবার প্রতিকার পাইবার হকদার নহেন কারণ প্রতিপক্ষ কর্তৃপক্ষের আরোপিত শাস্তির প্রেক্ষিতে বেতন কর্তনের আইনানুগ অধিকার রহিয়াছে। সেক্ষেত্রে দরখাস্তকারীদ্বয়ের কোন অর্জিত অধিকার নাই এবং তা বলবৎযোগ্য নহে। এই প্রসংগে আদালত শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার আইনানুগ বিধান পর্যালোচনা করিয়া অভিমত পোষণ করেন যে, দরখাস্তকারীদ্বয়ের কর্মচারী/শ্রমিকের চাকুরীতে যেমন, বেতন পাইবার অধিকার রহিয়াছে তেমনি প্রতিপক্ষ মহাব্যবস্থাপক পাবনা চিনিকল অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত কোন কর্মচারী বা শ্রমিকের উপর শাস্তি আরোপের আইনানুগ কর্তৃত্ব রহিয়াছে এবং বিভাগীয় কার্যক্রমে প্রদত্ত শাস্তির প্রেক্ষিতে কর্তিত বেতন গ্যারান্টিড রাইট হিসাবে দরখাস্তকারীদ্বয় আদায়ের বলবৎকরণ আদেশ পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন। তাছাড়াও সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারীদ্বয়কে বিভাগীয় কার্যক্রমে কৈফিয়ত তলব করিলে তাহারা জবাব দাখিল করিয়াছেন এবং তাহাদেরকে শুনানীর সুযোগ দিয়া ২য় তদন্ত কমিটি কর্তৃক দরখাস্তকারীদ্বয়ের জবানবন্দী রেকর্ড করা হইয়াছে এবং দরখাস্তকারীদ্বয় ২য় তদন্ত কমিটি ও ৩য় তদন্ত কমিটির বিরুদ্ধে কোন লিখিত অভিযোগ বা আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প কর্পোরেশনের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত তদন্ত কমিটিকে প্রভাবিত বা আনফেয়ার বলা যায় না। সুতরাং ডমেস্টিক ট্রাইবুনালের বিভাগীয় কার্যক্রম তদন্ত ও পর্যালোচনা অন্তে সর্বোচ্চ কর্মকর্তাগণের প্রদত্ত শাস্তিকে আনফেয়ার বা মটিভেটেড গণ্য করা যায় না। দরখাস্তকারীদ্বয় অত্র আই আর ও মামলায় কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত আদেশ মূলতঃ রদরহিতসহ বিজ্ঞাপনী/ঘোষণামূলক আদেশে কর্তিত বেতন ফেরৎ চেয়েছেন যাহা শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় বিধানে সচলযোগ্য নহে। দরখাস্তকারীদ্বয়ের এস, ও এ্যাক্টের ১৭ ও ১৮ ধারার বিধানে বিভাগীয় কার্যক্রমের ত্রুটিসমূহ উল্লেখ করিয়া ২৫ ধারার বিধানে তামাদি সময়ের মধ্যে মামলাটি দায়ের করা উচিত ছিল। সাক্ষ্য থেকে আমরা আরও পেয়েছি যে, ২নং দরখাস্তকারী মোঃ জালাল উদ্দিন মামলাটি পেন্ডিং থাকা অবস্থায় অন্য অভিযোগে বরখাস্ত হইয়াছেন। সেই দৃষ্টিতে চাকুরীচ্যুত ২নং দরখাস্তকারীর অত্রাকারে আই, আর, ও মামলাটি আদৌও প্রতিকারযোগ্য নহে। গ্রিভান্স দাখিলের দীর্ঘ ১৮১ দিন বিলম্বে অত্র আই, আর, ও মামলাটি দায়ের করা হয় এবং এস, ও এ্যাক্টের ২৫ ধারার বিধানে মামলাটি আনীত না হওয়ায় অত্রাকারে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় মামলাটি দায়ের হওয়ায় মামলাটি সচলযোগ্য না হওয়ায় দরখাস্তকারীগণ প্রার্থীতমতে প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন মর্মে অত্রাদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সুতরাং ইস্যুসমূহ দরখাস্তকারীগণের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। তাই দরখাস্ত কারীগণ অত্র মামলায় প্রার্থীতমতে প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন ।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি দোতরফা সূত্রে প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় নামঞ্জুর (disallowed) হয় ।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর ও, মামলা নং ৫৫/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—**দরখাস্তকারী।**

বনাম

১। মোঃ আইনুল হক, সভাপতি,

২। মোঃ আজিম উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক,

কাটলাহাট বাজার ও আড়ৎ কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৭১০, কাটলাহাট, বিরামপুর, দিনাজপুর—**প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ আবদুল আউয়াল, **দরখাস্তকারী পক্ষ।**

আদেশ নং-৪ তাং ২২-৮-০৫

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব এডঃ মোতাহার হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ লোকমান হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিতি বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আব্দুল আউয়াল, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হইল এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১ (ক)(১), ১(খ) ও ১ (গ) হিসেবে প্রমাণে চিহ্নিত হইল। পি ডাব্লিউ-১ মোঃ আব্দুল আউয়ালের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০ (২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ কাটলাইট বাজার ও আড়ৎ কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৭১০) এর রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নেরর আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১-৯-৯৮ তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ২৫-৬-০১ তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ২০০০ সাল পর্যন্ত দাখিল করিয়াছে

যাহা এক্সিবিট-১(গ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ২০০১ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৮ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ১৫-৬-২০০০ তারিখের স্মারক নং আরটিইউ/রাজ/১১৯৬ (এক্সিবিট-১(খ) এবং ২৯-৬-২০০৪ তারিখের স্মারক নং ১১৪৯ (এক্সিবিট-১(ক) মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি এবং ১১৪৯ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ রশিদ এক্সিবিট-১(ক)(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ২০০১ সাল থেকে ২ বৎসর পরপর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ কাটলাহাট বাজার ও আড়ৎ কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৭১০) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর ও, মামলা নং ৫৫/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ আইনুল হক, সভাপতি,

২। মোঃ আজিম উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক,

কাটলাহাট বাজার ও আড়ৎ কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৭১০, কাটলাহাট, বিরামপুর, দিনাজপুর—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ আবদুল আউয়াল, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৪ তাং ২২-৮-০৫

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব এডঃ মোতাহার হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ লোকমান হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিতি বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আব্দুল আউয়াল, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হইল এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১ (ক)(১), ১(খ) ও ১ (গ) হিসেবে প্রমাণে চিহ্নিত হইল। পি ডাব্লিউ-১ মোঃ আব্দুল আউয়ালের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০ (২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ কাটলাহাট বাজার ও আড়ৎ কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৭১০) এর রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নেরর আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১-৯-৯৮ তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ২৫-৬-০১ তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্কে অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ২০০০ সাল পর্যন্ত দাখিল করিয়াছে যাহা এক্সিবিট-১(গ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ২০০১ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৮ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ১৫-৬-২০০০ তারিখের স্মারক নং আরটিইউ/রাজ/ ১১৯৬ (এক্সিবিট-১(খ) এবং ২৯-৬-২০০৪ইং তারিখের স্মারক নং ১১৪৯ (এক্সিবিট-১(ক) মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি এবং ১১৪৯ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ রশিদ (এক্সিবিট-১(ক)(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ২০০১ সাল থেকে ২ বৎসর পরপর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমান লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ কাটলাহাট বাজার ও আড়ৎ কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৭১০) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর ও, মামলা নং ৫৬/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ আব্দুল বাকি, সভাপতি,

২। মোঃ লুৎফর রহমান, সাধারণ সম্পাদক,

পীরগঞ্জ কুলি মজদুর শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৪৭৮, বংগবন্ধু সড়ক, পীরগঞ্জ, জেলা-ঠাকুরগাঁও—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ আল মুতাজিদুল ইসলাম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং-৪ তাং ২৮-৮-০৫

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলাল কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠণের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিতি বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আল মুতাজিদুল ইসলাম, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হইল এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১ (ক)(১), ১(খ) ও ১ (গ) হিসেবে প্রমাণে চিহ্নিত হইল। পি ডাব্লিউ-১ মোঃ আল মুতাজিদুল ইসলামের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখিলাম। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০ (২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ পীরগঞ্জ কুলি মজদুর শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৪৭৮) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০২ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১১-১১-৯৬ তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ৩১-৮-২০০০ তারিখের দরখাস্তকারী বরাবর নির্বাচনী ফলাফল দাখিল করেন যাহা এক্সিবিট-১(গ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু উপর পর হইতে আর কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দাখিল করে নাই। তাছাড়া প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ২০০১ সাল পর্যন্ত দাখিল করিয়াছে যাহা এক্সিবিট-১(খ) দৃষ্টে প্রতিয়মান হয় কিন্তু ২০০২ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করেন নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার সংবিধানের ২৪ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২৬-১২-২০০০ তারিখের স্মারক নং আরটিইউ/রাজ/২৩৪৬ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি (এক্সিবিট-১(ক) এবং উক্ত স্মারক প্রেরণের রেজিঃ রশিদ (এক্সিবিট-১(ক)(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ২০০০ সাল থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ ২০০২ সাল থেকে দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ পীরগঞ্জ কুলি মজদুর শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৪৭৮) বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর ও, মামলা নং ৫৪/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ আব্দুর সাত্তার শেখ, সভাপতি,

২। মোঃ তোফাজ্জল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক,

নিতপুর আড়ৎ, গুদাম ও ঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, (রেজিঃ নং রাজ-১৯৯৭), নিতপুর, পোরশা, জেলা নওগাঁ—**প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ আবদুল আউয়াল, **দরখাস্তকারী পক্ষ।**

আদেশ নং-৫ তাং ১১-৯-০৫

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ এডঃ মোতাহার হোসেন ও (২) জনাব মোঃ লোকমান হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠণের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আবদুল আউয়াল, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)(১), ১(খ) ১(খ)(১) ১(গ) হিসেবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি ডাব্লিউ-১ মোঃ আব্দুল আউয়ালের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ এবং রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০ (২) ধারা মোতাবেক নিতপুর আড়ৎ, গুদাম ও ঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৯৯৭) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০২ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১৬-১-২০০১ তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়া প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ২০০১ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-১(গ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ২০০২ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল

করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৫ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ১১-৭-০৪ তারিখের স্মারক নং ১২৩৫ ও ২০-৯-০৪ তারিখের স্মারক নং আরটিইউ/রাজ/১৭৬২ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় তাহার অফিস কপিসমূহ যথাক্রমে এক্সিবিট-১(খ) ও ১(ক) এবং উক্ত স্মারকদ্বয় প্রেরণের রেজিঃ রশিদ যথাক্রমে এক্সিবিট-১(খ)(১) ও ১(ক)(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ ২০০২ সাল থেকে দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ নিতপুর আড়ৎ, গুদাম ও ঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৯৯৭) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর ও, মামলা নং ৬১/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ ছহির উদ্দিন প্রাং, সভাপতি,

২। মোঃ ধলু মিয়া প্রাং, সাধারণ সম্পাদক,

যমুনা নদী ফেরীঘাট ট্রাক ষ্ট্যান্ড কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১১৪৬, কালিতলা গ্রোয়েন বাঁধ সারিয়াকান্দী, বগুড়া—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং-৫ তাং ১৯-৯-০৫

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়

যথাক্রমে (১) জনাব এডঃ মোতাহার হোসেন (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠন ও এক তরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমস্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, উপশ্রম পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) আঞ্চলিক শ্রম অফিস, বগুড়া এর হলফনামা পাঠান্তে জবানবন্দী গৃহীত হইল এবং সংশ্লিষ্ট কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ এবং উহাতে রক্ষিত কাগজাদি এক্সিবিট-১(ক), ১(খ), ১(গ), ১(ঘ), ১(ঙ), ১(চ) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলমের জবানবন্দী ও কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক)- ও (চ) পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ (অদ্যাবধি সংশোধিত) এর ১০ (২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ যমুনা নদী ফেরীঘাট ট্রাক স্ট্যান্ড কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১১৪৬) কালিতলা গ্রোয়েন বাঁধ, সারিয়াকান্দী, বগুড়ার রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ১৬-১২-০৪ তারিখের সাধারণ সভায় ইউনিয়ন বিলুপ্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক ইউনিয়নটি বাতিলের জন্য আবেদন জানাইলে উপশ্রম পরিচালক, বগুড়া তদন্তপূর্বক প্রতিবেদনে ইউনিয়নের অস্তিত্ব পান নাই এবং কার্যনির্বাহী কমিটি পান নাই এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(১)(ক)(চ) ধারার বিধানে বাতিলের আবেদন করেছেন বিধায় আইনানুগ ভাবেই ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য হইতেছে। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম উপশ্রম পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, বগুড়া জবানবন্দী প্রদানে অভিযোগ করবরেট করিয়া বক্তব্য প্রদান করেন এবং প্রমাণে চিহ্নিত কাগজাদি এক্সিবিট-১,১(ক)-১(ঙ) দৃষ্টে অভিযোগে বর্ণিত বিষয়াদির করবরেশন পাওয়া যায় এবং প্রতিপক্ষ যমুনা নদী ফেরীঘাট ট্রাক স্ট্যান্ড কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১১৪৬), কালিতলা গ্রোয়েন বাঁধ, সারিয়াকান্দি, বগুড়া ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন এক্সিবিট-১(ক)-১(ঘ) দৃষ্টে আইনতঃ বাতিলের অনুমতি পাইবার হকদার হইতেছে। বর্ণিত কারণাধীনে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হওয়ায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ যমুনা নদী ফেরীঘাট ট্রাক স্ট্যান্ড কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন কালিতলা গ্রোয়েন বাঁধ, সারিয়াকান্দী, বগুড়ার রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১১৪৬) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব এ, কে, এ, আতোয়া-এ-রাব্বি, মালিক পক্ষ।

২। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলাল, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ ঃ ১৯শে সেপ্টেম্বর/২০০৫

আই, আর ও, মামলা নং ৫০/২০০৪

১। মোঃ এনামুল হক, সভাপতি,

২। মোঃ মিজানুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক,

বগুড়া জেলা পিক আপ মালিক সমিতি, রেজিঃ নং রাজ-২৩১১, তালুকদার মতি ম্যানসন (৩য় তলা), নামাজ গড়, বগুড়া—**দরখাস্তকারী।**

বনাম

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী —**প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধিগণ—১। জনাব মোঃ কোরবান আলী, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ শামসুল আলম, প্রতিপক্ষের প্রতিনিধি।

রায়

ইহা দরখাস্তকারী মোঃ এনামুল হক, সভাপতি ও মোঃ মিজানুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, বগুড়া জেলা পিক আপ মালিক সমিতি (রেজিঃ নং রাজ-২৩১১), বগুড়া কর্তৃক শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার আওতায় মালিক সমিতির সংবিধানের ৩০ ধারার ক্ষমতাবলে ৫-৩-০৪ তারিখের বিশেষ সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মতে সমিতির নামকরণ ও সংবিধানের ১/৪ অনুচ্ছেদের সংশোধনী অনুমোদন ও সমিতির রেজিস্টার্ড সংবিধান ও রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট গ্যারান্টির রাইট হিসাবে সংযোজিত ও সন্নিবেশিত করিয়া বলবৎ প্রদানের আদেশের নিমিত্ত মামলাটি আনীত হইয়াছে।

দরখাস্তকারী-বাদীগণের মামলার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, বাদীগণ বগুড়া জেলা পিক আপ মালিক সমিতি (রেজিঃ নং রাজ-২৩১১) এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং সমিতিটি প্রতিপক্ষ কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হইয়া পিক আপ মালিকদের দ্বারা সংবিধান মোতাবেক পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। পিক আপ মালিক সমিতির কিছু সদস্য ব্যবসায়িক উন্নতির লক্ষ্যে কারগো খরিদ করিয়া কর্তৃপক্ষের অধীনে রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করিয়া বৈধ মালিক হিসাবে মটরযান ব্যবসা পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন এবং পিক আপ মালিক সদস্যগণ কার্গো ট্রাকের মালিক হিসাবে পিক আপ মালিক সমিতির সহিত সম্পৃক্ত করিবার ও কার্গো ট্রাকের মালিকগণ পিক আপ মালিক সমিতির সদস্যভুক্ত হইবার আগ্রহ প্রকাশ করিলে সংবিধান মোতাবেক কার্গো ট্রাকের মালিকগণের সদস্যভুক্তির জন্য

সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং তৎপ্রেক্ষিতে বগুড়া জেলা পিক আপ মালিক সমিতির রেজিস্টার্ড সংবিধানের আলোকে সমিতির নাম ও রেজিস্ট্রেশন সংবিধান সংশোধনের নিমিত্তে ৫-৩-০৪ তারিখে বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সমিতির ৮০% সদস্যের উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে সমিতির নাম "বগুড়া জেলা পিক আপ ও কার্গো ট্রাক মালিক সমিতি" নামকরণ করা হয় ও সমিতির রেজিস্টার্ড সংবিধানের ১ ও ৪ অনুচ্ছেদের সংশোধনী আনয়নপূর্বক সংবিধানের "বগুড়া জেলা পিকআপ ও কার্গো ট্রাক মালিক সমিতি" নাম সংযোজন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং উক্ত সংশোধনী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের অনুমোদনের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাদীদ্বয় সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে ক্ষমতা প্রদান করা হয় এবং তৎ মোতাবেক ১/২ নং দরখাস্ত কারীগণ ১৮-৪-০৪ তারিখে প্রতিপক্ষ রেজিস্টার্ড অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীর দপ্তরে আবেদন করিলে ৯-৫-০৪ তারিখের ৭৪৯ নং স্মারকমূলে বেআইনী যুক্তির অবতারনায় সংশোধনী আবেদন নামঞ্জুর করেন। উক্ত প্রত্যাখান আদেশ দ্বারা দরখাস্তকারীগণ যথা বগুড়া জেলা পিকআপ মালিক সমিতির আইনানুগ সংরক্ষিত অধিকার ক্ষুন্ন হইয়াছে। শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ ও মটরযান অধ্যাদেশ এর বিধান মোতাবেক পিক আপ মালিক ও কার্গো ট্রাকের মালিকগণ একই সংগে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও রেজিস্ট্রেশন পাইবার আইনতঃ অধিকারী হইতেছেন। সুতরাং প্রতিপক্ষের ৯-৫-০৪ তারিখের ৭৪৯ স্মারকমূলে প্রদত্ত প্রত্যাখান আদেশটি বেআইনী সাব্যস্তে বাদীগণের বগুড়া জেলা পিক আপ মালিক সমিতির অনুমোদিত সংবিধানের প্রদত্ত অধিকারকে বলবৎ পাইবার নিমিত্ত শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মোতাবেক দরখাস্তকারীগণ মামলাটি আনয়ন করিয়াছেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন পক্ষে এক লিখিত জবাব দাখিল করিয়া দরখাস্তকারী পক্ষের মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বলেন যে, বাদীগণের মামলাটি অত্র আকারে সচলযোগ্য নহে, প্রতিপক্ষের প্রত্যাখ্যান আদেশটি সঠিক ও আইনানুগ হওয়ায় দরখাস্তকারীগণ অত্র মামলার প্রার্থীত প্রতিকার পাইবার অধিকারী নহেন।

প্রতিপক্ষের জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ বগুড়া জেলা পিক আপ মালিক সমিতির (রেজিঃ নং রাজ-২৩১১) রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হইয়া সাংবিধানিক কার্যক্রম পরিচালনাকালে ৫-৩-০৪ তারিখের বিশেষ সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে সমিতির নামকরণ পরিবর্তন করিয়া বগুড়া জেলা পিক আপ ও কার্গো ট্রাক মালিক সমিতি নামকরণের অনুমতির জন্য দরখাস্ত-কারীদ্বয় ১৮-৪-০৪ তারিখে আবেদন করিলে প্রতিপক্ষ তাহা পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া ভিন্নধর্মী প্রতিষ্ঠান হওয়ায় কারণে উক্ত সংশোধনী নামকরণ অনুমোদনের সুযোগ নাই এবং তদহেতু সংশোধনীটি ৯-৫-০৪ তারিখে আইনানুগভাবেই নামঞ্জুর করা হইয়াছে। সুতরাং বাদীপক্ষ মামলাটিতে প্রার্থীত মতে প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন বিধায় অত্র মামলাটি নামঞ্জুরযোগ্য হইতেছে।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

(১) দরখাস্তকারী পক্ষের অত্র শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় আনীত মামলাটি কি আইনতঃ সচলযোগ্য?

(২) দরখাস্তকারী পক্ষের বগুড়া জেলা পিক আপ মালিক সমিতি (রেজিঃ নং রাজ-২৩১১) এর সংবিধানের ৩০ ধারার বিধান মোতাবেক ৫-৩-০৪ তারিখের বিশেষ সাধারণ সভার

সিদ্ধান্ত মতে ইউনিয়নের নামকরণ সংশোধনী আইনানুগ কিনা এবং তৎপ্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী ইস্টাবলিশমেন্টের আওতায় বগুড়া জেলা পিক আপ মালিক ও কার্গো ট্রাক মালিক সমিতি নামকরণে উহার সংবিধান অনুমোদন পাইবার ও রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট উক্ত নামকরণ সন্নিবেশিত করিবার আদেশ পাইবার আইনতঃ হকদার কি না?

(৩) দরখাস্তকারী কি প্রার্থীত মতো আইনতঃ প্রতিকার পাইবার হকদার হইতেছেন?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিবেচ্য বিষয় নং ১-৩ ঃ

১-৩ নং বিবেচ্য বিষয়সমূহ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। পক্ষগণ কর্তৃক ইহা অস্বীকৃত নহে যে, দরখাস্তকারী মোঃ এনামুল হক সভাপতি ও মিজানুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, বগুড়া জেলা পিক আপ মালিক সমিতি, নামাজগড়, বগুড়া রাজশাহী শ্রম আদালতের আই,আর,ও (আপীল)-১০৬/০৩ মামলার রায়মূলে প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন নং রাজ-২৩১১ হিসেবে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হইয়া ২০০৩ সালের নভেম্বর মাস হইতে ইউনিয়নটির কার্যক্রম পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারীগণের বগুড়া জেলা পিক আপ মালিক সমিতি উহার এক্সিবিট-৬(ক) সংবিধানের ৩০ ধারার বিধানে ৫-৩-০৪ তারিখের বিশেষ সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত, এক্সিবিট-৫,৭(ক) মূলে বগুড়া জেলা পিক আপ মালিক সমিতির মালিকগণের দ্বারা বগুড়া জেলা পিক আপ মালিক ও কার্গো ট্রাক মালিক সমিতি সংশোধিত ভাবে গঠন করেন এবং অনুমোদিত সংবিধানের ১ ও ৪ অনুচ্ছেদের সংশোধনী অনুমোদনের জন্য ও রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে ঐ মর্মে সংযোজিত ও সন্নিবেশিত করিয়া বলবৎ করার আদেশ চেয়ে প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বরাবরে এক্সিবিট-১ আবেদন দায়ের করেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে স্বীকৃত মতেই রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী এক্সিবিট-২ ৯-৫-০৪ তারিখের ৭৪৯ নং স্মারক মূলে কার্গো ট্রাক ভিন্নধর্মী প্রতিষ্ঠান (ইস্টাবলিশমেন্ট) হওয়ায় পিক আপের সহিত কার্গো ট্রাক সংযুক্ত করিয়া সংশোধন দেওয়ার কোন অবকাশ নাই মর্মে দরখাস্তকারীগণকে অবহিত করেন। দরখাস্তকারীগণ শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার আওতায় বগুড়া জেলা পিক আপ মালিক সমিতির সংবিধানের ৩০ ধারার ক্ষমতাবলে ৫-৩-০৪ তারিখের বিশেষ সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মতে সমিতির নামকরণ ও সংবিধানের ১/৪ অনুচ্ছেদের সংশোধন এবং রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ঐ মর্মে গ্যারান্টিড রাইট হিসাবে সংযোজিত ও সন্নিবেশিত করার বলবৎ আদেশের নিমিত্ত মামলাটি আনয়ন করেন। দরখাস্তকারী পক্ষ মামলাটি প্রমানে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আনোয়ার হোসেন, বগুড়া জেলা পিক আপ মালিক সমিতির যুগ্ম সম্পাদক ও পি ডাব্লিউ-২ মোঃ আবদুল হান্নান, সহকারী পরিচালক, বি,আর,টি, এ, বগুড়া ২ জনকে মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করেন এবং দালিলিক সাক্ষী হিসেবে এক্সিবিট-১-৬, ৬(ক), ৭, ৭(ক)/, ৮ সিরিজ কাগজাদি প্রমানে আনেন। অপরদিকে প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার আব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী মৌখিক সাক্ষী পরীক্ষা করেন নাই। শুধু সংশ্লিষ্ট দপ্তর ফাইল (কাগজাদিসহ) এক্সিবিট-ক হিসাবে প্রমাণে আনেন। প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী দরখাস্তকারীর বক্তব্যকে বিরোধিতা করিয়া উল্লেখ করেন যে, দরখাস্তকারী বগুড়া জেলা পিক আপ মালিক সমিতির নামকরণ ৫-৩-০৪ তারিখের সংশোধনী মূলে পরিবর্তন করিয়া বগুড়া জেলা পিক আপ ও কার্গো ট্রাক মালিক সমিতি নামকরণে ও সংবিধানের ১ ও ৪ অনুচ্ছেদের সংশোধনী অনুমোদনসহ

সমিতির রেজিস্টার্ড সংবিধান ও রেজিস্ট্রেশন সার্টিফেকেটে সন্নিবেশিত করিয়া বলবৎ করার আইনানুগ কোন বৈধ অধিকার নাই এবং বগুড়া জেলা পিক আপ ও কার্গো ট্রাক মালিক সমিতি নামকরণে আনীত সংশোধনী আইনানুগ হয় নাই এবং উক্তরূপ সংশোধনী ১৯৯৩ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের সংশোধনী মোতাবেক পরিবহন ইস্টাবলিশমেন্টের আওতায় ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রেণী বিন্যাসের আওতায় কার্গো ট্রাক অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় উহাকে পিক আপের সহিত সংযুক্ত করার আইনগত বিধান নাই এবং বগুড়া জেলা ট্রাক মালিক সমিতির সহিত দরখাস্তকারীর সংশোধিত মতে বগুড়া জেলা পিক আপ ও কার্গো ট্রাক মালিক সমিতির অনুমোদন দিলে মালিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সৃষ্টি সহ ট্রাক পরিবহন ব্যবসায় অচল অবস্থা সৃষ্টি করিবে। তাই দরখাস্তকারীর বগুড়া জেলা পিক আপ মালিক সমিতির সংবিধানের ৩০ ধারার বিধান মতে ৫-৩-০৪ তারিখের বেআইনী সংশোধনী দ্বারা দরখাস্ত কারীগণ কোন অর্জিত অধিকর বলবৎ এর প্রতিকার পাইবার হকদার নহেন। দরখাস্তকারী পক্ষে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আনোয়ার হোসেন যুগ্ম সম্পাদক, বগুড়া জেলা পিক আপ মালিক সমিতি সাক্ষ্য দিয়ে আরজির বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন কিন্তু জেরার স্বীকারোক্তি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যে কার্গো ট্রাক সংযোগ করিয়া সংশোধনী এনেছেন ঐ কার্গো ট্রাক ৬ চাকা বিশিষ্ট এবং পিক আপ গাড়ী ৪ চাকা বিশিষ্ট হইয়া থাকে। পিক আপ মালিক সমিতি রেজিস্ট্রেশন গ্রহণের ৫ বৎসর পূর্বেই সে কার্গো ট্রাক খরিদ করেছেন কিন্তু দরখাস্তকারী পিক আপ মালিক সমিতি রেজিস্ট্রেশন গ্রহণের সময় কার্গো ট্রাক সংযোগ করিয়া পূর্বের সমিতি গঠন করে নাই। পি, ডাব্লিউ-১ আনোয়ার হোসেনের জেরায় স্বীকারোক্তি থেকে আরও প্রতীয়মান হয় যে, পিক আপ মালিক সমিতির সকল সদস্যদের কার্গো ট্রাক নাই এবং বগুড়া জেলায় একটি ট্রাক ও ট্যাংকলরী মালিক সমিতি আছে। পি ডাব্লিউ-২ মোঃ আবদুল হান্নান, সহকারী পরিচালক বি.আর.টি.এ, বগুড়া সাক্ষ্য দিয়ে কার্গো ট্রাকের ৫টি রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এক্সিবিট-৮ সিরিজ হিসাবে প্রমাণ করেছেন এবং কার্গো ট্রাক ও পিক আপ মাল বহনকারী যান হিসাবে একই পর্যায়ভুক্ত প্রমাণ করিতে চেয়েছেন কিন্তু এই সাক্ষীর জেরার স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, পিক আপ ও কার্গো ট্রাক উভয় মাল বহন করিলেও পিক আপের ওজন মালসহ ৩৫০৩ কেজি হয় এবং কার্গো ট্রাক ৩৫০১ কেজি থেকে ৬০০০ কেজি পর্যন্ত ওজন হইয়া থাকে। পি, ডাব্লিউ-২ মোঃ আবদুল হান্নান, সহকারী পরিচালক, বি,আর,টি,এ জেরায় অকপটে স্বীকার করেছেন যে, কার্গো ট্রাক মালবাহী হিসাবে ট্রাক ও ট্যাংকলরী যানবাহনের অন্তর্ভুক্ত। পিক আপ মালবাহী যান হইলেও আকারে ছোট কিন্তু কার্গো ট্রাক ৬০০০ কেজি ওজনের এবং মালবাহী হিসাবে ঢ-১১ সিরিজের আওতায় রেজিস্ট্রেশন ভুক্ত। স্বীকৃত মতেই বগুড়াম জেলা পিক আপ মালিক সমিতির ৫৭ সদস্য বিশিষ্ট এবং ঐ সকল সদস্যের কার্গো ট্রাক খরিদ রহিয়াছে ঐ মর্মে প্রমাণে সকলের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রমাণ চিহ্নিত হয় নাই। পি, ডাব্লিউ-২ আঃ হান্নান সহকারী পরিচালক, বি, আর, টি, এ, শুধুমাত্র ৫টি রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রমাণে এনেছেন এবং তাহার সাক্ষ্য থেকেই আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কার্গো ট্রাক ভারী মালবাহী যান এবং ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রেণী বিন্যাসে ইস্টাবলিশমেন্টের আওতাভুক্ত। সেক্ষেত্রে দরখাস্তকারীর আবেদন মতে দরখাস্তকারী বগুড়া জেলা পিক আপ মালিক সমিতি কার্গো ট্রাক বড় গাড়ীর সংযোগ চেয়েছেন। প্রতিপক্ষে বিজ্ঞ প্রতিনিধি সহকারী শ্রম পরিচালক, শ্রম দপ্তর, রাজশাহী তাহার বক্তব্যে জোরালোভাবে উল্লেখ করেন যে, শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১৯৯৩ সালের সংশোধনী মতে পরিবহনের ৪টি শ্রেণী বিন্যাসের আওতায় বাদী পক্ষের কথিত ৫-৩-০৪ তারিখের সংশোধনী আনীত হয় নাই এবং উক্ত সংশোধনটি বেআইনীভাবে আনা হইয়াছে। শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের সংশোধিত আইনে এই মর্মে উল্লেখ আছে যে, 'establishment' means any office, firm, industrial unit, transport vehicle, undertaking, shop or premisos in which workmen are employed for the purpose of carrying on any industry;

Provided that each Class of transport vehicles, such as truck/tank-lorry "bus/minibus" "taxi" and "baby taxi/tempo" operating in a region of Transport Committee shall be deemed to be an establishment for the purpose of registration of trade union of workmen employed in such transport vehicles;".

সুতরাং উপরোক্ত আইনে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে পরিবহন সেক্টরকে ৪টি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। ১। "ট্রাক/ট্যাংকলরী", ২। "বাস/মিনিবাস", ৩। "ট্যাক্সি", ৪। "বেবী ট্যাক্সি/টেম্পু"। সুতরাং সংশোধিত আইনে ট্রাক ও ট্যাংকলরীকে একই শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। প্রাপ্ত সাক্ষ্য থেকে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, পিক আপ ও কার্গো ট্রাক মালবাহী যানী হইলেও কার্গো ট্রাক আকারে ও ওজনে বড় এবং (wider connotation) যাহা ৬০০০ কেজি পর্যন্ত ওজন বিশিষ্ট হইতে পারে এবং কার্গো ট্রাক, ট্রাক ও ট্যাংকলরী পরিবহনের অন্তর্ভুক্ত মর্মে প্রতীয়মান হয়। সাক্ষ্য থেকে আমরা পেয়েছি যে, বগুড়া জেলা ট্রাক মালিক সমিতি নামীয় অপর একটি পৃথক রেজিস্টার্ড সংগঠন বিদ্যমান রহিয়াছে। সেক্ষেত্রে কার্গো ট্রাক, ট্রাক ও ট্যাংকলরী ইস্টাবলিশমেন্টের শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় বড় আকারের কার্গো ট্রাককে ছোট আকারের পিক আপের সহিত একীভূত বা সংযোগ করিবার আইনানুগ বিধান নাই। প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার্ড অব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক দরখাস্তকারীর বগুড়া জেলা পিক আপ মালিক সমিতির সহিত কার্গো ট্রাক সংযোগ করিয়া ৫-৩-০৪ তারিখে যে সংবিধান সংশোধিত হইয়াছে তাহা ভেহিকেলস শ্রেণী বিন্যাসের আওতায় সমতাভিত্তিক (Similiar) না হওয়ায় বেআইনী হইয়াছে এবং প্রতিপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীর সমিতির সংবিধানের বিধান মোতাবেক বেআইনী ও ভিন্ন ধর্মী সংযোজনের সংশোধনীটি অনুমোদন করার আইনগত বৈধতা নাই। তাছাড়া দরখাস্তকারী বগুড়া জেলা পিক আপ মালিক সমিতির সকল সদস্যদের কার্গো ট্রাক আছে মর্মে প্রমাণিত হয় নাই। তদুপরি বগুড়া জেলায় রেজিস্ট্রার্ড ট্রাক মালিক সমিতি বিদ্যমান থাকায় ট্রাক মালিকদের সহিত দরখাস্তকারীর সংশোধিত সাংবিধানিক অনুমোদিত হইলে পিক আপ ও কার্গো মালিকদের সহিত দরখাস্তকারীর সংশোধিত সংবিধানটি অনুমোদিত হইলে পিক আপ ও কার্গো মালিকদের মধ্যে বড় ধরণের সংঘাত সহ ট্রাক পরিবহনে অচল অবস্থার সম্ভাবনা দেখা দিবে। তাই দরখাস্তকারীর পিক আপ মালিক সমিতির সংবিধানের ৩০ ধারায় ক্ষমতা বলে বেআইনী সংশোধনী মূলে বৈধ গ্যারান্টিড রাইট অর্জিত হয় নাই এবং তদহেতু প্রতিপক্ষ কর্তৃক উহা অনুমোদনের আদেশ পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন। ফলতঃ দরখাস্তকারীগণের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় আনীত মামলায় প্রার্থীত মতে প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন মর্মে অত্র আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি দোতরফা সূত্রে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় নামঞ্জুর (disallowed) হয়।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর ও, মামলা নং ৫৭/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—**দরখাস্তকারী।**

বনাম

১। মোঃ সাইফুদ্দিন, সভাপতি,

২। মোঃ আবদুল জলিল, সাধারণ সম্পাদক,

নিতপুর হাটবাজার, আড়ৎ, চাতাল ও খাদ্যগুদাম জাতীয়তাবাদী কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ-নং রাজ-১২৪৮, নিতপুর বাজার, পোরশা, জেলা নওগাঁ—**প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ মনিরুল আলম, **দরখাস্তকারী পক্ষ।**

আদেশ নং ৬ তাং ২১-৯-০৫

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব এ, কে, এ, আতোয়া-এ-রাব্বি কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিতি বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ মনিরুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হইল এবং দাখিলী কাগজাদির এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)(১), ১(খ), ১(খ)(১), ১(গ), ১(ঘ) হিসেবে প্রমানে চিহ্নিত হইল। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ মনিরুল আলমের জবানবন্দী ও কাগজাদি ফাইল এক্সিবিট-১, ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখিলাম। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ নিতপুর হাটবাজার, আড়ৎ, চাতাল ও খাদ্যগুদাম জাতীয়তাবাদী কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১২৪৮) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করা হয় এবং ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২৫-১০-৯৪ তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়া প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ২০০০ সাল পর্যন্ত দাখিল করিয়াছে যাহা এক্সিবিট-১(ঘ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ২০০১ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং

প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৪ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২৪-৮-০৩ , ৫-১-০৪ ও ২০-৯-০৪ তারিখের স্মারক নং যথাক্রমে আরটিইউ/রাজ/১৭১৯, ৩৮ ও ১৭৬৩ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ এক্সিবিট-১(গ), ১(খ), ১(ক) এবং ৩৮ ও ১৭৬৩ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ রশিদ যথাক্রমে ১(খ)(১) ও ১(ক)(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে।সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুয়ায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ২০১ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমান লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ নিতপুর হাটবাজার, আড়ৎ, চাতাল ও খাদ্য গুদাম জাতীয়তাবাদী কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১২৪৮) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৬৩/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—**দরখাস্তকারী।**

বনাম

১। মোঃ হাসমত আলী, সভাপতি,

২। শ্রী ধীরেণ রায়, সাধারণ সম্পাদক,

গড়েয়া হাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, (রেজিঃ নং রাজ-১২৫৭), গড়েয়া হাট, পোঃ নতুন গড়েয়া হাট, থানা ও জেলা ঠাকুরগাঁ—**প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ জিয়াউল হক খান, **দরখাস্তকারী পক্ষ।**

আদেশ নং ৪ তাং ২৮-৯-০৫

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব এ, কে, এ, আতোয়া-এ-রাব্বি কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ লোকমান হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন।

নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তি মূলে কাগজাদি (দপ্তর নথি) দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিতি বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ জিয়াউল হক খান, সহকারী শ্রম পরিচালক বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হইল এবং দাখিলী কাগজাদির এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)(১), ১(খ), ১(গ), হিসেবে প্রমানে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ জিয়াউল হক খানের জবানবন্দী ও কাগজাদি ফাইল এক্সিবিট-১, এবং রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ গড়েয়া হাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১২৫৭) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করা এবং ২০০০ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ৬-১১-৯৪ তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ৪-১০-২০০০ তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়া প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত দাখিল করিয়াছে যাহা এক্সিবিট-১(গ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ২০০০ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২০ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২৫-৭-০৪ তারিখের স্মারক নং আরটিইউ/রাজ/১৪২৯ এবং ২৬-১২-০৪ তারিখের স্মারক আরটিইউ/রাজ/৯৪, ২৩৫১ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ এক্সিবিট-১(খ) ও ১(খ) এবং ২৩৫১ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ রশিদ এক্সিবিট- ১(ক)(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুয়ায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ২০০০ সাল থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমান লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ গড়েয়া হাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১২৫৭) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতঃ মোঃ আবদুস সামাদ,
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণঃ ১। এডভোকেট মোঃ মোতাহার হোসেন, মালিক পক্ষ।
২। জনাব মোঃ কামরুল হাসান, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ, ২১ সেপ্টম্বর ২০০৫

আই, আর, ও মামলা নং ৪৯/২০০৪

১। জনাব মোঃ ফয়জার রহমান, সভাপতি,

২। জনাব মোঃ জাহেদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, হরিরামপুর শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিং নং রাজ ২০১২, প্রধান কার্যালয় বটতলী, মুন্সিপাড়া, পার্বতীপুর, জেলা দিনাজপুর—**দরখাস্তকারী।**

বনাম

১। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

২। জনাব মোঃ শামসুল আলম, মতিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক,

৩। জনাব মোঃ মমিনুল ইসলাম, পিতা গফ্ফার আলী, সভাপতি, প্রস্তাবিত মধ্যপাড়া লোড-আনলোড শ্রমিক ইউনিয়ন, ঠিকানা মধ্যপাড়া বাজার, পার্বতীপুর, জেলা দিনাজপুর—— **প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধিগণঃ ১। জনাব মোঃ কোরবান আলী, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব মোঃ শামসুল আলম, ১ নং প্রতিপক্ষের প্রতিনিধি।
৩। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), ২/৩ নং প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা দরখাস্তকারী মোঃ ফয়জার রহমান, সভাপতি ও মোঃ জাহেদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, হরিমামপুর শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ ২০১২) পার্বতীপুর, দিনাজপুর, কর্তৃক শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার আওতায় ১ নং প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী যাহাতে ২/৩ নং প্রতিপক্ষের অশ্রমিক ও ভুয়া তথ্য পরিচয় ও ঠিকানায় গঠিত প্রস্তাবিত মধ্যপাড়া লোড-আনলোড শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করিয়া দরখাস্তকারীগণের হরিরামপুর শ্রমিক ইউনিয়নের আইনানুগ অধিকার খর্ব করিতে না পারেন তদমর্মে প্রয়োজনীয় আদেশের নিমিত্ত মামলাটি আনীত হইয়াছে।

দরখাস্তকারী বাদীগণের মামলার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারীগণের হরিরামপুর শ্রমিক ইউনিয়নটি (রেজিঃ নং রাজ ২০১২) ২৮-৩-০৩ তারিখে আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত হইয়া ইউনিয়নের কার্যক্রম পরিচালনা করিয়া আসিতেছে। মধ্যপাড়া বাজারের কিছু দোকানদার, কিছু কৃষি শ্রমিক এবং স্থানীয় ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের কিছু সদস্যগণ সমন্বয়ে ভুয়া তথ্য

প্রদানের দ্বারা ২/৩ নং প্রতিপক্ষকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক দেখাইয়া প্রস্তাবিত মধ্যপাড়া লোড-আনলোড শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন গ্রহণের জন্য এবং প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী এর নিকট আবেদন দাখিল করেন। ১/২ নং দরখাস্তকারীগণ উক্ত ভুয়া তথ্য ও সৃজিত কাগজ দ্বারা গঠিত প্রস্তাবিত ইউনিয়ন যাহাতে রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করিয়া দরখাস্তকারী ইউনিয়নের আইনানুগ কার্যক্রমে বাধা বিঘ্ন সৃষ্টিসহ আইন-শৃংখলার অবনতি ঘটাইতে না পারে এবং দরখাস্তকারী ইউনিয়নের সদস্যগণের ট্রেড ইউনিয়ন কাজে বাধার সৃষ্টি করিতে না পারে তদজন্য ২৫-৯-০৪ তারিখে স্থানীয় চেয়ারম্যানের সুপারিশসহ প্রস্তাবিত ইউনিয়নের বাস্তব তথ্যসম্বলিত আপত্তি দাখিল করেন। ১ নং প্রতিপক্ষের রেজিস্ট্রেশন দপ্তর কর্তৃক প্রতিপক্ষের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্যগণ ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহারে ও ভিন্ন পরিচয়ে পূর্বের রেজিস্ট্রেশন আবেদন দাখিল করিলে উহা অগ্রাহ্য হয় এবং তৎপ্রেক্ষিতে বিভাগীয় শ্রম আদালতে আপিল মামলা দায়ের হইলেও উহা নামঞ্জুর হয এবং একই সদস্যগণ ভুয়া ও সৃজিত কাগজাদির মাধ্যমে ২ ও ৩ নং প্রতিপক্ষকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক দেখাইয়া প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন চেয়ে আবেদন দাখিল করেন। ২/৩ নং প্রতিপক্ষের উক্তরূপভাবে দাখিল রেজিস্ট্রেশন আবেদন দাখিলের প্রেক্ষিতে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হইলে এলাকার শান্তি -শৃংখলা বিঘ্নিত হইবে। দরখাস্তকারীগণের দাখিলী আপত্তির প্রেক্ষিতে ১ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক সঠিক তদন্ত অনুষ্ঠিত হয় নাই। ২ নং প্রতিপক্ষের প্রস্তাবিত ইউনিয়নটির ভুয়া তথ্য, অশ্রমিক ও সৃজিত কাগজ দ্বারা গঠন দেখাইয়া রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হইল এলাকায় শান্তি-শৃংখলার বিঘ্ন ঘটিবে ও দরখাস্তকারী ইউনিয়নের সদস্যগণের জীবন ও জীবিকা হুমকির সম্মুখীন হইবে এবং দরখাস্তকারীগণের স্বাধীন ট্রেড উইনিয়ন কার্যকলাপের বাধাগ্রস্ত হইবে। সুতরাং ২/৩ নং প্রতিপক্ষের ভুয়া তথ্য ও অশ্রমিক দ্বারা গঠিত প্রস্তাবিত মধ্যপাড়া লোড-আনলোড শ্রমিক ইউনিয়ন যাহাতে রেজিস্ট্রেশন পেয়ে দরখাস্তকারী ইউনিয়নের সদস্যগণের আইনানুগ অধিকার খর্ব করিতে না পারেন তজ্জন্য শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারয় দরখাস্তকারীগণের মামলাটি আনীত হইয়াছে।

অপরদিকে ১ নং প্রতিপক্ষ এবং ২ ও ৩ নং প্রতিপক্ষ পৃথক পৃথকভাবে লিখিত জবাব দাখিল করিয়া দরখাস্তকারীগণের মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বলেন যে, দরখাস্তকারীগণের মামলাটি অত্রাকারে সচলযোগ্য নহে। দরখাস্তকারীগণের মামলটি দায়েরের কোন লোকাস ষ্ট্যান্ডি নাই এবং মামলাটিতে দরখাস্তকারীগণের কোন গ্যারান্টিড রাইট উদ্ভব ঘটে নাই। দরখাস্তকারীগণ প্রার্থীতমতে প্রতিকার পাইবার হকদার নহেন।

১ নং প্রতিপক্ষ রেজিস্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী কর্তৃক দাখিলী জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারীগণের কোন গ্যারান্টিড রাইট উদ্ভব ঘটে নাই। দরখাস্তকারীগণ অন্যায়ভাবে প্রতিপক্ষকে প্রার্থীতমতে বাধাগ্রস্ত করিতে পারেন না। দরখাস্তকারীগণের দাবী মিথ্যা হওয়ায় মামলাটি খরচাসহ নামঞ্জুরযোগ্য হইতেছে।

২/৩ নং প্রতিপক্ষের জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, ২/৩ নং প্রতিপক্ষের প্রস্তাবিত মধ্যপাড়া লোড-আনলোড শ্রমিক ইউনিয়নটি ১৫-৫-০৪ তারিখের প্রথম সাধারণ সভা এবং ২৫-৬-০৪ তারিখের দ্বিতীয় সাধারণ সভার মাধ্যমে ৮৭ জন শ্রমিক সদস্য সমন্বয়ে আইনানুগভাবেই গঠিত হয় এবং ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন গ্রহণের জন্য ২/৩ নং প্রতিপক্ষ ১ নং প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীর দপ্তরে ২৫-৮-০৪ তারিখে আবেদনপত্র জমা দাখিল করেন। আঞ্চলিক শ্রম কর্মকর্তা প্রস্তাবিত ইউনিয়নটির সরেজমিনে তদন্ত করেন এবং তদন্ত প্রতিবেদন ১ নং প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিসে দাখিল আছে। উপ-শ্রম পরিচালক কর্তৃক তদন্ত কার্যক্রমে ইউনিয়নটির অস্তিত্ব ও কাগজাদির বাস্তব অস্তিত্ব দেখিতে পান। দরখাস্তকারীগণ অপর একটি

ইউনিয়নের সদস্য থাকিয়া এলাকায় খবরদারী বহাল রাখার অসৎ উদ্দেশ্য মিথ্যা কাহিনীতে মামলাটি আনয়ন করিয়াছেন। দরখাস্তকারীগণের কোন গ্যারান্টিড রাইট নাই এবং ২/৩ নং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন আবেদনে কোন মিথ্যা তথ্য পরিবেশিত হয় নাই। দরখাস্তকারীগণের অত্র মিথ্যা মামলার কারণে রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন আবেদন নিষ্পত্তি করিতে পারেন নাই এবং উহা পেন্ডিং রহিয়াছে। দরখাস্তকারীগণের আনীত মামলাটি বেআইনী ও মিথ্যা হওয়ায় খারিজযোগ্য হইতেছে।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

(১) দরখাস্তকারীগণের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় আনীত অত্র মামলটি কি আইনতঃ সচলযোগ্য?

(২) দরখাস্তকারীগণের অত্র মামলটি দায়ের করিবার লোকাস স্ট্যান্ডি রহিয়াছে কি এবং ২/৩ নং প্রতিপক্ষের প্রস্তাবিত মধ্যপাড়া লোড-আনলোড শ্রমিক ইউনিয়নটি কি মিথ্যা ও ভূয়া তথ্য ও অশ্রমিক এবং সৃজিত কাগজপত্রের দ্বারা গঠিত এবং প্রতিপক্ষের প্রস্তাবিত ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন পাইলে কি দরখাস্তকারী ইউনিয়নের শ্রমিক সদস্যদের আইনানুগ আধিকার বাধাগ্রস্ত হইবে?

(৩) দরখাস্তকারীগণ কি প্রার্থীতমতে ২/৩ নং প্রতিপক্ষের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন প্রদানে দরখাস্তকারী ইউনিয়নের আইনানুগ অধিকার খর্ব করিতে না পারেন তদমর্মে উপযুক্ত আদেশ পাইবার হকদার ?

(৪) দরখাস্তকারীগণ আইন ও ইকুইটি মূলে আর কি প্রতিকার পাইতে পারেন ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিবেচ্য বিষয় নং ১—৪

১—৪ নং বিবেচ্য বিষয়গুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। পক্ষগণ কর্তৃক ইহা অস্বীকৃত নহে যে, দরখাস্তকারীগণের "হরিরামপুর শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ ২০১২, বটতলী, পার্বতীপুর একটি রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত ট্রেড ইউনিয়ন এবং দরখাস্তকারী ফয়জার রহমান উক্ত ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি এবং দরখাস্তকারী জাহেদুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক হিসাবে অত্র মামলাটি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় আনয়ন করিয়াছেন। ইহা আরও স্বীকৃত যে, ২/৩ নং প্রতিপক্ষের "প্রস্তাবিত মধ্যপাড়া লোড-আনলোড শ্রমিক ইউনিয়ন" নামীয় সংগঠনটির রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির জন্য ১ নং প্রতিপক্ষ রেজিস্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী অফিসে এক্সিবিট ক বি-ফরমে ২৫-৮-০৪ তারিখে আবেদন দাখিল করিয়াছেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে ১ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রস্তাবিত ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির প্রক্রিয়াধীন রহিয়াছে। দরখাস্তকারীগণ শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার আওতায় ২/৩ নং প্রতিপক্ষের। শ্রমিক, ভূয়া তথ্য পরিবেশনে ও সৃজিত কাগজ দ্বারা গঠিত প্রস্তাবিত মধ্যপাড়া লোড-আনলোড শ্রমিক ইউনিয়ন যাহাতে রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করিয়া দরখাস্তকারীগণের শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যগণের আইনানুগ অধিকার খর্ব করিতে না পারে তদমর্মে প্রয়োজনীয় আদেশের নিমিত্তে মামলটি আনয়ন করিয়াছেন। দরখাস্তকারীগণের মামলার সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, মধ্যপাড়া বাজারের কিছু দোকানদার, কিছু কৃষি শ্রমিক ও স্থানীয় ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যগণ সমস্বয়ে ভূয়া তথ্যের মাধ্যমে প্রস্তাবিত মধ্যপাড়া লোড-আনলোড

শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন লাভের আবেদন করিলে দরখাস্তকারী ইউনিয়ন পক্ষে ২৫-৯-০৪ তারিখে স্থানীয় চেয়ারম্যানের সুপারিশক্রমে আপত্তি উথাপন করেন। ইতিপূর্বে ও ১ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রতিপক্ষ প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্যগণ ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহারে ও ভিন্ন পরিচয়ে পূর্বের রেজিস্ট্রেশন আবেদন দাখিল করিলে ইহা অগ্রাহ্য হইলে শ্রম আদালতে আপীল মামলা দায়ের হয় এবং উহা নামঞ্জুর হয় এবং একই সদস্যগণ । ভূয়া ও সৃজিত কাগজের মাধ্যমে ২/৩ নং প্রতিপক্ষকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক দেখাইয়া প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত হইল এলাকায় বিরোধ ও বিশৃংখলার সৃষ্টি হইবে। দরখাস্তকারীগণের দাখিলী আপত্তির প্রেক্ষিতে ১ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক সঠিক তদন্ত অনুষ্ঠিত হয় নাই। অশ্রমিক ও ভূয়া তথ্যের মাধ্যমে গঠিত প্রস্তাবিত ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত হইল দরখাস্তকারী ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকলাপে বিরোধ সৃষ্টি হইবে। সুতরাং দরখাস্তকারীগণের ইউনিয়নের সদস্যগণের আইনানুগ অধিকার অশ্রমিক দ্বারা গঠিত প্রস্তাবিত ইউনিয়ন দ্বারা বাধাগ্রস্ত হইতে না পারে তদমর্মে আদেশের নিমিত্তে মামলাটি আনয়ন করিয়াছে। অপর দিকে ২/৩ নং প্রতিপক্ষের জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, ২/৩ নং প্রতিপক্ষের প্রস্তাবিত মধ্যপাড়া লোড-আনলোড শ্রমিক ইউনিয়নটি ৮৭ জন শ্রমিক সদস্য সমন্বয়ে ১৫-৫-০৪ তারিখের প্রথম সাধারণ সভা ও ২৫-৬-০৪ তারিখের দ্বিতীয় সাধারণ সভায় মাধ্যমে গঠনপূর্বক ১ নং প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী অফিসে আবেদন দাখিল হইলে আঞ্চলিক শ্রম কর্মকর্তা কর্তৃক সরেজমিনে তদন্ত হয়। কিন্তু দরখাস্তকারীগণ মিথ্যা ও বানোয়াট কাহিনীর অবতারণা করিয়া মামলা আনয়ন করায় ১ নং প্রতিপক্ষ প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন আবেদন নিস্পতি করিতে পারেন নাই। দরখাস্তকারীগণের কোন গ্যারান্টিড রাইট নাই। দরখাস্তকারীগণের মামলাটি বেআইনী ও মিথ্যা হওয়ায় খারিজযোগ্য।

পক্ষগণ নিজ নিজ মামলা প্রমাণে মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষী প্রদান করিয়াছেন। দরখাস্ত কারীগণের পক্ষে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ জাহেদুল ইসলাম, হরিরামপুর শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজঃ ২০১২) এর বর্তমান সাধারণ সম্পাদক, পি, ডাব্লিউ-২ এ,টি,এম, ফজলুর রহিম, উপ-শ্রম পরিচালক ও তদন্তকারী কর্মকর্তা মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হইয়াছেন এবং দালিলিক কাগজাদি এক্সিবিট ১-৩, ৩ (ক)-৩(গ),৪-৭, ৭(ক), ৮(ক) ও ৯ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হইয়াছে। ২/৩ নং প্রতিপক্ষে ও, পি ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল হক, ৩ নং প্রতিপক্ষ স্বয়ং, ও, পি ডাব্লিউ-২ মোঃ মোজাম্মেল হক, দিনাজপুর জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হইয়াছে এবং দালিলিক কাগজাদি এক্সিবিট- ক,খ, খ(১), প, ঘ ও ঙ হিসাবে প্রদানে চিহ্নিত হইয়াছে।

১ নং প্রতিপক্ষ রেজিস্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন পক্ষে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সংশ্লিষ্ট ফাইল এক্সিন আদালতে দাখিল আছে। পি, ডাব্লিউ-১ জাহেদুল ইসলাম, হরিরামপুর শ্রমিক ইউনিয়নের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক স্বয়ং আরজির অভিযোগ সমর্থন করিয়া করবরেটিড সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন এবং উল্লেখ করিয়াছেন যে, ২/৩ নং প্রতিপক্ষের প্রস্তাবিত মধ্যপাড়া লোড-আনলোড শ্রমিক ইউনিয়নটি মধ্যপাড়া বাজারের কিছু দোকাদার, কৃষি শ্রমিক ও ট্রাক শ্রমিক সমন্বয়ে ভূয়া তথ্য পরিবেশনে অশ্রমিক দ্বারা গঠন করিয়া রেজিস্ট্রেশন আবেদন করিয়াছেন এবং তাহাদের পক্ষে ২৫-৯-০৪ তারিখে ১ নং প্রতিপক্ষ বরাবর আপত্তি দাখিল করেন। পূর্বেও একই শ্রমিক সদস্যদের নাম ঠিকানা দেখাইয়া রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন দাখিল করিলে ইহা নামঞ্জুর হয় এবং আপীল মামলা শ্রম আদালতে দায়ের করিলে শুনানী অন্তে নামঞ্জুর হয় এবং ঐ সকল সদস্যগণ পূর্বে ও রেজিস্ট্রেশন পান নাই।

একই সদস্যগণ ভূয়া তথ্য দেখাইয়া ও অশ্রমিক দ্বারা গঠিত প্রস্তাবিত ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করিলে দরখাস্তকারী ইউনিয়নের শ্রমিক সদস্যগণের ক্ষতির কারণ উদ্ভব ঘটিবে এবং আইনানুগ কার্যক্রম ব্যাহত হইবে। স্বীকৃতমতেই দরখাস্তকারীগণের ইউনিয়নটি রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত এবং এক্সিবিটি-৬ দরখাস্তকারী ইউনিয়নের অনুমোদিত সংবিধান দ্বারা পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। দরখাস্তকারী অভিযোগের প্রেক্ষিতে এক্সিবিট-২ পি-ফরমে উল্লেখিত ৮৭ জন সদস্যগণ সমন্বয়ে গঠিত প্রস্তাবিত ইউনিয়নের শ্রমিক সদস্যগণের নাম প্রমাণে এনেছে। দরখাস্তকারী পক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-১, ২৫-৯-০৪ তারিখের রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বরাবর দাখিলী আপত্তিপত্র যাহা ১ নং প্রতিপক্ষ অফিসে ১-১০-০৪ তারিখে প্রাপ্ত হইয়াছে এবং উক্ত আপত্তিপত্র প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্যগণ অশ্রমিক, কৃষি, শ্রমিক, ট্রাক শ্রমিক ও কিছুসংখ্যক দোকানদার উল্লেখে রেজিস্ট্রেশন প্রদান না করার আপত্তি দেন। দরখাস্তকারী পক্ষ এক্সিটি-৩ হরিরামপুর ইউ,পি, চেয়ারম্যান আবু তাহের কর্তৃক প্রত্যায়নপত্র, এক্সিবিট-৩(ক) মিনহাজুল হক, মধ্যপাড়া ভাই ভাই ফার্নিচার মার্ট কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট, এক্সিবিট-৩(ক) মমিনুল হক, মধ্যপাড়া মেসার্স মমিনুল আড়তের প্রোপ্রাইটর কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট, এক্সিবিট-৩(গ) সাইফার রহমান, মধ্যপাড়া সাইফার 'স' মিল কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট এবং এমাদুল হক, হক ফার্নিচার মার্ট, মধ্যপাড়া কর্তক সার্টিফিকেট আদালতে দাখিল করিয়াছেন এবং প্রদান করিতে চেয়েছেন যে, সার্টিফিকেট উল্লেখিত ব্যক্তিগণ এবং প্রস্তাবিত ইউনিয়নের পি-ফরমে উল্লেখিত ব্যক্তিগণ অশ্রমিক এবং তাহারা লোড-আনলোডর কাজ করে না। কিন্তু ঐ সকল সার্টিফিকেট প্রদানকারী ব্যক্তিগণকে আদালতে সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করেন নাই যাহাতে ঐ সকল সার্টিফিকেটগুলির সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পি-ডাব্লিউ-১ জাহেদুল ইসলামের জেরার স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, চেয়ারম্যান স্বাক্ষরিত প্রত্যায়নপত্র ও বিভিন্ন ফার্নিচার মার্ট এর প্রদত্ত সার্টিফিকেটগুলি ২০-৬-০৫ হইতে ২২-৬-০৫ তারিখের মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে। পি, ডাব্লিউ-২ এ, টি,এম, ফজলুর রহিম, উপ-শ্রম পরিচালক, বগুড়া নির্দেশিত হইয়া প্রস্তাবিত ইউনিয়নের তদন্ত কার্য সম্পাদন করিয়া সরেজমিনে তদন্তের তদন্ত প্রতিবেদন দাবী করিয়া সাক্ষ্য প্রদান করেছেন কিন্তু তাহার সাক্ষ্য দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, পি, ডাব্লিউ-২ এ,টি,এম, ফজলুর রহিম তদন্তে সাক্ষীদের বক্তব্য রেকর্ড করেন নাই এবং প্রস্তাবিত ইউনিয়নের পি-ফরমের ২ নং ক্রমিকের সদস্যগণ কর্তৃক মধ্যপাড়া লেবার ইউনিয়ননামীয় ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন আবেদন তাহার অফিস কর্তক ৩-১১-০৩ তারিখের স্মারক নং ২২৪২ মূলে নামঞ্জুর করেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে আই, আর, ও (আপীল) মামলা নং ১২৯/০৩ দায়ের হইলে উক্ত আপীলটি ১৭-৩-০৪ তারিখের নামঞ্জুর হয়। প্রস্তাবিত ইউনিয়নের ডি-ফরমগুলি ১-১-০৩ হইতে ১-৯-০৩ তারিখের মধ্যে সম্পাদিত এবং প্রতিপক্ষ প্রস্তাবিত ইউনিয়নের জন্য ২-৬-০৪ তারিখে এবং প্রস্তাবিত ইউনিয়নটি মধ্যপাড়া বাজারের দোকান প্রতিষ্ঠান, ষ্ট্যান্ড, ষ্টেলেজ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, ইজারাদার, ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের মালিকগণের অধীনস্থ শ্রমিক সদস্য দ্বারা গঠিত। কিন্তু পি-ফরম সদস্য তালিকা ও ডি-ফরমে শিল্প প্রতিষ্ঠান, ইজারাদার বা ঠিকাদারকে মালিক হিসাবে দেখানো হয় নাই। পি, ডাব্লিউ-২ এ, টি,এম, ফজলুর রহিম, তদন্তকারী কর্মকর্তা সাক্ষ্য দিয়া স্বীকার করেছেন যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক সদস্যগণের এক সংগে রেজিস্ট্রেশন প্রদানের আইনানুগ বিধান নাই। অপরদিকে ২/৩ নং প্রতিপক্ষে পরীক্ষিত ও, পি ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল হক, ২ নং প্রতিপক্ষ স্বয়ং প্রস্তাবিত উইনিয়ন গঠন, তদন্ত অনুষ্ঠান সঠিক ও আইনানুগ দাবী করিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিলে ও এই সাক্ষীর জেরার স্বীকারোক্তি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ধান, চাল. ভুষ্টার আড়ৎ,

ফলের আড়ৎ শ্রমিক সমন্বয়ে ৮৭ জন সদসদ্যগণ প্রস্তাবিত ইউনিয়ন গঠন করিয়াছেন। পি-ফরমে ভুট্টার আড়ৎ ও ধানের আড়ৎ প্রতিষ্ঠান হিসাবে উল্লেখ নাই। প্রদর্শিত ছবিতে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সাইনবোর্ড নাই এবং ছবিটি কোন্ তারিখে তোলা লেখা নাই। শ্রমিক সদস্যরা কর্মজীবন থেকে ডি-ফরমে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানের কাজ করে। সাক্ষী মোজাম্মেল হক, দিনাজপুর জেলা ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সাক্ষাতে উল্লেখ করেন যে, মধ্যপাড়া বাজার, দিনাজপুর জেলায় ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের শাখা অফিস আছে। ও, পি ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল হক ২ নং প্রতিপক্ষ জেলায় অকপটে স্বীকার করেন যে, একই সদস্য দ্বারা মধ্যপাড়া লেবার ইউনিয়ন পূর্বে গঠন করিয়াছিলেন এবং শ্রম দপ্তর রেজিস্ট্রেশন না দিলে আপীল দায়ের করিলে উহা নামঞ্জুর হয়। পূর্বের প্রস্তাবিত মধ্যপাড়া লেবার ইউনিয়নের ইউ, পি চেয়ারম্যান আবু তাহের ও ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোজাম্মেল হক উপদেষ্টা ছিলেন। তাহার পিতা মতিয়ার রহমানকে ও পূর্বে উপদেষ্টা হিসাবে দেখাইয়াছিল। পি ডাব্লিউ-১ মোজাম্মেল হক, সাধারণ সম্পাদক, দিনাজপুর জেলা ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়ন সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হইয়াছে এবং এই সাক্ষী প্রদর্শিত ছবিতে প্রথম সারীতে দন্ডায়মান দেখা যায় কিন্তু এই সাক্ষীর জেরায় স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, তিনি পূর্বের প্রস্তাবিত মধ্যপাড়া লেবার ইউনিয়নের উপদেষ্টা ছিলেন এবং নালিশী প্রস্তাবিত ইউনিয়নের পক্ষে কাজ করছেন। প্রতিপক্ষে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের পি-ফরম এক্সিবিট-ঘ এবং সংবিধান এক্সিবিট-ঙ হিসাবে প্রমাণে এসেছে। এক্সিবিট-১ প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সংশ্লিষ্ট ফাইলে রক্ষিত ৮৭টি ডি-ফরম পুংখানুপুংখরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, প্রস্তাবিত ইউনিয়নের শ্রমিক সদস্যগণ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে মতিয়ার রহমানের কাঠের আড়ৎ, এনামুল হকের কাঠের ফরর্ম, সাইফারের কাঠের আড়ৎ, মিনহাজুল ও মমিনুলের আড়ৎ, কাইয়ুমের গুদাম ও হবিরের আড়তের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কাইয়ুম, মিনহাজুল ও মমিনুলেরটি প্রকৃতির আড়ৎ তাহা সুদিষ্টিভাবে উল্লেখ নাই যাহা প্রস্তাবিত ইউনিয়নের পি-ফরমেও সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সংবিধান এক্সিবিট-ঙ দৃষ্টে প্রতিমান হয় যে, প্রস্তাবিত ইউনিয়নটি মধ্যপাড়া বাজার ও বাজার এলাকার সংলগ্ন দোকান প্রতিষ্ঠান, ষ্ট্যান্ড-ষ্টোপেজ, ক্ষুদ্র ও মাজারী শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসা কেন্দ্রের ইজারাদার, ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের মালিকগণের অধীনে কর্মরত শ্রমিক দ্বারা গঠিত মর্মে উল্লেখিত রহিয়াছে। ও, পি ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল হক, ২ নং প্রতিপক্ষের স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, ধান, চাল, ভুট্টার আড়ৎ, কাঠের আড়তে কর্মরত ৮৭ জন শ্রমিক সমন্বয়ে প্রস্তাবিত ইউনিয়নটি গঠিত হইয়াছে। উপরোক্ত স্বীকারোক্ত এবং প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সংবিধান এক্সিবিট-ঙ সংশ্লিষ্ট ফাইলে এক্সিবিট-১ পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, প্রস্তাবিত মধ্যপাড়া লোড-আনলোড শ্রমিক ইউনিয়নটি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মালিকদের অধীনে কর্মরত শ্রমিকদের সমন্বয়ে গঠন করা হইয়াছে যাহা পি, ডাব্লিউ-২ এ,টি,এম ফজলুর রহিম যুগ্ম-শ্রম পরিচালক (চলতি দায়িত্বে) এর স্বীকারোক্তমতে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের সমন্বয়ে গঠিত ইউনিয়নটিকে রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার বিধান নাই অর্থাৎ প্রস্তাবিত ইউনিয়নটি একই ধর্মী প্রতিষ্ঠানের মালিকগণের অধীনে কর্মরত শ্রমিক দ্বারা গঠিত নহে। স্বীকৃতমতে প্রাপ্ত সাক্ষ্য দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বে একই শ্রমিক সদস্যগণ ইজারাদার ও ঠিকাদারের অধীনে কর্মরত দেখাইয়া মধ্যপাড়া লেবার ইউনিয়ন নামে রেজিস্ট্রেশন আবেদন করিলে উহা ১ নং প্রতিপক্ষ রেজিস্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস কর্তৃক নামঞ্জুর হইলে শ্রম আদালতে আই, আর, ও (আপীল) ১২৯/০৩ মামলা দায়ের হয় এবং উক্ত মামলা ১৭/০৪ তারিখে নামঞ্জুর হয় এবং পরবতীতে একই ব্যক্তি ও শ্রমিক সদস্যগণ প্রস্তাবিত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট

ও সেক্রেটারী নাম পরিবর্তনপূর্বক নতুন নামে ২/৩ নং প্রতিপক্ষের প্রস্তাবিত মধ্যপাড়া লোড-আনলোড শ্রমিক ইউনিয়ন ২-৬-০৪ তারিখে গঠন করিয়া বিরোধীর রেজিস্ট্রেশন আবেদন দাখিল হইয়াছে যাহা ১ নং প্রতিপক্ষের অফিসে পেন্ডিং রহিয়াছে। সাক্ষ্য থেকে আমরা পেয়েছি যে, ১ নং প্রতিপক্ষ রেজিস্টার অব ট্রেড ইউনিয়নের নির্দেশে উপ-শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, বগুড়া পি, ডাব্লিউ-২ এ,টি,এম, ফজলুর রহিম তদন্ত করেন কিন্তু তাহার সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে, তিনি সরেজমিনে মধ্যপাড়া প্রস্তাবিত ইউনিয়নের অফিস তদন্তে কোন সাক্ষীর জবানবন্ধী গ্রহণ করেন নাই এবং তাহার প্রদর্শিত ছবিটিতে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের অফিসের সাইনবোর্ড দেখা যায় না এবং ঐ ছবির সামনের সারীর ব্যক্তিগণ প্রস্তাবিত ইউনিয়নের কোন শ্রমিক সদস্য নহেন। সে কারণে আইনানুগ বিধি-বিধান পালন করিয়া সরে-জমিনে তদন্ত অনুষ্ঠান করেছেন তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। তাছাড়াও আপত্তিকারী দরখাস্তকারী পক্ষের ইউনিয়নের সেক্রেটারী বা সভাপতির উপস্থিতিতে তদন্ত অনুষ্ঠিত হয় নাই। তৎকারণে তদন্ত অনুষ্ঠানে আইনানুগ ও কার্যকরী তদন্ত হয় নাই মর্মে প্রতীয়মান হয়। আপত্তি উত্থাপনকারী দরখাস্তকারীগণের উপস্থিতিতে তদন্ত অনুষ্ঠিত হইলে প্রস্তাবিত ইউনিয়নে অশ্রমিক সদস্য রহিয়াছে কি-না তাহা নিরুপণ করা সম্ভব হইত। সুতরাং কথিত তদন্ত অনুষ্ঠানটি আইনানুগভাবে অনুষ্ঠিত হয় নাই। ২/৩ নং প্রতিপক্ষের প্রস্তাবিত মধ্যপাড়া শ্রমিক ইউনিয়নটি প্রাপ্ত সাক্ষ্য দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মী প্রতিষ্ঠানের মালিকদের অধীনে কর্মরত শ্রমিকদের সমন্বয়ে গঠিত এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে যাহা আইনানুগ নহে। প্রস্তাবিত ইউনিয়ন পক্ষে দাখিলী পি-ফরমে 'স' মিলের মালিকদেরকে ইজারাদার দেখাইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রদত্ত সার্টিফিকেটগুলির ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় প্রদর্শিত হইয়াছে। দরখাস্তকারী ইউনিয়ন পক্ষে সি,বি,এ, কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তির কিয়দাংশ সত্যতা পাওয়া যায়। প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্যগণ অশ্রমিক প্রমানে দরখাস্তকারী ইউনিয়ন পক্ষে শুনানী ও তদন্ত হওয়া বাঞ্চনীয়। সেক্ষেত্রে ১ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত তদন্ত অনুষ্ঠান আইনানুগ হয় নাই। ১ নং প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৭(১) (২) ধারার বাধ্যতামূলক বিধান ও শর্তাবলী প্রস্তাবিত ইউনিয়ন পক্ষে প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি-না তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে ও লক্ষ্য করিতে হইবে। সেক্ষেত্রে আপত্তি উত্থাপনকারী ইউনিয়ন পক্ষে প্রস্তাবিত ইউনিয়নে অশ্রমিক রহিয়াছে কি-না তাহা প্রমানে সুযোগ দেওয়া বাঞ্চনীয় ছিল। অত্রআদালতে দরখাস্তকারী পক্ষ এক্সিবিটি-৩, ৩(ক)-৩(গ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্টিফিকেটগুলি প্রমাণে সাক্ষী দেওয়া উচিৎ ছিল। ঐ সার্টিফিকেট দৃষ্টে সার্টিফিকেটে উল্লেখিত ব্যক্তিগণ উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মরত নাই মর্মে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু সার্টিফিকেট প্রদানকারী ব্যক্তিদের দ্বারা আইনানুগভাবে প্রমাণ করা হয় নাই। সেক্ষেত্রে তাহাদের দিয়া অশ্রমিক প্রমাণে ১ নং প্রতিপক্ষের নিকট আপত্তিকারী পক্ষ সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন। দরখাস্তকারী পক্ষের হরিরামপুর শ্রমিক ইউনিয়ন একটি রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত শ্রমিক সংগঠন। সেক্ষেত্রে বৈধ শ্রমিক সংগঠনের শ্রমিক সদস্যগণের আইনানুগ কার্যকলাপ পরে সহিত প্রস্তাবিত ইউনিয়নের অশ্রমিক সদস্য থাকিলে সংঘর্ষ ও শান্তি-শৃংখলার পরিপন্থি ঘটনার সৃষ্টি হইতে পারে। সেক্ষেত্রে বেআইনী সংগঠনকে বাধাগ্রস্ত করিবার আইনানুগ ও বৈধ এখতিয়ার থাকিবে। কিন্তু শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ ৮(১) ও ৮(২) ধারার বিধানটি ১ নং প্রতিপক্ষ রেজিস্টার অব ট্রেড ইউনিয়নের দায়িত্বের আওতাভুক্ত হওয়ায় এবং ১ নং প্রতিপক্ষ রেজিস্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন আবেদনটি নিষ্পত্তি না হওয়ায় সংশোধিত ও সীমিত আকারে দরখাস্তকারী পক্ষকে প্রতিকার দেওয়া যাইতে পারে এবং রায়ে উল্লেখিত

ফাইন্ডিংস এর আলোকে ১ নং প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে আইনানুগ বিধি-বিধান অনুসরণ-পূর্বক আপত্তি উথাপনকারী দরখাস্তকারী পক্ষের ইলেক্টেড প্রতিনিধির (সি,বি,এ.) উপস্থিতিতে তদন্ত ও শুনানী অনুষ্ঠানের সুযোগ দিয়া রেজিস্ট্রেশন আবেদনটি নিস্পত্তির নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারে এবং প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন আবেদন নিস্পত্তিকালে রায়ে উল্লেখিত ফাইন্ডিংস এর আলোকে আইনানুগ বিষয়গুলি অনুসরণ করিয়া সিদ্ধান্ত প্রদান করিলে উভয়পক্ষের আইনানুগ ও ন্যায়-বিচার নিশ্চিত হইবে। বর্ণিত কারণাধীনে অত্রাদালত অভিমত পোষণ করেন যে, শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধান মোতাবেক দরখাস্তকারীকে সীমিত আকারে প্রতিকার দেওয়া যাইবে মর্মে বিজ্ঞ সদস্যগণের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইর যে,

অত্র আই, আর,ও মামলাটি দোতরফা সূত্রে ১—৩ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর (allowed in part) হয়। রায়ে প্রাপ্ত ফাইন্ডিংস এর আলোকে ১ নং প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন আপত্তি উথাপনকারী দরখাস্তকারী ইউনিয়নের সি,বি,এ, এর উপস্থিতিতে আইনানুগ বিধি-বিধান অনুসরণে তদন্ত ও শুনানীপূর্বক প্রস্তাবিত ইউনিয়নের শ্রমিক সদস্যগণ অশ্রমিক, ভূয়া তথ্য পরিবেশন ও ভিন্নধর্মী প্রতিষ্ঠান দ্বারা গঠিত সিদ্ধান্ত হইল প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত আইনানুগ উপযুক্ত আদেশ প্রদান করিবেন।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

In the Labour Court, Rajshahi Division, Rajshahi.

Present : Md. Abdus Samad
Chairman
Labour Court, Rajshahi.

Members : 1. Mr. Advocate Md. Motahar Hossain, for the Employers.

2. Mr. Md. Lokman Hossain for the Labours.

Date of Delivery of Judgement 30th August 2005

I.R.O. (Appeal) Case No. 37/2005

1. Md. Abdus Sattar, President.
2. Md. Mofazzal Hossain, General Secretary,

Proposed Moslemgonj Hat Load-Unload Sramik Kallyan Union, Moslemgonj, P.O. Moslemgonj, Upozila Kalai, Dist. Joypurhat—*Appellants.*

VERSUS.

Registrar of Trade Union, Rajshahi Dicision, Rajshahi—*Respondent.*

Representatives :

1. Mr. Abu Raihan al Biruni (Minhaj), Advocate for the appellants.
2. Mr. Md. Monirul Alam, Representative for the Respondent.

JUDGEMENT

This I.R.O. (Appeal) case is instituted against the order of rejection of registration of the proposed Moslemgonj Hat Load-Unload Sramik Kallyan Union, Kalai, Joypurhat on 2-3-05 by the Registrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi for getting order directing the respondent for registration of the appellant Moslemgonj Hat Load-Unload Sramik Kallyan Union, Kalai as a Trade Union.

The case of the appellants is that the appellant No. 1. Md. Abdus Sattar is the President and the appellant No. 2. Md. Mofazzal Hossain is the General Secretery of the proposed Moslemgonj Hat Load-Unload Sramik Kallyan Union, Kalai and that Moslemgonj Hat Load-Unload Labours numbering 63 persons with a view to promote their social economic standard of their lives and to maintain cordial relationship and to realize demands and wages of the Sramiks (Labours) in the area of Moslemgonj Hat Bazar under Kalai Upazila, they decided to orgenize their a sanction under the name "Moslemgonj Hat Load-Unload Sramik Kallyan Union''. Accordingly they held a general metting of Load-Unload Labours of Hat Bazar Shops and Arot on 30-10-04 and that they decided to frame a Constitution of the Moslemgonj Hat Load-Unload Sramik Kallyan Union. There after the second general meeting of the proposed Moslemgong Hat Load-Unload Sramik Kallyan Union was held on. 5-11-04 where in the members Elected Office bearers for the union and adapted the Constitution of the Union and that in the second general meeting the General Secretary and the President of the Sramik Kaliyan Union are delegated powers to file application to the Registrar of Trade Union,

Rajshahi for registration of the proposed Moslemgonj Hat Load-Unload Sramik Kallyan Union. Afterwards the appellant No. 1 and 2 submitted an application along with the connected papers to the Registrar of Trade Union, Rajshahi on 17-1-05 for registration of the proposed Moslemgonj Hat Load-Unload Sramik Kallyan Union. The further case of the appellants is that the Registrar of Trade Union. Rajshahi under Memo No. 161 dated 2-2-05 raised six point objections and directed the Petitioner-appellants to refile the appllication within 15 days after removing the defects. Later on the appellants after removing the defects submitted an application to the Rgistrar of Trade Union, Rajshahi on 9-2-05 as diary No. 513 by the office of the Rgistrar of Trade Union, Rajshahi. Buth instead of the issuance of the registration for the proposed Moslemgonj Hat Load-Unload Sramik Kallyan Union, the Registrar of Trade Union, Rajshahi rejected their appllication Vide Memo No. 365 dated 2-3-05 under the provisions of section 8(2) of the Industrial Relations Ordinance, 1969. Hence, they preferred this appeal for registration of the proposed Moslemgonj Hat Load-Unload Sramik Kallyan Union.

The respondent Registrar of Trade Union, Rajshahi Division, Ragshahi, on receipt of notice, appeared and filed a written statement and contested the appeal denying material allegations Contending inter alia that the Registrar of Trade Union, Rajshahi Committed on illegality by the impugned order of rejection and that the allegations in the Memo of Appeal are false and concocted.

The specific case of the 2nd party is that the Inquiry Officer did not recommend for registration of the proposed Moslemgonj Hat Load-Unload Sramik Kallyan Union on the point of apprehension of deterioration of the law and order situation in the locality. That the Inquiry Officer is not threatened by any of the locality. Hance, the appellants' application for registration is lawfully rejected by the respondent-2nd party on the point of apprehension of deterioration of law and order situation of the locality. So, the rejection order of the registration dated 2-3-05 is liable to be Upheld.

Point for determination

(1) Whether the appellants-petitioners are entitled to get an order directing the Registrar of Trade Union, Rajshahi to register the proposed Moslemgonj Hat Load-Unload Sramik Kallyan Union, Kalai, Joypurhat as a Trade Union?

Findings and decision

Heard the Ld. Lawyer of the appellants and the Representative for the respondent Registrar of Trade Union in details and persued the Memo of Appeal, written statement and papers on record Exbts. 1-3, 3(Ka), 4-7v 7(ka) on behalf of the petitioner-appellants and the papers on record Exbt. Ka, ka, ka(1)-ka(8), Kha, Gha, Gha(1)-Gha(92), ঙ, ঙ(১),

ঙ(২), চ, চ(১), ছ, ছ(১), ছ(২), জ on behalf of the 2nd party Registrar of Trade Union, Rajshahi. Admittedly the appeliant-petitioners the President and General Secretary applied to the Registrar of Trade Union, Rajshahi for Registration of the proposed Moslemgonj Hat Load-Unload Sramik Kaliyan Union, Kalai, Joypurhat pm 17-1-05 as a Trade Union which is marked as diary No. 279 in the Office of the Registrar of Trade Union, Vide Exbt. Kha and that the Respondent Registrar of Trade Union, Rajshahi instructed the appellants-petitioners on 2-2-05 with Memo No. 161 Vide Exbt. Ka(7) to supply the particular informations and documents, for removing the defects :

1. The appellants-petitioners had to mention the number of Sramiks (Labours) present in the first and second general meeting with the resolution of the meeting.
2. There is no seal mohor below the signatures of the President and General Secretary in Form P and Form- No.
3. The D Forms of Collie Sramiks Members are to be filed accornding to serial number of the P Form.
4. The petitioner is to enclose the certificate of the proper authority mentioning how many numbers of labours are working in the proposed union area of the locality.
5. The petitioner-appellants did not file the Notice Book of the meeting, solution Khata and Members-Register to the Office of the 2nd party.
6. The authentic certificate disclosing seniority of the name of union is to be filed.

On careful scrutiny of the record, it appears that the petitioner-appellants filed the correction petition Exbt. Ka (8) on 9-2-05 which is marked as diary No. 513 in the office of the 2nd party, Registar of Trade Union, Rajshahi where in we find that the appellants have already corrected and filed documents in the Office of the Registear of Trade Union, Rajshahi removing 6 point objections. After receive of Exbt. Ka(8) correction documents on 9-2-05, the Respondent Registrar of Trade Union, Rajshahi rejected the prayer of appellants Vide Exbt. Ka(1) stating that there is an apprehension of deterioration of law and order situation in the Hat and Bazar area if the first party is allowed to get registration of the Trade Union and that the Registrar of Trade Union, Rajshahi passed the rejection order on the physical inquiry report Exbt. Ga conducted by the Deputy Labour Director, Regional Labour Office, Bogra and hence this application for registration for rejection U/S. 8(2) of the Industrial Relations Ordinance, 1969. Thus, it

appears from the rejection order Exbt. 2 filed by the petitioner-appellants and Exbt. Ka(1) filed by the respondent 2nd party that there is no point a stated in the rejection order as to violation of legal requirements of the registration U/S 6, 7, 7(a) and 7(b) of the Industrial Relations Ordinance, 1969. But actually we find from Exbt. 5 and Ka(5) p Form (list of the membership) as well as Exbt. Gha(1)-Gha (92) 93 D Forms (application for memberships) that each and every member errencously cited the name of Establishment in serial No. 4 as Moslemgonj Hat Load-Unload Sramik Kallyan Union and in the 5th column of D Form name of the Establishment is cited as Ejaradar Moslemgonj Hat Bazar which appears contradictory and not proper in the eye of law and that the P Form and D Forms are defective and not properly filled up which is omitted in the rejection letter by the 2nd party. But those D Forms and P. Form are importent documents for gettion registration of the proposed Trade Union as per provision and rule of the I.R.0. So it is very much clear that the petitioner-appelliants have not come to the Office of the Registrar as well as to this Court with clean hands for relief. On the other hand Inquiry Officer Deputy Director of Labour, Regional Labour Office, Bogra by Inquiry Report Exbt-Ga did not recommend for registration of the proposed Moslmgonj Hat Load-Unload Sramik Kallyan Union, Kalai, Joypurhat and that it is found from Exbt. Ga as well as from the submission by the Ld. Lawyer of the appellants and the Ld. Representative Assistant Director of Labour on behalf of the 2nd party that previously Registration of two Trade Unions Regn. No. Raj- 2280 and 888 are cancelled by the 2nd party for their local conflicts and unlawful activities and unfair labour practice and that there is an apprehension of chaos and conflict and also will hamper the peace and tranquility in the locality. From Exbts.Chha, Chha(1), Chha(2) it appears that one Johorul, Chairman, 4 No. Udoypur Union Parishad dated 24-2-05 and Secretary Md. Abdul Majid opposed the registration in black and White and filed an application to the 2nd party for not granting Registration on behalf of the proposed Moslemgonj Hat Load-Unload Sramik Kallyan Union for the ends of peace and tranquility in the locality. It appears from Exbt. Ja that the list of the members cited by the Member of Parliament Abu Yousuf Md. Khalilur Rahman differs from the P Form Exbt. Ka(5) from which presumption can be drawn to the extent that there is local conflict among the members of the proposed Trade Union as well as other Sramik Members of the locality. In the circumstances the physical inquiry report conducted the the Deputy Director of labour, Bogra Vide Exbt. Ga is proper and that if the proposed Moslemgonj Hat Load-Unload Sramik Kallyan Union got the ragistration, that would give rise to the local conflict and disorder which will hamper social peace and tranquility instead of promotting cordial relationship among the Sramik Members. In the circumstances, this court opines that the appellant—petitioners have not come with clean hends but with defective documents and informations. There fore, one who seeks equity, should come with clean hands. Under

the circumstances stated above this court holds that this rejection Order Vide Exbt. Ka(1) and Exbt. 2 was lawful and the appellant-petitioners are not entitled to ger the relief as prayed for. The counsels of the L.d. Membars are considered.

Hence, it is,

ORDERED

That this appeal be disallowed on contest against the Respondent without costs.

Md. Abdus Samad
Chairman,
Labour Court, Rajshahi

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতঃ মোঃ আবদুল সামাদ,
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও (আপীল) মামলা নং ৩৮/২০০৫

১। জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন, সভাপতি,

২। জনাব মোঃ হায়দার আলী, সাধারণ সম্পাদক, প্রস্তাবিত রংপুর হোটেল ও রেস্তোরা শ্রমিক ইউনিয়ন, ঠিকানা জি, এল, রায় রোড (এফ,পি,এ,বি শপিং কমপ্লেক্স) রংপুর, জেলা রংপুর—**আপীলকারী।**

বনাম

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী, "শ্রম ভবন", প্লেটার রোড, রাজশাহী——**প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধিগণঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), আপীলকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ আবদুল আউয়াল, প্রতিপক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৮, তারিখঃ ২২-৮-০৫

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। আপীলকারী পক্ষের কোন তদ্বরাদী নাই। প্রতিপক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যঃ (১) জনাব এডঃ মোতাহার হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যঃ (২) জনাব লোকমান হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি পেশ করা হইল। পরবর্তীতে প্রতিপক্ষ ফিরিস্তিমূলে নথি দাখিল করিয়াছেন।

আপীলকারী পক্ষকে পুনঃপুনঃ ডাকাডাকি করিয়া পাওয়া গেল না। আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী সাইফুর রহমান খানকে জিজ্ঞাসায় তিনি জানান যে, মামলাটি পরিচালনায় তাহার উপর কোন ইনস্ট্রাকশন বা নির্দেশনা নাই। সুতরাং আপীলকারী গরহাজীর থাকায় ও বিজ্ঞ কৌশলীর উপর কোন নির্দেশনা না থাকায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, আপীলকারী পক্ষ মামলাটি পরিচালনা করিতে অনাগ্রহী। অত্র আই,আর,ও আপীল মামলাটি প্রস্তাবিত রংপুর হোটেল ও রেস্তোরা শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান আদেশের বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(৩) ধারায় আইনীত আপীল মামলা কিন্তু আপীলকারী পক্ষ আপীলের মেমোতে উল্লেখিত গ্রাউন্ডসমূহের সপক্ষে কাগজাদিসহ বক্তব্য উপস্থাপন করেন নাই। প্রতিপক্ষের বিরোধীর রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান আদেশে উল্লেখিতমতে প্রত্যায়নপত্রসমূহ আদালতে দাখিল করেন নাই বা আপীল মামলার সপক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল হয় নাই। সুতরাং আপীলকারী পক্ষ মামলাটি প্রদানে ও পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক না থাকায় এবং আপীলকারী অনুপস্থিতির কারণে তদ্বিরাদীর অভাবে মামলাটি খারিজযোগ্য মর্মে আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই,আর,ও আপীল মামলাটি আপীলকারীর অনুপস্থিতিতে ও তদ্বিরাদীর অভাবে এবং গুণাগুণের ভিত্তিতে খারিজ করা হইল——

মোঃ আবদুল সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতঃ মোঃ আবদুল সামাদ,
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ৯/২০০৪

মোঃ সাহাব, পিতা আনসার আলী আকন্দ, সাং বালিয়াগাথী, পোঃ চন্দরগাথী, থানা বেলকুচি, জেলা সিরাজগঞ্জ——**দরখাস্তকারী।**

বনাম

১। জনাব মোঃ গোলাম আম্বিয়া (মতি), পিতা হাজী গোলাম মর্তুজা (হানিফ),

২। জনাব জেনারেল ম্যানেজার, মেসার্স রুচিতা ফুডস, রানীবাজার, পোঃ ও থানা বোয়ালিয়া জেলা রাজশাহী——**প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধিঃ ১। জনাব মোঃ কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ১৪, তারিখ ২৪-৭-০৫

অদ্য মামলাটি সাক্ষী পরীক্ষার জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষের কোন তদ্বিরাদি নাই। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে ঃ (১) জনাব এডঃ মোতাহার হোসেন ও (২) জনাব মোঃ লোকমান হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি সাক্ষী পরীক্ষার জন্য পেশ করা হইল।

দরখাস্তকারী মোঃ সাহানকে পুনঃপুনঃ ডাকিয়া পাওয়া গেল না এবং তাহার বিজ্ঞ কৌশলীকে আদালতে হাজির পাওয়া গেল না। দরখাস্তকারী পক্ষে কোন তদ্বিরাদি গৃহিত হয় নাই। এখন সময় ২.০০ মিনিট সুতরাং অত্র আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, মামলাটি দরখাস্তকারীর তদ্বিরাদির অভাবে খারিজযোগ্য হইতেছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র অভিযোগ মামলাটি দরখাস্তকারীর তদ্বিরাদির অভাবে বিনা খরচায় খারিজ করা গেল।

মোঃ আবদুল সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতঃ মোঃ আবদুল সামাদ,
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ১০/২০০৪

মোঃ এন্তাজ, পিতা মোঃ নিজাম উদ্দিন, সাং দুয়ারী, পোঃ নওহাটা, থানা পবা, জেলা রাজশাহী——**দরখাস্তকারী।**

বনাম

১। জনাব মোঃ গোলাম আম্বিয়া (মতি), পিতা হাজী গোলাম মর্তুজা (হানিফ),

২। জনাব জেনারেল ম্যানেজার, মেসার্স রুচিতা ফুডস, রানী বাজার, পোঃ ও থানা বোয়ালিয়া, জেলা রাজশাহী——**প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধিঃ ১। জনাব মোঃ কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ১৩, তারিখ ১২-৭-০৫

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদির পক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যঃ (১) জনাব এ,কে,এ, আতোয়া-এ-রাব্বি কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি পেশ করা হইল চূড়ান্ত শুনানী ও আদেশের জন্য।

বাদী পক্ষকে পুনঃপুনঃ ডাকাডাকি করিয়া পাওয়া গেল না। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীও উপস্থিত নাই। রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, ইতিপূর্বে চূড়ান্ত শুনানীর দিন ৬-৬-০৫ তারিখে ১৫ টাকা মূলতবী খরচা ও ২৭-৬-০৫ তারিখে ৫০ টাকা মূলতবী খরচসহ বাদীর সময়ের দরখাস্ত সর্বশেষ বারের মত মঞ্জুর হইয়াছে। এখন সময় ২.৩০ ঘটিকায়। বাদী ও তাহার বিজ্ঞ কৌশলী আদালতে অনুপস্থিত রহিয়াছেন। সুতরাং বাদী পক্ষের মামলাটি পরিচালনায় গাফেলতি ও অনিচ্ছুক পরিলখিত হয় এবং বাদী মামলাটি পরিচালনা করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় অত্র আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে মামলাটি খারিজযোগ্য মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র অভিযোগ মামলাটি বাদী পক্ষের গাফেলতি ও ত্রুটির কারণে খারিজ (dismissed for default) হয়।

মোঃ আবদুল সামাদ,
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুল সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব এডভোকেট মোঃ মোতাহার হোসেন, মালিক পক্ষ।
২। জনাব মোঃ লোকমান হোসেন, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ ঃ ২৮ আগস্ট ২০০৫

অভিযোগ মামলা নং ৮/২০০৪

মোঃ জিল্লুর রহমান, পিতা আসগর আলী, সাং মোজাপুর, পোঃ কাজলা, থানা মতিহার, জেলা রাজশাহী.....দরখাস্তকারী।

বনাম

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রাজশাহী সুগার মিলস্ লিঃ, রাজশাহী.....প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব মোঃ কোরবান আলী, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা দরখাস্তকারী মোঃ জিল্লুর রহমান কর্তৃক ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(খ) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষের ২৬-৮-০৪ তারিখের স্মারক নং রাচিক/ব্যঃ নথি ১৫৫০/৩৭৬ মূলে দরখাস্তকারীর দরখাস্ত আদেশ অবৈধ, বেআইনী ও ন্যায়নীতির পরিপন্থি গণ্যে

রদ রহিতপূর্বক দরখাস্তকারীকে বকেয়া বেতনসহ চাকুরীতে পুনর্বহাল আদেশ পাইবার নিমিত্তে একটি মামলা।

বাদীর মামলার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ রাজশাহী সুগার মিলস্ লিঃ এর অধীনে দরখাস্তকারী ১৪-১-৭৬ তারিখে মৌসুমী কনিষ্ঠ করণিক হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং সততা ও দক্ষতার সহিত চাকুরী করাকালে ২৪-৯-৮৪ তারিখে পদোন্নতিক্রমে সি.ডি.এ. হন এবং কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টিতে চাকুরীরত থাকিয়া দরখাস্তকারী সিডিএ হিসাবে ভবানীপুর ইউনিটের হাট গোবিন্দপুর কেন্দ্রে কর্মরত থাকেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে কতিপয় অসত্য ও ভিত্তিহীন অভিযোগ আনয়নপূর্বক ২৫-১-০৪ তারিখের রাচিক/ব্যঃ নথি ১৫৫০/৪৮৮৮ শ্রম নং স্মারকমূলে কৈফিয়ত তলব করিলে জবাব দাখিল করেন। জবাব প্রাপ্ত হইয়া প্রতিপক্ষ ২৩-৩-০৪ তারিখের রাচিক/ব্যঃ নথি ১৫৫০/৫১৮৪ শ্রম নং স্মারকে দরখাস্তকারীকে সাময়িক বরখাস্থ আদেশ প্রত্যাহার করিলে চাকুরীতে যোগদান অন্তে চাকুরী করাকালে অভিযোগ তদন্তের জন্য ১৮-৯-০৪ তারিখের রাচিক/ব্যঃ নথি ১৫৫০/৫৪২ নং স্মারকে ২২-৪-০৪ তারিখে তদন্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন কিন্তু ঐ তারিখে কোন তদন্ত অনুষ্ঠিত হয় নাই। পরবর্তীতে ২৯-৫-০৪ তারিখের স্মারক নং রাচিক/ব্যঃ নথি ১৫৫০/৫৩৮০ শ্রম মূলে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে কতিপয় অভিযোগ আনয়ন করিলে দরখাস্তকারী অভিযোগের দায় অস্বীকার করিয়া জবাব প্রদান করেন কিন্তু প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর জবাব বিবেচনা না করিয়া ৩০-৬-০৪ তারিখে তদন্তে উপস্থিত থাকার জন্য ২৭-৬-০৪ তারিখের নং স্মারকে রাচিক/ব্যঃ নথি ১৫৫০/৫৪৬ মূলে নির্দেশিত হইলে তদন্ত কমিটির সামনে উপস্থিত হন কিন্তু তদন্ত কমিটি মনগড়াভাবে কিছু প্রশ্নোত্তর লিপিবদ্ধকরতঃ দরখাস্তকারীর সহি নেন। তদন্ত কমিটি দরখাস্তকারীর সামনে কোন বিভাগীয় সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করেন নাই বা সাক্ষীকে জেরা করার সুযোগ দেন নাই, বরং মনগড়াভাবে ৩০-৬-০৪ তারিখে কিছু প্রশ্ন উত্তরে ভুল বুঝাইয়া লিখিয়া নেন। তৎপর দরখাস্তকারী চাকুরী করাকালে ২৬-৮-০৪ তারিখের রাচিক/ব্যঃ নথি ১৫৫০/৩৭৬ শ্রম স্মারকটি ২৭-৮-০৪ তারিখে প্রাপ্ত হইয়া জানিতে পারেন যে, দরখাস্তকারীকে ঋণ আত্মসাতের কারণে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। দরখাস্তকারীকে কখনও আত্মসাতের দায়ে অভিযুক্ত করা হয় নাই বা তৎসম্পর্কে দরখাস্তকারীর কোন স্বীকারোক্তি নাই। দরখাস্তকারীকে তদন্ত কমিটি আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেন নাই বা দরখাস্তকারীকে উপস্থিতিতে কোন বিভাগীয় সাক্ষীকে পরীক্ষা করেন নাই। তদন্ত কমিটি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ আইনানুগভাবে তদন্ত করেন নাই। সিডিএ হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে দরখাস্তকারী কখনও ভুয়া ঋণ বিতরণ করেন নাই। ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়ার সংগে একাধিক উর্ধতন কর্মকর্তা সম্পৃক্ত থাকেন। তদন্ত কমিটি অভিযোগের বহির্ভূত রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট নিরপেক্ষ ছিল না। প্রতিপক্ষ কর্তৃক তদন্ত কমিটির ভিত্তিহীন ও মনগড়া রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া এবং দরখাস্তকারীর চাকুরীর অতীত রেকর্ড বিবেচনা না করিয়া প্রদত্ত বেআইনী বরখাস্ত আদেশটি প্রদান করেন। দরখাস্তকারী ৫-৯-০৪ তারিখে রেজিস্ট্রী ডাকযোগে গ্রিভান্স দরখাস্ত দাখিল করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ গ্রিভান্স আবেদনের প্রেক্ষিতে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই বা কোন উত্তর প্রদান করেন নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ কর্তৃক বেআইনী বরখাস্ত আদেশটি রদ রহিতপূর্বক দরখাস্তকারীকে বকেয়া বেতনসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রার্থনায় অত্র আবেদন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ এক লিখিত জবাব দাখিল করিয়া বাদীর মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বলেন যে, অত্রাকারে মামলাটি সচলযোগ্য নহে। মামলাটিতে দরখাস্তকারী প্রার্থীতমতে কোন প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন, মামলাটি তামাদি দোষে বারিত।

প্রতিপক্ষের জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ রাজশাহী সুগার মিলস্ লিমিটেড দরখাস্তকারী ৮-১-৭৬ তারিখে মৌসুমী কনিষ্ঠ করণিক হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করিয়া চাকুরী করাকালে ২৫-১-০৪ তারিখের স্মারক নং রাচিক/ব্যঃ নথি ১৫৫০/৪৮৪৫ মূলে সাময়িক বরখাস্ত আদেশপ্রাপ্ত হন। দরখাস্তকারীর চাকুরীকাল কালিমাযুক্ত। চাকুরীতে যোগদানের পর থেকেই দরখাস্তকারী বিভিন্ন সময়ে অভিযোগের জন্য চার্জশীট আদেশপ্রাপ্ত হন এবং ১০-১-৭৯ তারিখের ৫৯৫৬ নং স্মারকে চাকুরী থেকে সাময়িক বরখাস্ত হন। চাকুরীকালে দরখাস্তকারী বিভিন্ন তারিখে বিভিন্ন স্মারকে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং দরখাস্তকারীর চাকুরীকাল গাফেলতি ও অপরাধে পরিপূর্ণ। দরখাস্তকারী ১৯৮৬ সালসহ একাধিক সময়ে সাময়িক বরখাস্ত আদেশপ্রাপ্ত হন। মিলের আখ চাষীদের মধ্যে মিল রেটে চিনি বিক্রয়লব্ধ টাকা মিলের ফান্ডে জমা করাসহ বিভিন্ন অভিযোগে বিভিন্ন স্মারকে কৈফিয়ত তলব হয় এবং গুরুতর অভিযোগ থাকায় ১০-৪-৯১ তারিখের ৩৮৫৩ স্মারকে চাকুরী হইতে সাময়িক বরখাস্ত আদেশপ্রাপ্ত হন। বিভিন্ন অপরাধের জন্য দরখাস্তকারীকে বিভিন্ন স্মারকে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং ৬-১২-৯৮ তারিখের ৮৩৮ স্মারকে কৈফিয়ত তলবসহ দরখাস্তকারীর কাজের গাফেলতির জন্য চাকুরীতে তাহার পদবী পরিবর্তন করিয়া ২১-১২-৯৯ তারিখের ৬৮৬০ নং স্মারকে সিডিএ করা হয় এবং গুরুতর অভিযোগ থাকায় ৫-১-২০০০ তারিখের ৬২৯৫ পত্র দ্বারা সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। ২৫-১-০৪ তারিখের ৪৮৪৫ নং স্মারকে গুরুতর অভিযোগে সাময়িক বরখাস্ত আদেশ হয় এবং ১৮-২-০৪ তারিখের ৪৮৮৮ স্মারকে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে চার্জশীট হয়। তৎপ্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী সাময়িক বরখাস্ত থেকে অব্যাহতি চাহিলে জবাব দিতে তাগিদপত্র করা হয় এবং দাখিলী জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় আইনানুগভাবে তদন্ত কমিটি গঠিত হয় এবং উক্ত তদন্ত কমিটি দরখাস্তকারীর উপস্থিতিতে ২২-৪-০৪ ও ২৪-৪-০৪ তারিখে সাক্ষী পরীক্ষা করেন এবং দরখাস্তকারী ১৩ দফা প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়া প্রদত্ত জবানবন্দীতে স্বাক্ষর করেন। ৪, ৭, ১০, ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তরে দরখাস্তকারী অপরাধের বিষয় স্বীকার করিয়া নিয়াছেন। বিধি বহির্ভূতভাবে ঋণ দেওয়ায় দরখাস্তকারী ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং অনাদায়ী ঋণের বিষয় স্বীকার করিয়া বিনিয়োগগুলি ত্রুটিপূর্ণ মর্মে জমা চেয়েছেন। দরখাস্তকারী ভুল-ভ্রান্তি ও অপরাধ স্বীকারপূর্বক অনুতপ্ত হন এবং ভবিষ্যতে অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে না মর্মে অংগীকার প্রদানে রেকর্ডকৃত সাক্ষ্য-প্রমাণে স্বাক্ষর করেন। তদন্ত কমিটির কার্যক্রম আইনানুগ ও সঠিক থাকায় বিরোধীয় বরখাস্ত আদেশ রদ রহিতযোগ্য নহে। দরখাস্তকারীকে ব্যক্তিগত শুনানীর সুযোগ দেওয়া কিন্তু মনগড়া ও মিথ্যাভাবে প্রতিকারের জন্য মিথ্যা মামলা দায়ের করিয়াছেন। দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আখ চাষীদের উপর সঠিকভাবে ঋণ বিতরণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি না করায় এবং দরখাস্তকারী আত্মসাৎ প্রক্রিয়ার সহিত জড়িত থাকায় সঠিক ও আইনানুগ কার্যক্রমে বরখাস্ত আদেশ রদ রহিতযোগ্য নহে। দরখাস্তকারী প্রার্থীতমতে কোন প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন। সুতরাং দরখাস্তকারীর মামলাটি খরচাসহ ডিসমিসযোগ্য হইতেছে।

এই মামলার চূড়ান্ত শুনানীকালে কোন পক্ষ হইতে মৌখিক সাক্ষী পরীক্ষা করা হয় নাই। শুধুমাত্র বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজাদি আলেখ্য : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ ও ১২ হিসাবে প্রমাণে আনেন এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী কাগজাদি আলেখ্য : ক, খ, গ, ঘ, ঘ(১), ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঝ (১), ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ণ (১)-ণ (৭), প, ফ, ব, ভ, ভ (১)-ভ (৬), ম, ম (১)-ম (২), য, য (১)-য (২) হিসাবে প্রমাণে আনেন। তৎপর উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীবৃন্দের যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হয়।

কৌশলীবৃন্দের যুক্তি তর্ক শ্রবণ করা হয়।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ

১। অত্র আকারে দরখাস্তকারীর মামলাটি কি আইনতঃ সচলযোগ্য ?

২। দরখাস্তকারীর মামলাটি কি তামাদি দোষে বারিত ?

৩। দরখাস্তকারী কি প্রার্থীত মতে প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

১—৩ নং বিবেচ্য বিষয় ঃ

১—৩ নং বিবেচ্য বিষয়সমূহ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। পক্ষগণ কর্তৃক ইহা অস্বীকৃত নহে যে, দরখাস্তকারী মোঃ জিল্লুর রহমান প্রতিপক্ষ রাজশাহী সুগার মিলস্ লিঃ, রাজশাহীতে মৌসুমী কনিষ্ঠ করণিক হিসাবে ১৪-১-৭৬ তারিখে চাকুরীতে যোগদান করেন। পক্ষগণ কর্তৃক ইহা আরও স্বীকৃত যে, দরখাস্তকারী মোঃ জিল্লুর রহমান প্রতিপক্ষ মিলে চাকুরী করাকালে পদোন্নতিক্রমে সি.ডি.এ. হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন ২৪-৯-৮৪ তারিখে। দরখাস্তকারী পক্ষের দাখিলী এক্সিবিট ২ ও ৩ দৃষ্টে উপরোক্ত স্বীকৃত বিষয় সমর্থিত হয়। স্বীকৃতমতেই দরখাস্তকারী মোঃ জিল্লুর রহমান সি.ডি.এ. হিসাবে হাট গোদাগাড়ী কেন্দ্র ভবানীপুর ইউনিটে কর্মরত থাকাকালে প্রতিপক্ষের ২৫-১-০৪ তারিখের স্মারক নং রাচিক/ব্যঃ নথি ১৫৫০/৪৮৪৫ শ্রম মূলে গুরুতর অভিযোগের প্রেক্ষিতে সাময়িক বরখাস্ত আদেশপ্রাপ্ত হন এবং প্রতিপক্ষের ১৮-২-০৪ তারিখের স্মারক নং রাচিক/ব্যঃ নথি ১৫৫০/৪৮৮৮ শ্রম মূলে দরখাস্তকারী মোঃ জিল্লুর রহমানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনয়নপূর্বক ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৭(৩) ধারা মোতাবেক কৈফিয়ত তলব করা হয়। দরখাস্তকারী পক্ষের দাখিলী এক্সিবিট ৪ ও ৬ দৃষ্টে এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট গ ও ঘ দৃষ্টে সমর্থিত। পক্ষগণ কর্তৃক ইহা আরও স্বীকৃত যে, প্রতিপক্ষ রাজশাহী সুগার মিলস্ লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক ২৬-৮-০৪ তারিখের স্মারক নং রাচিক/ব্যঃ নথি ১৫৫০/৩৭৬ শ্রম মূলে দরখাস্তকারী মোঃ জিল্লুর রহমানকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত আদেশ প্রদত্ত হয়। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের ২৬-৮-০৪ তারিখের রাচিক/ব্যঃ নথি ১৫৫০/৩৭৬ শ্রম স্মারক আদেশমূলে প্রদত্ত বরখাস্ত আদেশ অবৈধ, বেআইনী ও ন্যায়নীতির পরিপন্থি মর্মে রদ রহিতসহ বকেয়া বেতনসহ চাকুরীতে পুনঃবহালের আদেশ চেয়ে ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(খ) ধারায় মামলাটি আনয়ন করিয়াছেন। দরখাস্তকারীর সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত বিরোধীয় বরখাস্ত আদেশটি বেআইনী, অবৈধ ও ন্যায়নীতির পরিপন্থি। দরখাস্তকারীকে তদন্ত কমিটি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেন নাই এবং সাক্ষীকে জেরা করার সুযোগ দেন নাই, গঠিত তদন্ত কমিটি নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করেন নাই। তদন্ত কমিটির ভিত্তিহীন ও মনগড়া রিপোর্টের প্রেক্ষিতে মনগড়া বরখাস্ত আদেশ রদ রহিতের আবেদন করেছেন। অপর দিকে প্রতিপক্ষের জবাবের বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারীর চাকুরীকাল কালিমাযুক্ত এবং গাফেলতি ও অপরাধে পরিপূর্ণ। দরখাস্তকারী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগে সাময়িক বরখাস্ত হন এবং কৈফিয়ত তলব ও অপরাধের অভিযোগ আনীত হয়। দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত গুরুতর অভিযোগ আইনানুগভাবে গঠিত তদন্ত কমিটির তদন্ত রিপোর্টের প্রেক্ষিতে তাহাকে বিরোধীয় বরখাস্ত আদেশ প্রদান করা হইয়াছে। বিরোধীয় বরখাস্ত আদেশ আইনানুগ হওয়ায় উহা রদ রহিতযোগ্য নহে। মামলাটিতে কোন পক্ষ হইতেই কোন মৌখিক সাক্ষী পরীক্ষিত হয় নাই। উভয়পক্ষের দাখিলী কাগজাদি মামলাটিতে প্রমাণে চিহ্নিত হইয়াছে। স্বীকৃতমতেই দরখাস্তকারীর দাখিলী এক্সিবিট ৪ ও ৬ এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট গ ও ঘ দৃষ্টে

প্রতীয়মান হয় যে দরখাস্তকারী মোঃ জিল্লুর রহমানের বিরুদ্ধে হাট গোদাগাড়ী ক্রয় কেন্দ্র ভবানীপুর ইউনিটে কর্মরত থাকাকালে ২০০৩-০৪ ঋণ আদায় মৌসুমে ঋণ নীতিমালা বিনিয়োগ লংঘন, অনিয়ম, ঋণ আদায়ে ব্যর্থতা, ভুয়া বীজের বিল প্রদান, দায়িত্ব পালনে অবহেলা, কেন্দ্রে অনুপস্থিত, অসৎ উদ্দেশ্যে মিল স্বার্থের পরিপন্থি কাজ করা ইত্যাদি কারণে অসদাচরণের অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৭(৩) ধারামতে কৈফিয়ত তলব করা হয় (এক্সিবিট ঘ দৃষ্টে)। কিন্তু প্রতিপক্ষের কৈফিয়তের জবাব দাখিল না করিলে প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট ঙ মূলে দরখাস্তকারীকে ৮-৩-০৪ তারিখের রাচিক/ব্যঃ নথি ১৫৫০/৫১৩৪ শ্রম মূলে সত্বর জবাব দাখিলের জন্য নির্দেশ/তাগিদপত্র প্রদান করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষের নিকট দরখাস্তকারী এক্সিবিট চ অভিযোগের জবাব ১৩-৬-০৪ তারিখে প্রদান করেন এবং উক্ত জবাবে দরখাস্তকারী দায়িত্বে অবহেলা ও ভুল-ভ্রান্তি ভবিষ্যতে সংশোধনের সুযোগ চেয়ে জবাব দিয়েছেন। সুতরাং প্রাপ্ত দালিলিক কাগজাদি থেকে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী কৈফিয়তের নির্দেশ মোতাবেক নির্ধারিত ৪ দিনের মধ্যে কোন জবাব দাখিল করেন নাই যাহা দরখাস্তকারীর অবহেলা ও কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন করেন নাই। স্বীকৃতমতেই প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে এক্সিবিট ট মূলে সাময়িক বরখাস্ত আদেশ ভ্যাকেটপূর্বক মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) এর নিকট কাজে যোগদানের নির্দেশ দেন ২৩-৩-০৪ তারিখের রাচিক/ব্যঃ নথি ১৫৫০/১১৮৪ শ্রম স্মারকে। দরখাস্তকারীর দাখিলী এক্সিবিট ৫ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিচালক ১৫-২-০৪ তারিখের স্মারক নং রাচিক/ব্যঃ নথি ১৫৫০/৪৮৭৯ মূলে প্রতিপক্ষের নির্দেশ অমান্য করিয়া দরখাস্তকারী ভবানীপুর ইউনিটের দায়িত্বভার বুঝাইয়া না দেওয়ায় পুনরায় ৩ দিনের মধ্যে দায়িত্বভার বুঝাইয়া দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন, অন্যথায় তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় উল্লেখ থাকে। দরখাস্তকারীর দাখিলী এক্সিবিট ৮ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্ত কারী অভিযোগের ভিত্তিতে ১৫-৩-০৪ তারিখে এক্সিবিট ৮ মূলে লিখিত জবাবে তাহার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার বিষয় স্বীকার করিয়া সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার চেয়েছিলেন। দরখাস্তকারীর দাখিলী এক্সিবিট ১০ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, তদন্ত কমিটি ১৮-৪-০৪ তারিখের স্মারক নং রাচিক/ব্যঃ নথি ১৫৫০/৫৪২ মূলে দরখাস্তকারীকে ২২-৪-০৪ তারিখে তদন্তে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেন। দরখাস্তকারীর দাখিলী এক্সিবিট ১১ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ কর্তৃক ঋণ বিতরণে নীতিমালা লংঘনপূর্বক ঋণ প্রদান, আখ চাষীদের ঋণ ভূ-করণ বিতরণে গরমিল, ঋণ আদায়ে ব্যর্থতাসহ বিভিন্ন গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগপত্র দায়ের করেন ২৯-৫-০৪ তারিখের স্মারক নং রাচিক/ব্যঃ নথি ১৫৫০/৫৩৮০ শ্রম মূলে। দরখাস্তকারীর দাখিলী এক্সিবিট ১২ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ২৭-৪-০৪ তারিখের স্মারক নং রাচিক/ব্যঃ নথি ১৫৫০/৫৪৬ মূলে ৩০-৬-০৪ তারিখে দরখাস্তকারীকে তদন্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার নোটিশ প্রদান করেন। প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট চ দৃষ্টে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী অভিযোগের প্রেক্ষিতে ১৩-৬-০৪ তারিখে জবাব দাখিল করেন। প্রতিপক্ষের এক্সিবিট ঘ(১) দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ মিল ব্যবস্থাপনা পরিচালক ২৯-৫-০৪ তারিখের স্মারক নং রাচিক/ব্যঃ নথি ১৫৫০/৫৩৮০ শ্রম মূলে বিভিন্ন অপরাধের বর্ণনাপূর্বক দরখাস্তকারী গুরুতর অসৎ আচরণের অভিযোগে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৭(৩) ধারায় অভিযোগ আনয়নপূর্বক ৪ দিনের মধ্যে জবাব দাখিলের নির্দেশ দেন। তৎপ্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী এক্সিবিট চ জবাব দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট ছ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষের ২২-৬-০৪ তারিখের স্মারক নং রাচিক/১৫(বি)তদন্ত/৫৪১৬ অফিস আদেশে ২৯-৫-০৪ তারিখের ৫৩৮০ স্মারকে আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে দাখিলী জবাব তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ৩০-৩-০৪ তারিখের ৫২৮০ স্মারকে গঠিত তদন্ত কমিটিকে তদন্তের নির্দেশ দেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান দরখাস্তকারী দাখিলী এক্সিবিট ১০ মূলে ২২-৪-০৪ তারিখে এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট জ মূলে ২৭-৬-০৪ তারিখের ৫৪৭ স্মারকে দরখাস্তকারীকে ৩০-৬-০৪ তারিখে তদন্ত কমিটির নিকট উপস্থিত থাকিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের নির্দেশ দেন। যুক্তিতর্ক পেশকালে দরখাস্তকারী-বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী এই মর্মে নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষের

২৬-৮-০৪ তারিখের ৩৭৬ স্মারকের বরখাস্ত আদেশ ২৭-৮-০৪ তারিখ হইতে কার্যকরী হয় এবং প্রতিপক্ষের গঠিত তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান ১৮-৪-০৪ তারিখের ৫৪২ স্মারকমূলে নোটিশ প্রদানে ২২-৬-০৪ তারিখে দরখাস্তকারীকে তদন্তে হাজির থাকার নির্দেশ দেন কিন্তু ঐ তারিখে কোন তদন্ত কমিটি গঠিত না হওয়ায় তদন্ত কার্যক্রম বেআইনী হইয়াছে। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য ও প্রতিপক্ষের দাখিলী আলেখ্য-ছ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ৩০-৩-০৪ তারিখের ৫২৮০ স্মারকে তদন্ত কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং ঐ তদন্ত কমিটিকে তদন্তের নির্দেশ দিলে তদন্তের জন্য তদন্ত কমিটি এক্সিবিট ১০ মূলে ২২-৪-০৪ তারিখে এবং এক্সিবিট জ মূলে ৩০-৬-০৪ তারিখে দরখাস্তকারীকে তদন্ত কমিটির নিকট হাজির হইয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের নির্দেশ দেন। কিন্তু প্রাপ্ত সাক্ষ্য দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, তদন্ত কমিটি ৩০-৩-০৪ তারিখের ৫২৮০ স্মারকে গঠিত হইয়াছে। সুতরাং দরখাস্তকারী বিজ্ঞ কৌশলীর উক্ত বক্তব্য আইনত টিকে না। উভয়পক্ষের দাখিলী কাগজাদি পর্যালোচনা করিয়া আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রাজশাহী সুগার মিলস্ লিঃ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট অভেযোগের প্রেক্ষিতে কৈফিয়ত তলবসহ গঠিত অভেযোগের প্রেক্ষিতে তদন্ত কমিটি কর্তৃক ২২-৪-০৪ তারিখে ও ৩০-৬-০৪ তারিখে তদন্ত কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় দরখাস্তকারী দাখিলী জবাবের প্রেক্ষিতে। প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট এঃ মূলে তদন্ত কমিটি ২২-৪-০৪ তারিখে দরখাস্তকারী মোঃ জিল্লুর রহমান সিডিএ এর প্রশ্ন আকারে জবানবন্দী রেকর্ড হয় এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট ঝ, ঝ(১) মূলে ৩০-৬-০৪ তারিখে দরখাস্তকারী জবানবন্দী ও সাক্ষী মোস্তফা কামাল, ম্যানেজার (সম্প্রসারণ) মিল গেট এর জবানবন্দী রেকর্ড হইয়াছে এবং রেকর্ডকৃত জবানবন্দীতে দরখাস্তকারী জিল্লুর রহমান ও তদন্তকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর রহিয়াছে। সুতরাং প্রাপ্ত এক্সিবিট এঃ, ঝ, ঝ(১) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী জিল্লুর রহমানকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাকে প্রশ্নোত্তর আকারে জিজ্ঞাসাবাদ অন্তে তাহার স্বীকারোক্তি রেকর্ড রহিয়াছে যাহাতে দরখাস্তকারী জিল্লুর রহমান আনীত অভিযোগের দোষ স্বীকার করিয়া স্বীকারোক্তি দিয়াছেন এবং ৭ ও ১০ নং প্রশ্নের বিলম্ব ও ১০০% ঋণ আদায়ে ব্যর্থতা স্বীকার করিয়া জবানবন্দী দিয়াছেন এবং ১২নং প্রশ্নের উত্তরে ঋণ ভুয়া মর্মে ক্ষমা চেয়েছেন। ১৩নং প্রশ্নের উত্তরে দরখাস্তকারী ৩ জন চাষীর ভুয়া ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। ১৫নং প্রশ্নের উত্তরে দরখাস্তকারী কৃত অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন। ১৬নং প্রশ্নের উত্তরে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ স্বীকার করেছেন এবং ২০ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তরে অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা চেয়েছেন। সুতরাং বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য ও আরজির বর্ণনা মোতাবেক দরখাস্তকারী জিল্লুর রহমানকে প্রতিপক্ষ কর্তৃক আইনানুগভাবে বরখাস্ত করা হয় নাই মর্মে আনীত বক্তব্যের সারমর্ম নাই। তদন্ত কমিটি বেআইনী ও নিরপেক্ষ ছিল না মর্মে বক্তব্য প্রমাণে গ্রহণযোগ্য কারণ দেখাইতে পারেন নাই বা তদন্ত কমিটির বিরুদ্ধে দরখাস্তকারী কোন সদস্য পরিবর্তনের কোন দরখাস্ত তদন্ত চলাকালীন দাখিল করেন নাই। সুতরাং তদন্ত কমিটি নিরপেক্ষ ছিল না মর্মে বক্তব্য আইনত টিকে না। তাছাড়াও প্রতিপক্ষের দাখিলী ণ, ণ(১)-ণ(৭), প, ফ, ব, ভ, ভ(১)-ভ(৬) কাগজাদি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী বিরুদ্ধে ১৯৯৩ সালেই সুনির্দিষ্ট অভিযোগে ৩ বার কৈফিয়ত তলব করা হয়। ১৯৯৪ সালে ৫ বার কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং এক্সিবিট ক মূলে প্রাপ্ত আখ ঘাটতির কারণে দরখাস্তকারী বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ১৯৯৫ সালে প্রতিপক্ষের স্মারক নং-রাচিক/ব্যঃ/ নথি ১৫৫০/১৬৩৩ শ্রম মূলে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৭(৩) ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য কৈফিয়ত তলব করা হয়। দরখাস্তকারীকে এক্সিবিট ব মূলে ১০-৪-০১ তারিখের স্মারক নং-রাচিক/ব্যঃ/ নথি ১৫৫০/৩৮৫৬ মূলে সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রদান করা হয় এবং এক্সিবিট ভ, ভ(১)-ভ(৬) মূলে একাধিকবার কৈফিয়ত তলব করা হয় বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ড সংগঠনের জন্য। এক্সিবিট ম, ম(১)-ম(২) মূলে আখ ঘাটতি ও অন্যান্য অসদাচরণের কারণে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ৩ বার কৈফিয়ত তলব করা হয়। এক্সিবিট য, য(১)-য(২) মূলে প্রতিপক্ষ কর্তৃক ১৯৮৮ সালে মাত্রাতিরিক্ত আখ ঘাটতির অপরাধে ৩ বার কৈফিয়ত তলব করা হয়। প্রতিপক্ষের দাখিলী কাগজাদি ও প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা করিয়া

দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী চাকুরীকাল সন্তোষজনক নহে বরং কালিমাযুক্ত। তাছাড়াও দরখাস্তকারী বরখাস্ত আদেশটি আইনানুগভাবে প্রদত্ত হইয়াছে এবং শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৮ ধারার বিধান মোতাবেক তদন্ত কমিটি কর্তৃক তদন্ত অনুষ্ঠান ও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান অন্তে তদন্ত কমিটির প্রদত্ত রিপোর্ট আলেখ্য-খ মূলে অসদাচরণের দায়ে তদন্ত কমিটি দরখাস্তকারীকে চাকুরী হইতে বরখাস্তের সুপারিশ করেন। সুতরাং তদন্ত কমিটির বৈধ প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ কর্তৃক আইনানুগ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রদত্ত দরখাস্তকারী বিরোধীয় বরখাস্ত আদেশ সঠিক ও আইনানুগ হওয়ায় অত্র আদালতের হস্তক্ষেপের কোন বৈধ ও আইনানুগ কারণ নাই মর্মে অত্র আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাছাড়াও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী অত্র মামলাটি ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(খ) ধারা মোতাবেক আনয়ন করিলেও ২৫(১)(এ)(বি) ধারার বিধান মোতাবেক মামলা দায়েরের পূর্বশর্ত মোতাবেক দরখাস্তকারী কোন গ্রিভান্স দরখাস্ত প্রতিপক্ষ বরাবর প্রেরণ করেছিলেন তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হন নাই। দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রতিপক্ষ বরাবর গ্রিভান্স দরখাস্ত দাখিল না হওয়ায় এই মামলাটি আইনত সচলযোগ্য নহে। সুতরাং দরখাস্তকারী জিল্লুর রহমান প্রার্থীতমতে প্রতিকার পাইবার আইনত হকদার নহেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। সুতরাং বিবেচ্য বিষয় নং ১ হইতে ৩ দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। বর্ণিত অবস্থাধীনে দরখাস্তকারী আইনত কোন প্রতিকার পাইবার হকদার নহেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র অভিযোগ মামলাটি দোতরফা সূত্রে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় নামঞ্জুর (disallowed) হয়।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

IN THE LABOUR COURT, RAJSHAHI DIVISION, RAJSHAHI.

Present : Md. Abdus Samad
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

Members : 1. Mr. Advocate Md. Motahar Hossain for the Employers.

2. Mr. Md. Alauddin Khan for the Labours.

Date of delivery of Judgement :- 6th July 2005.

Complaint Case No. 7/2004.

Md. Solaiman Hossain, S/O. Late Suzabot Ali,
L. B. No. 3703, Journiman, Pala-kha (at present dismissed), Factory Mechanical Department, Quami Jute Mills Ltd., Sirajgonj, Permanent address : Vill. Charchhongachha, P. O. Vatpiary, Dist. Sirajgonj..... **Petitioner.**

Versus

1. Quami Jute Mills Ltd., for Deputy General Manager,
2. Deputy General Manager, Quami Jute Mills Ltd.,
3. Incharge (Sram Doptor), Quami Jute Mills Ltd.,

All address : P. O. Raipur, Dist : Sirajgonj—**Opposite Parties.**

Representatives

1. Mr. Saifur Rahman Khan (Rana), Advocate for the petitioner.
2. Mr. Md. Korban Ali, Advocate for the opposite parties.

JUDGEMENT

This is an application U/S 25(b) of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965 at the instance of the petitioner Md. Solaiman Hossain, L. B. No. 3703 Journey man Kha Pala with a prayer for reinstatement in his service of Journey man, Factory Mechanical Department, Quami Jute Mills Ltd., Sirajgonj with back wages and benefits after setting side the dismissal order vide Memo No. Quami/Prosha/3703/04/1483/3704 dated 18.8.2004 under the provision of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965. The petitioner's case, in short, is that the petitioner Md. Solaiman Hossain was appointed and served the O. P. Mill Management through promotion in the post of Journey man, Kha Pala Factory Mechanical Department, Quami Jute Mills Ltd., Sirajgonj for the period of near about 21 years. That his service period was clean and he was victimized for the internal conflict of the Mill and that the O. P. Mill Management illegally issued dismissal order vide Memo No. 3704. That the O. P. Management unlawfully suspended him by Memo No. Quami/Sra:Da:/3703/04/1440 dated 31.7.2004. That the petitioner filed written statement in compliance with the charges but O. P. No. 2 Mill Management issued Inquiry Notification by Memo No. 3551 dated 31.7.04. That the Inquiry Committee completed the motivated exparte Inquiry report and did not give the petitioner any scope for hearing and that the O. P. Inquary Committee did not convey a copy of the inquary report that the Inquiry that the Inquiry Committee completed the report hurridy and that the O. P. Mill Management did not gives the petitioner opportunity for personal hearing. That the O. P. No. 3 Mill Management arbitrarily passed the highest punishment of dismissal order beyond jurisdiction and did not peruse and consider the long standing clean service record of the petitioner. That the petitioner filed his grievance petition by hand in the Office of the O. P. Management on 1.9.04 but the O. P. Management did not reinstate the petitioner in service and communicate the rejection order on 15.9.04 by Memo No. 3913 to the petitioner. That the dismissal order was illegal, unlawful and liable to be set aside. Hence, being aggrieved thereby, this petitioner was Completted to file this case for reinstatement in his service with back wages after setting aside the dismissal order.

That the Second Party O. P. Nos. 1–3 appeared and contested this case by filling written statement denying the material allegations made in the petition, contending inter alia, that the petitioner's case is barred by the law of limitation and that the allegations brought by the petitioner are false and concocted.

That case of the O.Ps, in short, is that the petitioner Md. Solaiman Hossain, Journey man, Factory mechanical, 'Kha' Shift Completed his duty on 21.7.04 and while living the Mill Campus Gate No. 10 instead of normal passage to go out through Gate No. 10 found in his bag, stolen weaving nose one piece and 3 pillions and he was caught red handed by the Security Guard with those stolen goods of the Mill and that the Security Guard handed the petitioner to the Security Department and that the accused-petitioner gave confusion statement implicated himself with the offence of theft and that the Security Department reported the matter to the Mill Authority. That the O. P. Mill Management charge sheeted the petitioner by Memo. No. 1440 dated 21.7.04 and directed to file written statement and issued suspension order of the petitioner from service. That the neutral Inquiry Committee consisted of 3 members was constituted by Memo No. 3551 dated 28.7.04 and that the Inquiry Committee after completing inquiry lawfully submitted inquiry report to the Authority and that the petitioner Md. Solaiman Hossain was given opportunity for his personal hearing and that the offence was proved beyond reasonable doubt. That the accused-petitioner was implicated with the offence or theft and the O. P. Mill Authority lawfully issued the dismissal order vide Memo No. 3704 dated 18.8.04 and directed the petitioner to take lawful financial benefits from the Mill. That the petitioner did not file lawfully grievance petition within time. That the petitioners prayer for reinstatement in his service was received on 1.9.04 by the O. P. Mill Authority and the O. P. Mill Authority by Memo No. 3904 dated 15.9.04 communicated the petitioner that there is no scope for reinstatement of the petitioner in service. That the petitioners case is barred by limitation and the petitioner is not entitled to get any relief as prayed for. Hence, the petitioners case is liable to be dismissed with costs.

POINTS FOR DETERMINATION :

(1) Whether the petitioners case U/S 25 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965 is maintainable ?

(2) Whether this case is barred by law of limitation ?

(3) Whether this petitioners dismissal order from service was illegal and unlawful ?

(4) Weather this petitioner is entitled to be reinstated in his service with back wages and benefits as preyed ?

FINDINGS AND DICISION

Issue Nos. 1 & 2

There is no denial of the fact that the petitioner Md. Solaiman Hossain L. B. No. 3703 Journey man, kha Pala was appointed and working under Factory Mechanical Department, of the O. P. 2nd Party, Quami Jute Mills Ltd., Sirajgonj for the period of near about 21 years. It is also the admitted fact that the 2nd Party O. P. No. 3 by Exbt. 1

suspended the petitioner Md. Solaiman Hossain vide Memo No. Quami/Sra:Da:/3703/04/1440 dated 21.7.04 and the 2nd party O. P. No. 3 Incharge (Sram Doptor), Quami Jute Mills Ltd. by Exbt. 3 dismissed the petitioner Solaiman Hossain from his service of Journey man, 'Kha' pala vide Memo No. Quami/Prosha/703/04/1483/3704 dated 18.8.04 under the provisions of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965. Exbt. 'kha' and 'Chha' filed by the O. P. 2nd Party also corroborate the above admitted facts. That the petitioner Md. Solaiman Hossain challenged the dismissal Order of the O. P. 2nd Party vide Memo No. Quami/Shra:Da:/3703/4/1483/2704 dated 18.8.04 as illegal, motivated and unlawful and prayed for reinstatement in service setting aside the aggrieved suspension and dismissal Orders. P. W. 1 Md. Solaiman Hossain petitioner himself corroborated in his chief the averments of the plaint and stated that the 2nd Party unlawfully dismissed him from service and that the Inquiry Committee conducted the inquiry illegally and Inquiry Committee did not consider the oral objections raised by him and completed the motivated inquiry and that the petitioner was not given the scope for personal hearing and the O. P. Authority did not consider past service record in awarding the highest punishment of dismissal. That the petitioner field his grievance petition by hand in the office of the 2nd Party on 1.9.04 but the O. P. Management communicated the rejection Order (Exbt. 4) on 15.9.04 by Memo No. 3913 to the petitioner. That the petitioner filed this case on 2.10.04 for reinstatement in his service. Thus, it is clear that the mandatory provision of section 25(1)(ga) of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965 is complied with by giving the grievance petition by hand to the office of the 2nd Party and not by giving the grievance petition by registered post. The Ld. Lawyer of the 2nd Party objected that the grievance petition is not submitted lawfully and it was not a grievance petition in the eye of law. It is the admitted case that the petitioner submitted the grievance petition by hand in the office of the 2nd Party on 01.9.04 and that the purpose of submission of grievance petition by registered post is to ensure that the aggrieved worker is not shut out by unscrupulous employer by raising the plea that no grievance petition was filed within 15 days from the date of dismissal. Since the grievance petition was submitted admittedly by hand it will fall within the purview of grievance petition in the eye of law which will be admitted service of grievance petition within the specified time. That this petitioner filed this case on 2.10.04 within 30 days as per provisions of section 25(1)(b) of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965. Hence, this petitioner filed this case within the time of limitation and that this case is maintainable U/S 25 of the Employment of Labour (Standing Order) Act, 1965. Hence, Issue Nos. 1 & 2 are decided in favour of the petitioner.

Issue Nos. 3 & 4

Issue Nos. 3 & 4 are taken together for discussion for the sake of conveniences. There is no denial of the fact that the petitioner Md. Solaiman Hossain L. B. No. 3703 Journey man, Kha Pala was working under Factory Mechanical Department of the O. P. 2nd Party, Quami Jute Mills Ltd., Sirajgonj near about 21 years and that admittedly the 2nd Party O. P. No. 3 Incharge (Sram Doptor), Quami Jute Mills Ltd. by Exbt. 3 dismissed the petitioner Solaiman Hossain from his service of Journey man, 'Kha' pala vide Memo No. Quami/Shraj:Da:/3703/04/1483/3704 dated 18.8.04 for misconduct under

the provisions of the Employment of Labour (Standing Order) Act, 1965. Exbt. Cha filed by the O. P. 2nd Party corrobates the above contention and admitted fact. That the petitioner Solaiman Hossain challenged the dismissal order of the O. P. 2nd Party vide Memo No. Quami/Shra:Da:/3703/04/1483/3704 dated 18.8.04 as illegal, motivated and unlawful and prayed for reinstatement in service setting aside the aggrieved dismissal order. The specific case of the petitioner is that the long service period of near about 21 years of the petitioner was clean and the petitioner had no punishment prior to the aggrieved order of dismissal and that he was a victimized for internal conflict of the Mill Management and that the Inquiry Committee was motivated and biased and that the petitioner was not given scope for personal hearing and that the Inquiry Officer as well as the Mill Authority did not consider his service record at the time of awarding highest punishment of dismissal from service. It is the specific case of O. P. side is that the petitioner was caught red handed by the Security Guard with stolen goods of weaving nose one piece and 3 pillions of the Mill in his bag and the accused petitioner confessed and implicated himself of the offence of theft and that the Mill Management charge sheeted the petitioner with the report of the Security Department and that the Mill Management after lawful Inquiry and hearing dismissed the accused petitioner following the provisions of the S. O. Act. That the accused petitioner was lawfully dismissed for stigma (misconduct) as per the provisions of law and hence the petitioner is not entitled to get the relief as prayed for and this case is liable to be dismissed.

To prove the respective cases of the parties, the petitioner examined P. W. 1 Md. Solaiman Hossain the petitioner himself as oral evidence and the O. P. side cross examined him. The petitioner brought documents into exhibits as 1 to 4. That the O. P. 2nd Party examined no oral evidences on behalf of the defence but only filed the documents by firisty which are marked exhibits as ক, খ, গ, ঘ, ঘ(১)-ঘ(৬), ঙ, চ, ছ। Admittedly the petitioner Md. Solaiman Hossain is dismissed for offence of theft and misconduct which falls within the purview of section 17 & 18 of the S. O. Act, 1965. In support of the allegations P. W. 1 Md. Solaiman Hossain the petitioner himself corroborated in chief and also stated that the O. P. Mill Management conducted the inquiry motivatedly by the Inquiry Committee which did not afford the scope for his personal hearing and in awarding the highest punishment of dismissal for single offence, the O. P. Authority did not peruse and consider his personal service record and he prayed for reinstatement in service, in alternative also prayed for termination from service with benefits. But he frankly admits in cross that on 21.7.04 after closing his duty from 10 A. M., to 2 P. M. while he was returning and going out from the Mill premises through Gate No. 10 instead of Gate No. 1 the Security Guard found by searching one piece of weaving nose and 3 piece of pillions in his bag and at that time he gives confessional statement Exbt. 'ka' and Exbt. Ka(1) is his signature. P. W. 1 Solaiman Hossain also admits in cross that the Inquiry Committee recorded his statement and other witnesses on 7.8.04 and he has signature in the recorded statement of the witnesses Exbt. Gha, Gha(2), Gha(3), Gha(4), Gha(5), Gha(6) and Gha(1) is the signature of the accused petitioner Solaiman Hossain in every deposition of witnesses. Exbt. 'Kha' is the temporary

suspension order with the charge sheet U/S 17(3) of the S. O. Act, 1965 dated 21.7.04 and that by Exbt. Ga Deputy General Manager, Quami Jute Mills Ltd. framed 3 members Inquiry Committee who recorded evidences of six witnesses 1. Md. Afsar Jaedi, Security Officer the complainant himself, 2. Sri Rabindra Nath Saha, L. B. No. 4437, 3. Md. Abdul Mannan (2), on duty Security Staff, 4. Sri Direndra Nath Saha, L. B. No. 4179 and 5. Md. Abdur Rashid, L. B. No. 1516 and the accused petitioner Md. Solaiman Hossain, L. B. No. 3703 and that the accused-petitioner has his signature in the deposition sheet of the recorved witnesses. That Exbt. ঙ is the inquiry report by 3 members Inquiry Committee where the petitioner Solaiman Hossain is found guilty of the offence of theft and that by Exbt. cha the O. P. Mill Authority dismissed the petitioner Solaiman Hossain from service on 18.8.04 vide Memo No. Quami/Shra:Da:/3703/04/1483/3704 wherein we do not find any findings by the O. P. Mill Authority to the extent that the accused petitioner's previous service record was considered i. e. there is absence of the findings that the Mill Authority considered the long service record of the petitioner. It is found that the accused-petitioner Solaiman Hossain was found guilty by the Domestic Tribunal with a single offence of theft and the theft materials are one piece of weaving nose and 3 pillions which are found in the bag and that the stolen goods are few in number and small in size. That the Domestic Tribunal lawfully completed the inquiry and found the accused petitioner with the misconduct for the offence of theft the gravity of which is small in nature. That the accused petitioner amended prayer portion and added that he prayed for alternative remedy of termination from service with benefits. Admittedly, the accused petitioner served the O. P. Mill Management of the period of near about 21 years and in his long service record there is no evidence of any other punishment in his service life and that the aggrieved offence of theft is the first crime of his service life which are small in nature. Considering the long service record and the single act of misconduct of the offence of theft and gravity of the offence, this court holds that the accused petitioners dismissal order should be converted into an order termination from service for the sake of natural justice with termination benefits as admissible under the Rules instead of reinstatement in his service. In this consideration this case succeeds in part.

And in consultation with the Ld. Members, it is.

ORDERED

That this Complaint Case be allowed on contest against the O. P. Nos. 1-3 in part. That the impugned order of dismissal from service of the petitioner is converted into the order of termination under the provisions of the Employment of Labour (Standing Order) Act, 1965 and he be paid all termination benefits as admissible under the Rules within 2 (two) months.

The prayer for reinstatement in service of the petitioner is hereby refused.

Md. Abdus Samad
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

IN THE LABOUR COURT, RAJSHAHI DIVISION, RAJSHAHI.

Present : Md. Abdus Samad
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

Members : 1. Mr. Advocate Md. Motahar Hossain for the Employers.
2. Mr. Md. Lokman Hossain for the Labours.

Date of delivery of Judgement : 24th August 2005.

Complaint Case No. 9/2003.

Md. Abdul Hamid, S/O. Mvi. Mohammad Ali, Mian, Vill. Shrutidhar, P. O. Chowdhurir hat, P. S. Kaligonj, Dist. Lalmonirhat ..... **Petitioner.**

Versus

1. Abul Hashem Hkan, Managing Director, Shyampur Sugar Mills Ltd., P. O. Shyampur, P. S. Badargonj, Dist. Rangpur.

2. Chairman, Bangladesh Sugar & Food Industries, Corporation, Motijheel, Dhaka—**Opposite Parties.**

Representatives :

1. Mr. Saifur Rahman Khan (Rana), Advocate for the pertitioner.

2. Mr. Md. Korban Ali, Advocate for the Opposite Parties.

JUDGEMENT

This is an application U/S 25(b) of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965 at the instance of the petitioner Md. Abdul Hamid, with a prayer for reinstatement in his service of C. I. C. of Helencha Centre under Shyampur Sugar Mills Ltd., Badargonj, Rangpur with all back wages and benefits after setting aside the dismissal order form service Vide Memo No. Shyasumi/Prosha:(Sangsthapon)/Gha 3139 dated 15.11.2003 under section 17(3) of the Employers of Labour (Standing Orders) Act, 1965.

The petitioners case, in short, is that petitioner Md. Abdul Hamid was appointed and Joined on 29.9.1976 in the Post of Cane Development Assistant under Managing Director, Shyampur Sugar Mills Ltd. and that he served and discharged his duties for longtime and that he was promoted subsequently in the post of C. I. C. under the Cane

Department of Shyampur Sugar Mills Ltd., Rangpur. That the petitioner Md. Abdul Hamid was previously and also present General Secretary of Shyampur Sugar Mills Employees Union (Regn. No. Ra. B-1204) and that he was collusively managed to be defeated by one vote in the General Election held on 1.3.03 and that he filed O. C. Suit No. 10/03 in the Assistant Judge. Badargonj against which he prayed for declaration of election result as illegal, collusive with prayer for recounting of votes and that the Court passed the order on injunction after hearing on 30.3.03 against the handover of charge and that Misc. Real Case No. 09/2003 was filed by the defendant Abu Musa Johrul Haque in the District Judge Court and that the Joint Dist. Judge, Dist. Court, Rangpur heard the case on merit and disallowed the Misc. Appeal on 13.5.2003 and that Abu Musa Johurul Haque instituted the Civil Revision No. 2111/2003 in the Hon'ble High Court Division, Supreme Court of Bangladesh which is still pending. That the petitioner Md. Abdul Hamid was working as C. I. C. became physically ill and that he preyed for earned leave in consultation with the Mill Doctor and submitted earned leave petition to Departmental Head (Controlling Officer) from 5.6.03 to 4.7.03 and he left his service station with his family members for medical treatment and that he was under the treatment of Neuro Specialist Janab Ahsan Ullah at Dhanmondi, Dhaka. That the petitioner was physically unfit for his severe pain and because of his physical in ability he failed to Join in his service and prayed for extention of leave. That the well wisher fellow staffe of the Shyampur Sugar Mills extended their financial help for his medical treatment after taking salary advance on the O. P. Authority. After his physical recovery form illness the petitioner joined in his service on 11.11.03 at Helencha Centre. But the O. P. Authority with malafide intention collusively issued Memo No. Shyasumi/Prosha (Sangsthapon)/Gha-3139 dated 15.11.03 and dismissed the petitioner from his service U/S 17(3) of the Employment of Labour (Standing Order) Act, 1965 and that the petitioner received the dismissal order of the O. P. on 22.11.03. That the petitioner's dismissal order dated 15.11.03 was unlawful and malafide and that the petitioner submited the grievance petition by registered post on 30.11.03 in favour of the O. P. Managing Director and that the Managing Director neither issued any reply nor he took any step to reinstate the petitioner in his service. That the order of dismissal on 15.11.03 was motivated, illegal and not sustainable in the eye of law. Being aggrieved thereby, this petitioner was compelled to file this case for reinstatement in his service with back wages after setting aside the dismissal order dated 15.11.03.

That the 2nd Party O. P. No. 1 Managing Director, Shyampur Sugar Mills Ltd., Rangpur appeared and contested this case by filling written statement denying the material allegations made in the complaint petition, contending inter alia, that the petitioner's case is not maintainable in this manner, that the petitioner has no cause of action and locus stand to file this case, that the petitioner's case is barred by the law of

limitation, that the petitioner's case is bad for defect of party and that the allegations brought by the petitioner are false and concocted.

The O. P.'s case, in short, is that the petitioner Md. Abdul Hamid is disloyal and order violating employee under the O. P. Authority from very beginning of his service life. That the petitioner distributed the loan violating the principles and rules of distribution of loan and for his misconduct the O. P. Authority initiated proceeding by Memo No. Shyasumi/Prosha:(Sangsthapon)/Ka-665 dated 2.3.03 and he is asked to show cause within 4 days and that the petitioner is also asked to show cause by Memo No. Shyasumi/Prosha:(Sangsthapon)/Kha-1109 dated 22.4.2003 for failure to realise loan cane purchase in the season 2002-2003 but the petitioner paid no need to file written statement against those cited Memos. That the petitioner Md. Abdul Hamid C. I. C. Helencha Centre filed leave petition on 4.6.03 praying for leave from 5.6.03 to 4.7.03 for his treatment which is received by the authority on 18.6.03 from the Zone Head. But the leave petition is not enclosed with any certificate and recommendation of the Mill Doctor. That the petitioner unauthorisedly remaind absent without granting leave from 5.6.03 to 4.7.03 and that the O. P. Authority by his Memo No. Shyasumi/ Prosha:(Sangsthapon)/Kha-1908 dated 29.6.03 asked the petitioner to appear before the Mill Doctor for his opinion and recommendation for leave but the petitioner paid no head of it and the petitioner did not join in his service station on 5.7.03 and he kept himself absent in the service station unlawfully. That the Departmental Head Assistant Manager (Extension) forwarded the report to the authority on 9.7.03 about the absence of the petitioner in his service station and that the O. P. Authority Directed the petitioner by his Memo No. Shyasumi/Prosha:(Sangsthapon)/Ga-2041 dated 14.7.03 to join in his service station but the petitioner sent apetition of application for extension of leave by registered post on 13.7.03 from 5.7.03 which is received by the O. P. Authority on 15.7.03. That the O. P. Authority by his Memo No. Shyasumi/ Prosha:(Sangsthapon)/ Ga-2144 dated 26.7.03 directed the petitioner to join in his service station within 3 days which is also served upon the petitioner by telegram to his permanent address but the petitioner neither join in his service station nor filed any written statement to the Authority and that the Departmental Head forwarded a report on 30.7.03 of his non-joining in the service station. That the petitioner unlawfully remaind absent from his service station for longtime and at last he sent an application by registered post on 4.9.03 for extension of leave upto 27.10.03 having no enclosure of treatment certificate and prescription which is received by the O. P. Authority on 7.9.03 and that the O. P. Authority by his Memo No. Shyasumi/Prosha:(Sangsthapon)/Ga-2461 dated 11.9.03 directed the petitioner to submit the Doctor's certificate and treatment papers through Mill Doctor within 4 days. But the petitioner neither filed any medical documents nor he physically appeared in the establishment section of the Mill nor he gives any answer of the direction of the

Authority. That the petitioner remaind absent from his service station unlawfully and that the O. P. Authority initiated Departmental Proceeding U/S 17(3) of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965 for the misconduct and asked to file written statement within 4 days through his Departmental Head and finally the O. P. Authority issued paper notification in 'The Daily Akira' dated 28.10.03 and also in 'The Dainic Ittefaq' on 3.11.03 and asked the petitioner to join in his service station with 10 days. That the petitioner finally joined on 11.11.03 by his joining letter but he did not explain of his show cause and did not file any medical certificate and connected papers to the Authority and that the petitioner willfully violated the orders of the Authority and that the O. P. Authority by his Memo No. Shyasumi/Prosha:(Sangsthapon)/Gha-3139 dated 15.11.03 dismissed the petitioner lawfully from his service from 15.11.03 which is communicated to the petitioner by post to his permanent address and also served by Notice Board. That the petitioner suspension grievance petition by registered post on 1.12.03 to the O. P. Authority and that the petitioner's case is barred by the law of limitation and that this case is not maintainable U/S 25 of the employmnent of Labour (Standing Orders) Act, 1965. Hence the petitioner's case is liable to be dismissed with cost.

POINTS FOR DETERMINATION

(1) Whether the petitioner's case U/S 25(b) of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965 is maintainable ?

(2) Whether this case is barred by the law of limitation ?

(3) Whether the petitioner's case is bad for defect of parties ?

(4) Whether the petitioner's dismissal Order of the O. P. Authority Vide Memo No. Shyasumi/Prosha:(Sangsthapon)/Cha-3139 dated 15.11.03 is illegal and unlawfull and is liable to be set aside ?

(5) Whether the petitioner is lawfully entitled to be reinstated in his service with back wages and benefits ?

(6) Whether the petitioner is lawfully entitled to get the relief as prayed for ?

FINDINGS AND DECISION

Issue No. 3

Admittedly the petitioner Md. Abdul Hamid joined on 29.9.76 as Cane Development Assistant under O. P. Authority and was working as C. I. C. Helencha Centre under Cane Department of the O. P. Shyampur Sugar Mills Ltd., Rangpur at the time of his dismissal from service by the O. P. Authority by his Memo No.

Shyasumi/Prosha:(Sangsthapon)/Gha-3139 dated 15.11.03. At the time of argument the Ld. Lawyer of the O. P. Management contended that the petitioner's case is bad for defect of parties and that the proper Authority Managing Director is not made party to this case for which infactious order cannot be passed by this court. The Ld. Lawyer for the petitioner suspension that the Managing Director specially Abul Hashem Khan who passed the dismissal order has already been made party and the Managing Director next to him will execute the final order of this case and that the case is not bad for defect of parties. Under the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965, the Managing Director, the highest authority of the Sugar Mill is the proper authority and that the petitioner has filed this case for his reinstatement in service as a worker U/S 25 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965 and therefore the existing Managing Director of the O. P. Shyampur Sugar Mills Ltd. will act on behalf of the Mill. Thus, I am inclined to hold that the petitioner's case is not bad for defect of parties. Hence the point of defect of parties is decided in favour of the petitioner.

Issue No. 1, 2, 4, 5 & 6

All these issues are taken together for discussion for the sake of conveniences. There is no denial of the fact that the petitioner Md. Abdul Hamid was serving the O. P. Authority as C. I. C., Helencha Centre under the Cane Department of Shyampur Sugar Mills Ltd., Rangpur at the time of his dismissal order dated 15.11.03. Vide Memo No. Shyasumi/Prosha:(Sangsthapon)/Gha-3139 by O. P. No. 1. Exbt.-1 filed by the petitioner and Exbt.-Ghha filed by the O. P. corroborate the above admitted contention and from Exbt. 1 & Ghha it appears that the petitioner is dismissed on 15.11.03 U/S 17(3) of the Employment of Labour (Standing Order) Act,1965. There is also no denial of the fact that the petitioner Md. Abdul Hamid filed an application for earned leave (Exbt. Ga) accompanied with medical certificate on 4.6.03 for the period of 5.6.03 to 4.7.03 on the ground of treatment of illness which is received on 18.6.03 with recommendations by the Departmental Head and that admittedly the petitioner also joined in his service of C. I. C. at Helencha Centre on 11.11.03 before the date of aggrieved dismissal. That the petitioner Md. Abdul Hamid challenged the dismissal order of the 2nd Party-O. P. No. 1 Vide Memo No. Shyasumi/Prosha:(Sangsthapon)/Gha-3139 dated 15.11.03 as unlawfully, malafide and prayed for reinstatement in service setting aside the aggrieved dismissal order with back wages and benefits. It is the specific case of the petitioner is that the petitioner Md. Abdul Hamid was previously General Secretary of Shyampur Sugar Mills Ltd. Employes Union (Regn. No. Raj-B-1204) and he was collusively managed to be defeated by one vote in the General Election held on 1.3.03 and O. C. Suit No. 10/03 was filed in the Assistant Judge Court, Badargonj and against the order of injunction Misc. Appeal Case No. 9/03 was filed and also Civil Revision No. 2111/03 was filed in the Hon'ble High Co. Division. It is specifically asserted by the petitioner that while he was C. I. C. Helencha Centre he prayed for earned leave for his physical illness which is

submitted to the Controlling Officer/Departmental Head on 4.6.03 for the period of 5.6.03 to 4.7.03 and that the petitioner left his service station for medical treatment and he was under ... ...atment of Neoro Specialist Mr. Ahsan Ullah at Dhanmondi. That the petitioner was physically unfit for his severe pain and because of his physical inability he prayed for extension of earned leave. That the petitioner Abdul Hamid joined in his service station on 11.11.03 at Helencha Centre after recovery from physical illness but the O. P. Authority with malafide intention collusively dismissed the petitioner from service on 15.11.03 by his Memo No. Shyasumi/Prosha: (Sangsthapon)/Gha-3139 U/S 17(3) of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965 which is received by the petitioner on 22.11.03. That the petitioner submitted the grievance petition by registered post on 30.11.03 in favour of the O. P. No. 1 against the motivated and unlawfully dismissal order. But the Managing Director neither reinstead the petitioner in his service nor issued any reply to his grievance petition. Hence this case is filed for reinstatement in his service with back wages setting aside the dismissal order dated 15.11.03. The specific case of the O. P. is that the petitioner Md. Abdul Hamid is disloyal and order violating employee from the beginning of his service life and he was several times asked to show cause for his misconduct in different Memos. That the petitioner filed leave petition on 4.6.03 for his medical treatment for illegal form 5.6.03 to 4.7.03 without enclosure of Medical certificate and recommendation of Mill Doctor. That the petitioner unauthorisedly remaind absent in the service station and the petitioner is directed by the O. P. Authority to join in his service station but the petitioner kept himself absent unlawfully. That the petitioner sent petition of application for extension of leave by registered post on 13.7.03 from 5.7.03 to 16.7.03 which is received by the O. P. Authority on 15.7.03. That the O. P. Authority by his Memo No. Ga-2144 dated. 26-7-03 directed the petitioner to join in his service station within 3 days but the pertitioner neither joined in his service nor filed any reply to the authority and he kept himself absent in his service station for longtime upto 10-11-03. That the O.P. Authority directed the petitioner to join in his service station by letter sereval times and also by issuing paper Notification in 'The daily Akhira" dated 28-10-03 and within "The dainic Ittefac` on 3-11-03 within 10 days of notification but the petitioner finally joined on 11-11-03 without explanation of his show cause and that the petitioner did not file any medical certificatet and necessary papers to the O.P. That the petitioner willfully violated the orders of the aurhotity and for his long absence and misconduct the petitioner is lawfully dismissed by the O.P. Authority Vide Memo No. Gha-3139 dated 15-11-03. That the petitioners case is barred by limitation and not maintainable in the eye of law. Hence, the petitioner"s case is liable to be dismissed.

To prove the respective cases of the parties the petitioner side adduced P. N.1 Md. Abdul Hamid the petitioner himself as oral evidence and the O.P. side cross examined him. That the petitioner brought the documets into exhibits as 1,22 (ka)-

2(Gha), 3,3 (ka), 4, 4(ka), 5,5 (ka), b, b (ka), 7, 8, 5 and 6. That the O.P. 2nd party examined D.h. 1 Md. Farid Hossain Bhuiyan. Assistant Manager (personnel), shyampur sugar Mills Ltd. Rangpur as oral evidence and the petitioner cross examined him and brought the documents into exhibits as ক,খ, গ,গ (১)-গ(৬), ঘ, ঘ (১)-ঘ(৩), ঙ, ঙ(১), চ, ছ, জ, জ(১) ও ঝ। Admittedly the petitioner Md. Abul Hamid filed an application for earned leave exbt. Ga accompanied with medical cerificate from outsider Medical Doctor Md. Abdul Rashid on 4-6-03 for leave period from 5-6-03 to 4-7-03 which is recommended by the Assistant Manager (Extension) and received by the Departmental Head on 18-6-03 on the ground of physical illness and that it is also admitted that the pettioner Abul Hamid also prayed first extension of leave on 4-7-03 from 5-7-03 to 16-7-03 by Exbt. Ga(3) which is received by the O.p. Authority on. 14-7-03 and that the pettioner also by registered post (Exbt. Ga(5) sent second extension of leave petition upto 27.-10-03 which is received by the O.P. Authority on 7-9-03. There is also no denial of the fact that the petition Md. abdul Hamid joined in his service of C.I.C. by Exbt.Cha joining letter on 11-11-03 at helencha Centre before the date of aggrieved dismissal order dated 15-11-03 by o.p. No. 1 Vide Memo No. shyasumi/prosha: (Sangsthapon)/Gha-3139 and that it appeares from the joining letter Exbt. Cha is received by the assistant Manager (Extension) and his Departmental Head on 12-11-03 and 13-11-03 which is order to be placed before the Managing Director. But no final order is made by the Managing Director on the joining letter. on the contrary the o.p.No. 1 Managing Director, Shyampur sugar Mills Ltd. passed the aggrieved dismissal letter on 15-11-03 vide Memo No. Gha-3139 which is marked exhibit-1 filed by the petitioner and Exbt. Chha filed by the o.p. side. That the petitioner challenged dismissal order as unlawful, malafide and prayed for reinstatement in his service with back wages setting a side the dismissal order.p.w. 1 Md. Abdul Hamid C.D.A. and petitioner himself corroborated the allegations of this case in chief and also added that he submitted earned leave petition to his Departmental Head from 5-6-03 to 4-7-03 and at the last part of the leave his illness deteriorated and forwarded extension of leave petition to the Authority. He also added in chief that he took the financial help from his colleagues for his treatment and finally he joined on 11-11-03 in his service place. But he received unlawful dismissal order of the Authority on 22-11-3/ from which he came to know that he was dismissed on 15-11-03 vide Memo No. Gha-3139. That he submitted grievance petition by registered post on 30-11-03. That the o.p. Authority illegally and unlawfully dismissed him for his trade union activities with malafide intention. But he frankly admits in cross that he was C.B.A. for about 5 years of the trade union and that his leave address was his permanent village home. He also frankly admits in crose that he failed to join in his service station at the expiry of his earned leave. p.w. 1 petitioner himself admits in cross that he can not say Assistant Manager (Extension) whether reported to the Higher Authority for his not joining at the expiry of the leave. He also can not say that the o.p. Authority by his memo No. 1928 dated 16-10-03 issued final notice for his joining in the service station and that he can not

say whether the authority issued paper notification for his joining within 10 days. He did not receive any show cause notice from the Authority. p.w. 1 Md. Abdul Hamid petitioner himself frankly admits in cross that he was under the treatment of local physician from 5-6-03 and he was under the treatment of doctor Mokarrom Hossain and Abdul Rashid and thereafter he was under treatment at Dhaka from 9-6-03 to 7-11-03. He frankly admits in cross that he send greivance petition by registered post on 10-11-03. He also frankly admits in cross that he as C.B.A. of the trade union picked up enemity and conflicts with the Managing Director of the sugar Mill. D.W.1 Md. Farid Hossain Bhuiyan Assistant Manager (personnel), shyampur sugar Mills Ltd. Rangpur deposed on behalf of the o.p. Authority and corroborated the case of the written statement. But he frankly admits in cross that there is no mention of approved leave of the petitioner in the dismissel ordered and there is no mention of consultation of the petitioners personal fils. D.W.1 Assistant Manager (personnel) admite in cross that the petitioner submitted the extension of leave petition upto 27-10-03 on the ground of illness but the Mill Authority directed the petitioner to join in his service station and to appear before the Mill Doctor for examination.D. W.1 Md. Farid Hossain Bhuiyan also frankly admits in cross that no direction is issued to the petitioner on 11-11-03 after joining of the petitioner and that the final approval of the earned leave is passed by the Managing Director of the Mill. He also frankly admits in cross that the peme of name of Abdul Hamid is found in the serial No. 3 of the Hajira khata Exbt 6.6(ka) where the petitioner is found on earned leave from 5-6-03 to 19-6-03 and from Exbt. 8 salary Register on behalf of the petitioner someone received the salary of june/2003. Admittedly the petitioner Abdul Hamid was previously C.B.A. and General Secretary of shyampur sugar Mills sramik union more than one term and he was not C.B.A.for the term of the order of dismissal. It is admitted by appconed from Exbts. 4,4(ka) that the petitioner filed other Suit No. 10/03 wherein the petitioner got order of stay from handing over the charge to the newly elected C.B.A. and that opposite side filed Misc. Appeal No. 9/03 which is disallowed by the joint dist. judge, Rangpur on 13-10-03 and that admittedly the order of stay in handing over the charge is stayed by the Hon'ble High Court Division, Supreme Court of Bangladesh, and that the petitioner is defeated in the C.B.A. election result on 7-2-05. D.W.1 Farid Hossain Bhuiyan added in chief that the Mill Authority has not victimized the petitioner and did not act unlawfully or malafide. It appears from Exbt. Ga filed by the O.p. Authority that the pertitioner's earned leave petition is recommended by the Controlling officer Assistant Manager (Extension) for granting earned leave from 5-6-03 to 4-7-03 which is not actually granted by the Managing Director vide order Exbt. Ga (1) by which the final authority Managing Director directed the petitioner Abdul Hamid to appear before the Mill Doctor for opinion and to regularize the leave. It appears from Exbt. Ga(2) the report of the Controlling officer Assistant Manager(extension) dated 9-7-03 that the petitioner Abul Hamid C.I.C.of Helencha Centre was in earned leave from 5-6-03 to 4-7-03 and the petitioner did not join on 5-7-03. But the Exbt ga(3) filed by the

o.p.authority itself shows that the petitioner has already prayed for extension of earned leave upto 16-7-03 and also upto 27-10-03 by Exbt. Ga(5) It appears from Exbt. Ga(4) that the Managing Director by his Memo No. shyasumi/prosha(Sangsthepon)/Ga-2041 dated 14-7-03 directed the petitioner to joinin his place of posting and by Exbt. Gha dated 23-7-03 the managing Director again directed the petitioner to join in his place of posting. That the O .P. managing Director shyampur sugar MILLs Ltd. Rangpur by exbt. Gha(1) issued final notice which is published in the "Daily ittefaque" on 3-11-03 by exbt. Gha(2) and also another paper notification published in the"Daily Akhira" Rangpur on 28.-10-03 by exbt. Gha(3). But it appears from exbt. Chha that the managing director himself dismissed the petitioner Md. Abdul Hamid from service from 15-11-03. But the Managing Director himself did not pass any order on the joining report on 11-11-03 vide exbt. Cha. It appears from exbt. Cha that the petitioner Abdul Hamid did not explain in response to his show cause notice by the Authority for his long absence from 5.7.-3 to 10-11-03 and that he did not file any fitness certificate along with the joining report exbt. gha it appears from exbts. 2, 2(ka)-2(Gha) and 3 filed by the petitioner that the petitioner submitted grievance petition by registered post on 30-11-03 against the aggrieved dismissal order dated 15-11-03 and that exbts. 2, 2(ka) are the postal receipts corroborate that the grievance patition is registered on 30-11-03 and exbts. 2(Ga), 2(Gha) are the acknowledgement receipts of the grievance petition by the o.p. Authority. The Ld. Lawyer of the o.p. 2 nd party argued that the petitioner falied to fulfil the requirement of section 25(1)(a) and did not submit his grievance petition within 15 days and subsequently his conplaint petition u/s 25(1) (b) of the s.o. Act was not legally maintainable. But it appears from the above recorded ovidences that p.w. 1 Md. Abdul Hamid stated in chief corroborating the plant that/he received the aggreived dismissal order of the o.p. Authority on 22-11-03 from which he came to know that he was dismissed on 15-11-03. He submitted the greivance petition Exbt. 2 by registered post on 30.-11-03 vide exbts. 2(ka) 2(kha) postal receiptss/and that the grievance petition by the petitioner is submitted by registered post on 30-11-03 within 15 days from the date of knowledge from 22-11-03 or from the dats of dismissal from 15-11-03 and that the mandatory provision of section 23(1) (a) of the s.o. Act is lawfully complied with and that this petitioner filed this case on 22-12-03 within the provision of section 25(1)(b) of the employment of labour (standing orders) Act, 1965. Hence the petitioner has filed this case within the time of limitation and this case is maintainable u/s 25 of the employment of labour (standing orders) Act, 1965. It appears from the above oral and documentary evidences that admittedly the o.p. 2nd party dismissed the petitioner Md. Abdul Hamid on 15-11-03 from his service of C.I.C. at Helencha centre 4 days after his joining in his service. It is admitied that the petitioner Abdul Hamid filed an application of earned leave with Madical certificate on 4-6-03 from 5-6-03 to 4-7-03 on the ground of his physical illness and that the controlling officar recommended his earned leave which is received by the departmental head on 18-6-03. From exbts. Ga(3) and Ga(5) the petitioner

forwarded two petitions for extension of earned leave to the Authority upto 27-10-03 and that the petitioner failed to join in his service on 28-10-03 to prove the ground of physical illness as stated in the plaint, the petitioner Abdul Hamid filed two Madical Certificates (exbts.5. 5(ka), one by Medical officer dipok kumar mondal, BSFIC, Shyampur, Rangpur and another by Doctor Ataur Rahman Talukder, Senior Deputy chief Medical officer, BSFIC, Head Quarter, Dhaka which are not formally proved by the concerned Doctors. But these Documents show that refernces were made to professor Ahsan Ullah for treatment. It is found from exbt. Ga that the application for earned leave of the petitioner is received by the Departmental Head on 18-6-03. But the managing director vide exbt. Ga(1) passed the order about the earned leave on 29-6-03 vide Memo No. 1908. which is not within the provision of section 5(2) of the employment of labour (standing orders) Act, 1965. It was the duty of the petitioner to satisfy the authority for granting the earned leave but the Authority should passd the order of dissatisfaction within a week of his submission or 2 days prior to the commencement of leave applied for in this case the petitioner Abdul Hamid has also failed to join his service within the extended period and finally he joined on 11-11-03 and the petitioner was present in monthly meeting on. 12-11-03 vide exbt 7. That from the hajira khata exbt.6, 6(ka) the patitioner is found on earned leave from 5-6-03 to 19-6-03 and from exbt. Ga(1) the report of the Assistant Manager (extension) dated 9-7-03 the petitioner Abdul Hamid is found on earned leave from 5-6-03 to 4-7-03 and subsequently there were two applications for extension of earned leave upto 27-10-03 by exbt. Ga(3) and Ga(5) and that by exbt. Ga(4) and Gha the Managing director actually directed the petitioner to join in his service and regularize the leave in consultation with the Mill Doctor and admittedly the petitioner finally joined on 11-11-03. It is found from the evidences that the Managing director did not consult the personal file and the length of service of the petitioner in the final order of his dismissal from service. As a result the aggrieved order of dismissal appears harsh and major in nature. It is no doubt that the petitioners duty was to satisfy the Authority by filing the application for granting of total period of earned leave from 4-6-03 to 10-11-03 with Medical Certificate and fitness certificate. But the petitioner failed to satisfy the Authority no doubt. But the penalty imposed upon the petitioner was highest, grave and major in nature and the matter of earned leave should be leniently disposed of as per provision of the leave ruless and that the management could imposed on him other kind of penalty leniently considering his length of service. In view of the above we are inclined to hold that the petitioner may be given one more chance for his future rectification and at the same time he may be also penalised reasonably for his unauthorized leave. Accordingly, we are of the opinon that the petitioner may be reinstated in service but without any wages. The Ld. Members are consulted. It is, accordingly,

ORDERED

That this Complaint case be allowed in part on contest against the o.p. No. 1 and exparte against other without costs. That the order of dismissal of the petitioner from service dated 15-11-03 vide memo no. shyamumi/prosha (sangsthapon)/Gha 3139 passed by the o.p.No. 1 is hereby set aside and the 2nd party is directed to reinstate the petitioner in service without any back wages. The petitioner is warned to be careful and is advised to display good conduct in future in his service.

The o.p. second party is directed to implement this decision within 30(thirty) days.

Md. Abdus samad
chairman,
Labour Court, Rajshahi.

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ,
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

পি, ডাব্লিউ, মামলা নং ৬০/২০০৫

মোঃ আবুল কাসেম, পিতা মৃত তছির উদ্দিন, পরিদর্শক (ভারপ্রাপ্ত), বর্তমানে গংগাচর ইউ,সি,সি,এ, লিঃ, গংগাচড়া, রংপুর। স্থায়ী ঠিকানাঃ-নীলক চন্ডী, ডাক-বুড়িরহাট ফার্ম, থানা গংগাচড়া, রংপুর—**দরখাস্তকারী।**

বনাম

১। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, রংপুর পক্ষে উপ-পরিচালক,

২। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, পোঃ, থানা ও জেলা- রংপুর,

৩। উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার, বি,আর,ডি,বি, গংগাচড়া, রংপুর——**প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধিগণঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ৯ তাং ১৮-৭-০৫

অদ্য মামলাটি রক্ষণীয়তা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। নথি রক্ষণীয়তা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে প্রতিপক্ষ ফিরিস্তিমূলে ৬ দফা কাগজ দাখিল করিয়াছেন। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী ফিরিস্তিমূলে ৭ দফা কাগজ দাখিল করিয়াছেন।

মামলাটির রক্ষণীয়তা (মেইনটেইনেবল) সংক্রান্ত উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীবৃন্দের বক্তব্য শ্রবণ করা হইল এবং দাখিলী কাগজাদি পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল।স্বীকৃত মতেই বাদী মোঃ আবুল কাশেম, পরিদর্শক, গংগাচড়া উপজেলা সেন্ট্রাল কো-অপরেটিভ এসোশিয়েশন লিঃ, রংপুর ১৯৩৬ সনের, মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২)(৩) ধারা মোতাবেক পাওনা মজুরী বাবদ ৩,৩৬,৯৪৩.৭০ টাকা আদায়ের আদেশ পাইবার জন্য মামলাটি আনয়ন করিয়াছেন। ইহা আরও স্বীকৃত যে, বাদী আবুল কাশেম গংগাচড়া উপজেলা সেন্ট্রাল কো-অপরেটিভ এসোসিয়েশন লিঃ এর পরিদর্শক এবং ৩ নং প্রতিপক্ষ উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার, বি,আর,ডি,বি গংগাচড়া, রংপুর কর্তৃক ১৭-৫-০৪ তারিখের ২৫২ নং স্মারকমূলে ৪টি শর্ত সাপেক্ষে বাদীর পুনর্বহাল আদেশ হয়। সচলতার শুনানীকালে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী এইরূপ নিবেদন করেন যে, বাদী মোঃ আবুল কাশেম বি,আর,ডি,বি, এর নিয়ন্ত্রাধীন সমবায় সমিতির পরিদর্শক হওয়ায় তিনি একজন সরকারী কর্মচারী এবং শ্রমিক না হওয়ায় শ্রম আদালতে তাহার মামলায় প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন এবং বাদী সমবায় সমিতি আইনের ৫০(ক)(খ) ধারায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় উক্ত আইনের ৫০ (৩) (৪) ধারা মোতাবেক বিভাগীয় পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তি যোগ্য ছিল। কিন্তু উক্ত বিভাগীয় পদ্ধতি অনুসরণ না করায় মজুরী পরিশোধ আইনে, মামলাটি রক্ষণীয় নহে। অপরদিকে বাদীর পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী এইরূপ নিবেদন করেন যে, বিভাগীয় কার্যক্রম প্রতিপালন না করেই বাদীর মজুরী পাওনা বঞ্চিত করা হইয়াছে এবং মজুরী পরিশোধ আইনে বাদী আইন ও ন্যায়তঃ মজুরী আদায়ের আদেশ পাইবার হকদার। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীবৃন্দের বক্তব্য ও সংশ্লিষ্ট আইন পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, বাদী মোঃ আবুল কাশেম ৩ নং প্রতিপক্ষ উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার, বি,আর, ডি,বি, গংগাচড়া, রংপুরের নিয়ন্ত্রণাধীন গংগাচড়া উপজেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ এসোসিয়েশন লিঃ এর পরিদর্শক এবং সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি এবং সেই দৃষ্টিকোন থেকে বাদী একজন পাবলিক সার্ভেন্ট বিবেচিত হয় এবং বাদী শ্রমিক (ওয়ার্কার এর সংজ্ঞায় পড়ে না। আইনের দৃষ্টিতে ওয়ার্কার এর সংজ্ঞায় না পড়ায় মজুরী পরিশোধ আইনের আওতায় শ্রম আদালতে প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন। তাছাড়াও বাদী সমবায় সমিতি আইনের ৫০(৩)(৪) ধারা মোতাবেক বিভাগীয় ব্যবস্থা হিসাবে নিবন্ধক রেজিস্ট্রারের নিকট বিরোধ নিষ্পত্তীর আবেদন করেন নাই বা তৎ পরবর্তীতে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট ও প্রতিকার গ্রহণ করিতে পারিতেন। বর্ণিত কারণাধীনে বাদী পরিদর্শক,ইউ,পি,সি,এ,লিঃ সরকারী সংস্থায় ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব নিয়োজিত থাকায় পাবলিক সার্ভেন্ট গন্য হওয়ায় এবং শ্রমিকের সংজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত না থাকায় মজুরী পরিশোধ আইনের অত্র ফোরামে বাদীকে আইনতঃ প্রতিকার দেওয়া যায় না এবং বাদীর মামলাটি অত্র আকারে সচলযোগ্য নহে মর্মে অত্র আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সুতরাং বর্ণিত কারণাধীন অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে,অত্র পি,ডাব্লিউ, মামলাটি অত্রাকারে শ্রম আদালতে সচলযোগ্য নহে বিধায় প্রতিপক্ষের দরখাস্তটি মঞ্জুর করা হইল।

অতএব, ইহাই দোতরফা শুনানীতে,

আদেশ হইল যে,

বাদীর অত্র পি, ডাব্লিউ, মামলাটি অত্রাকারে সচলযোগ্য/রক্ষণীয় (মেইনটেইনেবল) না হওয়ায় খারিজ করা হইল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

পি, ডাব্লিউ, মামলা নং ৮/২০০৪

মোঃ হানিফ সরদার, ফিটার-বি, যান্ত্রিক সরঞ্জাম কারখানা (উৎপাদন) নাটোর রোর্ড, পুরান বগুড়া, বগুড়া স্থায়ী ঠিকানা পিতা মোঃ মৌজে আলী সরদার, সাং ও পোস্ট, দক্ষিণ মানপাশা, থানা ও জেলা ঝালকাঠি——**দরখাস্তকারী।**

বনাম

১। নির্বাহী প্রকৌশলী, যান্ত্রিক সরঞ্জাম বিভাগ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নাটোর রোড, পুরান বগুড়া, বগুড়া।

২। প্রধান প্রকৌশলী, খাস পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ৪১০/৪১৬ তেজগাঁও, ঢাকা ১২০৮——**প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধিঃ ১। জনাব দুলাল চন্দ্র কুন্ডু, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ১৪ তাং ২০-৭-০৫

অদ্য মামলাটি এক তরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীকে দরখাস্ত দ্বারা মামলাটি প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করিয়াছেন। প্রতি পক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। নথি পেশ করা হইল।

মামলাটি উটাইয়া লইবার দরখাস্তের পোষকতার পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ হানিফ সরদারের জবানবন্দী গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হইল। রেকর্ডকৃত জবানবন্দী আরজী ও মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্ত পর্যলোচনা করিয়া দেখিলাম। জবানবন্দী ও দরখাস্ত দৃষ্টে প্রতিয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী মামলাটি পরিচালনা করিবেন না। এবং উটাইয়া লইতে ইচছুক। সুতরাং দরখাস্তকারীকে স্বেচ্ছায় মামলাটি উঠাইয়া লইবার অনুমতি দিতে কোন আইনগত বাধা নেই মর্মে অত্র আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বর্ণিত কারনাধীনে দরখাস্তকারীর মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তটি মঞ্জুর হয়।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

দরখাস্তকারীকে অত্র পি,ডব্লিউ, মামলাটি উঠাইয়া লইবার অনুমতি দেয়া গেল এবং তৎসহ মামলাটি নিস্পত্তি করা হইল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ,
সার্কিট কোর্ট, বগুড়া।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী,

পি, ডাব্লিউ, মামলা নং ৪/২০০৫

মোঃ আজহারুল ইসলাম, পিতা মোঃ মজিবর হোসেন, সাং ভুটফাকুটি চৌড়া, থানা গংগাচড়া, জেলা রংপুর——দরখাস্তকারী।

বনাম

১। আসলাম বেকারী এন্ড কনফেকশনারী পক্ষে মোঃ সামাদ মিয়া।

২। মোঃ সামাদ মিয়া, মালিক আসলাম বেকারী এন্ড কনফেকশনারী, উভয়ের ঠিকানাঃ সাং বুড়ীর হাট, ডাক বুড়ীর হাঠ, থানা কোতয়ালী , জেলা রংপুর——প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিঃ ১। জনাব মোঃ সাইফুর রহমান খান রানা, দরখাস্তকারী পক্ষে আইনজীবী।

২। জনাব আবু মোহাম্মদ সেলিম, প্রতি পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ৯ তাং ২৭-৭-০৫

অদ্য মামলাটি চুড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর কোন তদ্বিরাদী নাই। প্রতি পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছে। নথি চুড়ান্ত শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

দরখাস্তকারী পক্ষ কোন হাজিরা দাখিল করেন নাই। দরখাস্তকারী মোঃ আজহারুল ইসলাম পুনঃ পুনঃ ডাকিয়া পাওয়া গেলনা। দরখাস্তকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী মামলা পরিচালনায় তাহার মক্কেলের কোন instruction নাই মর্মে অত্র আদালতকে মৌখিকভাবে অবহিত করেন এবং কোন তদ্বিরাদী গ্রহণ করেন নাই। রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, পূর্বের তারিখেও খরচাসহ সর্বশেষ বারের মত সময়ের প্রার্থনা করা হইয়াছিল। সুতরাং দরখাস্তকারী পক্ষ মামলাটি পরিচালনায় ইচ্ছুক নহেন মর্মে দেখা যায় এবং তাহার গুরুত্বর গাফেলতির কারণে মামলাটি খারিজ যোগ্য মর্মে আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র পি, ডাব্লিউ, মামলাটি দরখাস্তকারীর গাফেলতি ও ত্রুটির কারণে তাদ্বিরাদির অভাবে খারিজ dismissed for default হয়।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী,

পি, ডাব্লিউ, মামলা নং ১২/২০০৪

১। মোঃ দুলাল মন্ডল, পিতা মৃত আফিম মন্ডল, লেবার সর্দার, শ্রমিক, মির্জাপুর খাদ্য গুদাম

২। মোঃ হানিফ সেখ, পিতা মৃত সোনা উল্যা সেখ, লেবার——ঐ

৩। মোঃ সঞ্জু প্রাং, পিতা মৃত গাম্বু প্রাং, লেবার——ঐ

৪। মোঃ মজিবর রহমান সেখ, পিতা মৃত আবদুল সেখ, লেবার——ঐ

৫। মোঃ চান মিয়া সেখ, পিতা মোঃ সোহরার আলী সেখ, লেবার——ঐ

৬। মোঃ মগর আলী প্রাং, পিতা মোঃ মজিবর প্রাং, ——ঐ

৭। মোঃ খইচমন্ডল, পিতা মৃত কাঞ্চা মন্ডল, ——ঐ

৮। মোঃ আবদুল খালেক সেখ, পিতা মোঃ নুরু সেখ, ——ঐ

৯। মোঃ মোজাব আলী খন্দকার, পিতা মৃত ইসমাইল আলী খন্দকার——ঐ

১০। মোঃ হাচেন আলী আকন্দ, পিতা মৃত ইদ্রিস আলী আকন্দ——ঐ

১১। মোঃ সোহরাব আলী সেখ, পিতা মৃত ফয়েজ উদ্দিন সেখ——ঐ

১২। মোঃ শ্রী দিগেন সরকার, পিতা মৃত ধীরেন সরকার——ঐ

১৩। মোঃ মোঃ সোনাউল্যা আকন্দ, পিতা মোঃ আজাহার আকন্দ——ঐ

১৪। মোঃ টুকু মন্ডল, পিতা খইচ মন্ডল——ঐ

১৫। মোঃ মোঃ হবিবর রহমান আকন্দ, পিতা মৃত মফিজ আকন্দ——ঐ——**দরখাস্তকারীগণ।**

বনাম

১। সৈয়দ জাকির হোসেন, প্রোঃ, সৈয়দ জাকির হোসেন, পিতা মৃত শাহজাহান আলী, শ্রম ও চালনা হ্যান্ডলিং ঠিকাদার, মির্জাপুর খাদ্য গুদাম, সাং তালোড়া বাজার, পোঃ তালোড়া, থানা দুপচাঁচিয়া, জেলা বগুড়া।

২। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বগুড়া।

৩। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মির্জাপুর খাদ্য গুদাম, মির্জাপুর, বগুড়া——**প্রতিপক্ষগণ।**

প্রতিনিধিগণঃ ১। জনাব চিত্ত রঞ্জন বসাক, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ১৩ তাং ১৭-৮-০৫

অদ্য মামলাটি পরবর্তী সাক্ষী পরীক্ষার জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। নথি পেশ করা হইল। দরখাস্তকারীর তলবী মতে আবু হানিফা কাগজ দাখিল করিয়াছেন। পরবর্তীতে সাক্ষী আবু হানিফা হাজিরা দাখিল করিয়াছে।

একতরফা সূত্রে ইতিপূর্বে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ সঞ্জু প্রামানিক ৩ নং দরখাস্তকারীর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে এবং কাগজাদি একিজবিট ১,২, ২(ক), ৩-৫ প্রমাণে এসেছে এবং পি, ডাব্লিউ-২ মোঃ আবু হানিফা, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সান্তাহার বিএডিসি খাদ্য গুদামের অসম্পূর্ন সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে এবং কাগজাদি একিজবিট-৬, ৬(ক)-৬(গ) ও ৭ হিসাবে প্রমাণে এসেছে। অদ্য রেকর্ড পরবর্তী সাক্ষী পরীক্ষার জন্য লওয়া হইল। হলফনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডাব্লিউ-২ মোঃ আবু হানিফা এর অসম্পূর্ন সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হইল এবং কাগজ আলেখ্য-৮ হিসাবে প্রমাণ চিহ্নিত হইল। রেকর্ড আদেশের জন্য লওয়া হইল। রেকর্ডকৃত পি, ডাব্লিউ-১ ও ২ এর সাক্ষ্য ও একিজবিটকৃত কাগজাদি ও আরজি পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল এবং বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য শ্রবণ করা হইল। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য, রেকর্ডকৃত সাক্ষ্যদ্বয়ের জবানবন্দী, আরজি ও একিজবিটকৃত কাগজাদি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী ১—১৫ নং শ্রমিকগণ ১নং প্রতিপক্ষ সৈয়দ জাকির হোসেন ঠিকাদারের অধীনে একিজবিট-১, ২৩-৮-২০০৩ তারিখের সম্পাদিত চুক্তিপত্রের মাধ্যমে ২ ও ৩ নং প্রতিপক্ষের নিয়ন্ত্রনাধীন মির্জাপুর খাদ্য গুদামে শ্রম ও চালনা হ্যান্ডলিং (মালামাল উঠানামা) কাজের জন্য উক্ত গুদামের ২০০৩-২০০৪ এবং ২০০৪-২০০৫ সালের ঠিকাদারী কাজের চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হন এবং প্রতিপক্ষ ঠিকাদারের অধীনে সর্বমোট ৯৩১৪.৯৯৪ মেট্রিক টন কাজ সম্পাদন করেন এবং দাবীকৃত মজুরী পাওনা সর্বমোট দাঁড়ায় ১,৪৮,০৭৮/৭৩ টাকা। তন্মধ্যে পরিশোধিত টাকা বাদে বক্রী ১,১০,২২৮.৭০ টাকা দাবী করেছেন এবং তদমর্মে পি,ডব্লিউ-১ মোঃ সঞ্জু প্রামানিক ৩ নং দরখাস্তকারী ও পি,ডব্লিউ-২ মোঃ আবু হানিফা, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,মির্জাপুর খাদ্য গুদাম (বর্তমানে .....পি,ডব্লিউ সি খাদ্য গুদামে কর্মরত) সাক্ষ্য দিয়া করোবরেট করেছেন এবং একিজবিটকৃত কাগজাদি ১—৮ প্রমাণে এনেছেন। একতরফা সূত্রে রেকর্ডকৃত সাক্ষ্য ও কাগজাদি দৃষ্টে দরখাস্তকারীগণের কাজের পাওনা বাবদ পরিশোধিত বাদ বক্রী ৭৫২০.০৯০ মেট্রিক টন কাজের বিপরীতে দরখাস্তকারী-শ্রমিকগণের প্রতিপক্ষ ঠিকাদার সৈয়দ জাকির হোসেনের নিকট হইতে বক্রী পাওনা টাকার পরিমান দাঁড়ায় ১,১০,২২৮.৭৩ টাকা এবং তৎপ্রেক্ষিতে দরখাস্তকারীগণ প্রতিপক্ষগণ বরাবর একিজবিট-২, ২(ক) মূলে দাবী দাওয়া ও উপশ্রম পরিচালক, বগুড়া বরাবর একিজবিট-৩ ও ৪ মূলে শালিশ বৈঠকের আবেদন করেছিলেন। একিজবিট-৫ দৃষ্টে দরখাস্তকারীগণ ১নং প্রতিপক্ষ সৈয়দ জাকির হোসেন ঠিকাদারের অধীনে শ্রমিক তালিকাভুক্ত দেখা যায় একিজবিট-৬, ৭ ও ৮ দৃষ্টে প্রতিয়মান হয় যে, দরখাস্তকারীগণের সম্পাদিত ৭৫২০.০৯০ মেট্রিক টন কাজের বিল ঠিকাদার দাখিল করেন নাই। ২ ও ৩ নং প্রতিপক্ষের দাখিলী জবাব ও পি, ডাব্লিউ-১ ও ২ এর সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিয়া একতরফা সূত্রে তাহাদের মামলা প্রমাণিত হওয়ায় এবং দরখাস্তকারীগণ ১,১০,২২৮.৭০ টাকা প্রতিপক্ষের নিকট থেকে আদায়ের আদেশ পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন।

অতএব

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র পি, ডাব্লিই, মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। দরখাস্তকারীগণের বক্রী মজুরী পাওনা বাবদ ১,১০,২২৮.৭৩ টাকা ১ নং প্রতিপক্ষ

সৈয়দ জাকির হোসেন, ঠিকাদারকে প্রদানের নির্দেশ দেওয়া গেল। প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত মোতাবেক দরখাস্তকারীগণের পাওনা ১,১০,২২৮.৭৩ টাকা ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরিশোধ করিবেন, অন্যথায় দরখাস্তকারীগণ মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(৫) ধারা মোতাবেক উক্ত টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত ও মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ
রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত ও মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

রায় প্রদানের তারিখ ঃ ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০০৫

পি, ডাব্লিউ, মামলা নং ৬/২০০০

এম, এ, জামসেদুর রহমান, সহকারী প্রধান পরিদর্শক (সাধারণ), কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, রাজশাহী বিভাগ, বগুড়া—দরখাস্তকারী।

বনাম

খোরশেদ আলম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওপেল বিস্কুট এন্ড ব্রেড ইন্ডাষ্ট্রিজ, মাহমুদপুর, সিরাজগঞ্জ—**প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব চিত্ত রঞ্জন বশাক, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা দরখাস্তকারী এম, এ, জামসেদুর রহমান, সহকারী প্রধান পরিদর্শক (সাধারণ), কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, রাজশাহী বিভাগ, বগুড়া কর্তৃক মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ও ১৬ ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ খোরশেদ আলম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওপেল বিস্কুট এন্ড ব্রেড ইন্ডাষ্ট্রিজ, মাহমুদপুর, সিরাজগঞ্জ এর নিকট হইতে উক্ত কারখানায় কর্মরত ২৭ জন শ্রমিকের কারখানাটি লে-অফ জনিত ছাঁটাই এ কারণে তাহাদের অর্জিত ছুটি, গ্র্যাচুয়িটি, নোটিশ পে ইত্যাদি বাবদ ১০,৩৬,৯৬১/৭০ টাকা তৎসহ ক্ষতিপূরণ বাবদ ২৫% অতিরিক্ত টাকা আদায়ের আদেশের নিমিত্তে অত্র পি, ডাব্লিউ, মামলাটি আনীত হইয়াছে। দরখাস্তকারী ২৭ জন শ্রমিকের নাম, প্রত্যেকের নামের বিপরীতে চাকুরীতে যোগদানের তারিখ, ১৯৯৯ সালে প্রাপ্য মূল মজুরী, চাকুরীর মেয়াদকাল, গ্র্যাচুয়িটি/ক্ষতিপূরণ, নোটিশ পে, অর্জিত ছুটি বাবদ পাওনা ও মোট পাওনার বিষয় উল্লেখপূর্বক পৃথক হিসাব বিবরণী মূল দরখাস্তের সংগে একাংশ পণ্যে সামিল রহিয়াছে।

দরখাস্তকারী পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই মর্মে যে, আরজির সংগে সংযুক্ত হিসাব বিবরণীতে উল্লেখিত শ্রমিক কর্মচারী আব্দুর রহমান, এনছাব আলী, হোসেন আলী সহ ২৭ জন ব্যক্তি প্রতিপক্ষ ওপেল বিস্কুট এন্ড ব্রেড ইন্ডাষ্ট্রিজ, মাহমুদপুর, সিরাজগঞ্জের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব খোরশেদ আলম এর অধীনে কর্মরত ছিলেন। প্রতিপক্ষের ওপেল বিস্কুট এন্ড ব্রেড ইন্ডাষ্ট্রিজ, মাহমুদপুর, সিরাজগঞ্জ প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ ঘোষিত হইলে উল্লেখিত শ্রমিক কর্মচারীগণ লে-অফ জনিত ছাঁটাই এর কারণে নোটিশ পে, গ্র্যাচুয়িটি/ক্ষতিপূরণ, অর্জিত ছুটি বাবদ পাওনা মজুরী পাইবার আইনতঃ হকদার। কিন্তু প্রতিপক্ষ আরজির সহিত সংযুক্ত হিসাব বিবরণী মতে পাওনাদি পরিশোধ করেন নাই। প্রতিপক্ষের নিকট হইতে উল্লেখিত শ্রমিক কর্মচারীগণ সর্বমোট ১০,৩৬,৯৬১/৭০ টাকা এবং তৎসহ ক্ষতিপূরণ বাবদ ২৫% অতিরিক্ত টাকা আদায়ের আদেশ পাইবার নিমিত্তে মামলাটি আনয়ন করিয়াছেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ খোরশেদ আলম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওপেল বিস্কুট এন্ড ব্রেড ইন্ডাষ্ট্রিজ, সিরাজগঞ্জ এক লিখিত জবাব দাখিল করিয়া দরখাস্তকারীর মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বলেন যে, দরখাস্তকারীর মামলাটি আইনতঃ সচলযোগ্য নহে, দরখাস্তকারী কর্তৃক মামলাটি দায়ের করিবার এখতিয়ার নাই, দরখাস্তকারীর আরজির দাবী মতে ১০,৩৬,৯৬১/৭০ টাকার দাবী মনগড়া ও কাল্পনিক। দরখাস্তকারী প্রার্থীত মতে প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন।

প্রতিপক্ষের জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষের অধীনে কর্মরত সকল শ্রমিক কর্মচারীগণের সমুদয় পাওনা পরিশোধ করা হইয়াছে এবং কাহারও টাকা পাওনা নাই। প্রতিপক্ষের ওপেল বিস্কুট এন্ড ব্রেড ইন্ডাষ্ট্রিজ কারখানাটি ১৯৯৯ সালের অক্টোবর মাসে বন্ধ হইয়া যাওয়ায় সকল শ্রমিককে পাওনা পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সাক্ষী হোসেন আলী ও আব্দুর রহমান ও তাহাদের পাওনা টাকা গ্রহণ করিয়াছেন। এমতাবস্থায় দরখাস্তকারীর মামলাটি হয়রানীমূলক ও মিথ্যাভাবে দায়ের হওয়ায় খরচাসহ ডিসমিস যোগ্য হইতেছে।

অত্র পি, ডাব্লিউ মামলাটি অত্র আদালতে ২৯-৫-২০০২ ইং তারিখে দোতরফা সূত্রে আংশিক মঞ্জুর হয় এবং রায়ের গর্ভে উল্লিখিত ২৩ জন শ্রমিকের মজুরী পাওনা বাবদ ৩,৭৫,৯৬৮/৮৩ টাকা প্রতিপক্ষকে প্রদানের আদেশ হয়। উক্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে পি, ডাব্লিউ, আপীল মামলা নং ৩৭/২০০২ লেবার আপীলেট ট্রাইবুনাল, ঢাকায় দায়ের হয় এবং উক্ত আপীল মামলার ৩১-১২-২০০৩ ইং তারিখের রায় ও আদেশমূলে মহামান্য উচ্চ আদালত পি, ডাব্লিউ (আপীল) মামলাটি মঞ্জুর করতঃ রায়ের দিক নির্দেশনা ও আইন মোতাবেক ফ্রেস সিদ্ধান্তের জন্য রিমান্ডে ফেরত আসে। অত্র আদালত রেকর্ডটি পুনঃ বিচারে প্রাপ্ত হইয়া অতিরিক্ত সাক্ষী পরীক্ষাসহ যুক্তি তর্ক শ্রবন করেন এবং রেকর্ড রায় প্রদানের জন্য গ্রহণ করেন। দরখাস্তকারীর পক্ষে মামলাটি প্রমানে পি, ডাব্লিউ-১ এনছার আলী, পি, ডাব্লিউ-২ জুড়ান শেখ, পি, ডাব্লিউ-৩ মনতাজ আলী, পি, ডাব্লিউ-৪ জামাল শেখ, পি, ডাব্লিউ-৫ আঃ হামিদ, পি, ডাব্লিউ-৬ মোঃ দেলবার, পি, ডাব্লিউ-৭ শরীফুল ইসলাম, পি, ডাব্লিউ-৮ আলম (১), পি, ডাব্লিউ-৯ আলী আকবর, পি, ডাব্লিউ-১০ হোসেন আলী, পি, ডাব্লিউ-১১ আবদুল মমিন, পি, ডাব্লিউ-১২ মোঃ সিরাজুল, পি, ডাব্লিউ-১৩ মোঃ শুকুর আলী, পি, ডাব্লিউ-১৪ মোজাম্মেল হক, পি, ডাব্লিউ-১৫ সোবহান শেখ, পি, ডাব্লিউ-১৬ জামসের, পি, ডাব্লিউ-১৭ মোঃ রফিক, পি, ডাব্লিউ-১৮ মোঃ কাইয়ুম, পি, ডাব্লিউ-১৯ আনোয়ার হোসেন, পি, ডাব্লিউ-২০ আঃ রশিদ, পি, ডাব্লিউ-২১ দরখাস্তকারী জামসেদুর রহমান মোট ২১ জন মৌখিক সাক্ষী পরিক্ষিত হয় এবং দালিলিক কাগজাদি এক্সিবিট ১-৮,

৮(১) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। প্রতিপক্ষে পি, ডাব্লিউ-১ বেনজির আহমেদ, ম্যানেজার, ওপেল বিস্কুট এন্ড ব্রেড ইন্ডাষ্ট্রিজ, সিরাজগঞ্জ, ডি, ডাব্লিউ-২ মোঃ খোরশেদ আলম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওপেল বিস্কুট এন্ড ব্রেড ইন্ডাষ্ট্রিজ, সিরাজগঞ্জ এবং ডি, ডাব্লিউ-৩ মোঃ সিরাজুল ইসলাম, প্রতিপক্ষের ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরী এন্ড ইলেকট্রিক প্রিন্টিং প্রেস লিঃ এর ম্যানেজার মোট ৩ জন মৌখিক সাক্ষী পরীক্ষিত হয় এবং প্রতিপক্ষে দাখিলী কাগজাদী এক্সিবিট-ক, খ, খ(১), গ, গ(১), গ(২), ঘ, ঘ(১), ঘ(২), ঙ, ঙ(১), চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ঠ(১), দ, ধ, ন, প, প(১) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হইয়াছে।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ

(১) দরখাস্তকারীর অত্র মামলাটি কি আইনতঃ সচলযোগ্য ও রক্ষণীয়?

(২) দরখাস্তকারী কর্তৃক দাবী মতে আরজির সহিত সংযুক্ত ২৭ জন শ্রমিকের পাওনার হিসাব বিবরণী মোতাবেক প্রতিপক্ষের ওপেল বিস্কুট এন্ড ব্রেড ইন্ডাষ্ট্রিজ কারখানাটি লে-অফ জনিত কারণে দাবীকৃত ১০,৩৬,৯৬১/৭০ টাকা প্রতিপক্ষের নিকট হইতে কি আদায়ের আদেশ পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন।

(৩) আরজির সহিত সংযুক্ত হিসাব বিবরণীতে উল্লিখিত শ্রমিকগণ দাবীর অতিরিক্ত ২৫% ক্ষতিপূরণের টাকা কি আইনতঃ পাইবার হকদার ?

(৪) দরখাস্তকারীর দাবীকৃত মতে শ্রমিকগণ কি মজুরী পাওনা বাবদ ১০,৩৬,৯৬১·৭০ টাকা আদায়ের আদেশ পাইবার হকদার হইতেছেন।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিবেচ্য বিষয় নং-১—৪

১—৪ নং বিবেচ্য বিষয়গুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। পক্ষগণ কর্তৃক ইহা অস্বীকৃত নহে যে, প্রতিপক্ষের ওপেল বিস্কুট এন্ড ব্রেড ইন্ডাষ্ট্রিজ, সিরাজগঞ্জ কারখানাটি পুরাতন মেসিনারীজ এর কারণে অলাভজনক হওয়ায় ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক ১-১০-৯৯ ইং তারিখে বন্ধ ঘোষিত হয়। প্রতিপক্ষ কর্তৃক ইহা অস্বীকৃত নহে যে, দরখাস্তকারীর আরজির সহিত সংযুক্ত পৃথক হিসাব বিবরনীতে (এক্সিবিট-৭) উল্লিখিত শ্রমিক আঃ রহমান সহ ২৭ জন শ্রমিক কর্মচারী প্রতিপক্ষ ওপেল বিস্কুট এন্ড ব্রেড ইন্ডাষ্ট্রিজ, মাহমুদপুর, সিরাজগঞ্জ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব খোরশেদ আলমের অধীনে কর্মরত ছিলেন। স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারীর আরজির সহিত সংযুক্ত হিসাব বিবরনীতে উল্লিখিত আঃ রহমান সহ ২৭ জন শ্রমিক প্রতিপক্ষ ওপেল বিস্কুট এন্ড ব্রেড ইন্ডাষ্ট্রিজ, কারখানাটি লে-অফ জনিত ছাঁটাই এর কারণে গ্র্যাচুয়িটি/ক্ষতিপূরণ, নোটিশ পে, অর্জিত ছুটি বাবদে সর্বমোট ১০,৩৬,৯৬১/৭০ টাকা সৎসহ ক্ষতিপূরণ বাবদ অতিরিক্ত ২৫% আদায়ের আদেশের নিমিত্তে অত্র পি, ডাব্লিউ, মামলাটি আনীত হইয়াছে। প্রতিপক্ষের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষের অধীনে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীগণের সমুদয় পাওনা পরিশোধ করা হইয়াছে এবং কাহারও মজুরীর টাকা পাওনা নাই। অত্র পি, ডাব্লিউ, মামলার বাদী এম, এ, জামসেদুর রহমান,

সহকারী প্রধান পরিদর্শক, বগুড়া ও দরখাস্তকারী পি, ডাব্লিউ-২১ হিসাবে অত্র মামলায় পরীক্ষিত হইয়াছে এবং তাহার দাবীর সমর্থনে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ এনছাব আলী (এক্সিবিট-৭ শ্রমিকদের পাওনা বিবরণীর ক্রমিক নং-২) পি, ডাব্লিউ-২ জুড়ান শেখ,(এক্সিবিট-৭ এর ক্রমিক নং-৪), পি, ডাব্লিউ-৩ মমতাজ আলী (এক্সিবিট-৭ এর ক্রমিক নং-১৩), পি, ডাব্লিউ-৪ জামাল শেখ (এক্সিবিট-৭ এর ক্রমিক নং-৫), পি, ডাব্লিউ-৫ আঃ হামিদ (এক্সিবিট-৭ এর ক্রমিক নং-৯), পি, ডাব্লিউ-৬ মোঃ দেলবার (এক্সিবিট-৭ এর ক্রমিক নং-১২), পি, ডাব্লিউ-৭ শরীফুল ইসলাম (এক্সিবিট-৭ এর ক্রমিক নং-১৮), পি, ডাব্লিউ-৮ আলম শেখ (১) (এক্সিবিট-৭ এর ক্রমিক নং-২০), পি, ডাব্লিউ-৯ আলী আকবর (এক্সিবিট-৭ এর ক্রমিক নং-৬), পি, ডাব্লিউ-১০ হোসেন আলী (এক্সিবিট-৭ এর ক্রমিক নং-৩), পি, ডাব্লিউ-১১ আবদুল মমিন (এক্সিবিট-৭ এর ক্রমিক নং-১৬), পি, ডাব্লিউ-১২ মোঃ সিরাজুল (এক্সিবিট-৭ এর ক্রমিক নং-১০), পি, ডাব্লিউ-১৩ মোঃ শুকুর আলী (এক্সিবিট-৭ এর ক্রমিক নং-১১), পি, ডাব্লিউ-১৪ মোজাম্মেল হক (এক্সিবিট-৭ এর ক্রমিক নং-২৬), পি, ডাব্লিউ-১৫ সোবহান শেখ (এক্সিবিট-৭ এর ক্রমিক নং-১৫), পি, ডাব্লিউ-১৬ জামসের (এক্সিবিট-৭ এর ক্রমিক নং-১৪), পি, ডাব্লিউ-১৭ মোঃ রফিক (এক্সিবিট-৭ এর ক্রমিক নং-২১), পি, ডাব্লিউ-১৮ মোঃ কাইয়ুম (এক্সিবিট-৭ এর ক্রমিক নং-১৭), পি, ডাব্লিউ-১৯ আনোয়ার হোসেন (এক্সিবিট-৭ এর ক্রমিক নং-১৯), পি, ডাব্লিউ-২০ মোঃ রশিদ (এক্সিবিট-৭ এর ক্রমিক নং-৮), শ্রমিক কর্মচারীগণ সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হইয়াছে। দরখাস্তকারী পক্ষে দালিলিক কাগজাদি এক্সিবিট-১-৮, ৮(১), হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হইয়াছে। প্রতিপক্ষ ডি, ডাব্লিউ-১ বেনজির আহমেদ, ম্যানেজার, ডি, ডাব্লিউ-২ মোঃ খোরশেদ আলম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ডি, ডাব্লিউ-৩ সিরাজুল ইসলাম মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হইয়াছে এবং দালিলিক কাগজাদি এক্সিবিট-ক, খ, খ(১), গ, গ(১), গ(২), ঘ ঘ(১), ঘ(২), ঙ, ঙ(১), চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ঠ(১), দ, ধ, ন,প, প(১) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হইয়াছে। দরখাস্তকারীর শ্রমিক কর্মচারীর মোট পাওনা বাবদ ১০,৩৬,৯৬১/৭০ টাকা এক্সিবিট-৭ হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং প্রতিপক্ষের ২৭ জন শ্রমিক কর্মচারীর হিসাব বিবরণী এক্সিবিট-ট হিসাবে প্রমাণে এনেছেন এবং উভয় হিসাব বিবরণীর বর্ণনা মোতাবেক শ্রমিকদের চাকুরীর মেয়াদ, মূল বেতন, নোটিশ পে ও ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত বর্ণনার মধ্যে তেমন কোন ব্যবধান দেখা যায় না। শুধুমাত্র অর্জিত ছুটি পাওনা সংক্রান্ত প্রতিপক্ষের হিসাব বিবরণীতে উল্লেখিত হয় নাই এবং প্রতিপক্ষ পাওনা বিবরণীতে মোট পাওনা টাকার পরিমাণও কম উল্লেখ করেন নাই। দরখাস্তকারী পক্ষের হিসাব বিবরণীতে উল্লেখিত শ্রমিকদের প্রতিষ্ঠানটি লে-অফ জনিত ছাঁটাইয়ের কারণে ক্ষতিপূরণ, অর্জিত ছুটি, নোটিশ পে বাবদ পাওনাদি ১০,৩৬,৯৬১·৭০ টাকা দাবী করেছেন। অপরদিকে প্রতিপক্ষ পাওনার দাবীটি বেআইনী বা পাইবার হকদার নহেন মর্মে উল্লেখ করেন নাই। প্রতিপক্ষের বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হওয়ায় সকল শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করিয়া দিয়াছেন। দরখাস্তকারী শ্রমিকদের মজুরী পাওনা বাবদ অত্র মামলাটি ২৯-৬-২০০০ তারিখে দায়ের করেন উল্লেখিত পাওনার দাবীতে কিন্তু একই দরখাস্তকারী ২৩-৭-২০০১ তারিখে এক্সিবিট-৮ শ্রমিকদের পরিশোধিত টাকার হিসাব দাখিল বিবরণী করিয়া পার্ট পেমেন্ট স্বীকার করিয়া নিয়েছেন এবং তৎ পোষকতায় শ্রমিক পি, ডাব্লিউ-১ এনছার আলী সাক্ষ্য দিয়ে ১৭,০০০, শ্রমিক পি, ডাব্লিউ-২ জুড়ান শেখ ২২,০০০, পি, ডাব্লিউ-৩ মমতাজ আলী ২১,০০০, পি, ডাব্লিউ-৪ জামাল শেখ ২১,০০০, পি, ডাব্লিউ-৫ আঃ হামিদ ২২,০০০, পি, ডাব্লিউ-৬ মোঃ দেলবার ২১,০০০, পি, ডাব্লিউ-৭ শরীফুল ইসলাম ৪,৫০০, পি, ডাব্লিউ-৮ আলম (১) ৪,০০০,

পি, ডাব্লিউ-৯ আলী আকবর ২১,০০০, পি, ডাব্লিউ-১০ হোসেন আলী ২২,০০০, পি, ডাব্লিউ-১১ আঃ মমিন ১৯,০০০, পি, ডাব্লিউ-১২ সিরাজুল ২১,০০০, পি, ডাব্লিউ-১৩ শুকুর আলী ২০,০০০, পি, ডাব্লিউ-১৪ মোজাম্মেল হক ২০,০০০, পি, ডাব্লিউ-১৫ সোবহান শেখ ২১,০০০, পি, ডাব্লিউ-১৭ মোঃ রফিক ৪,০০০, পি, ডাব্লিউ-২০ আব্দুর রশিদ ১৮,০০০ টাকা মালিকের নিকট থেকে বুঝে পেয়েছেন মর্মে সাক্ষ্যতে স্বীকার করেছেন। পি, ডাব্লিউ-১৯ আনোয়ার হোসেন প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হওয়ায় কোন টাকা পায় নাই মর্মে দাবী করেছেন। পি, ডাব্লিউ-১৬ জামসের এবং পি, ডাব্লিউ-১৮ মোঃ কাইয়ুম সাক্ষ্য দিয়ে প্রতিপক্ষের কারখানাটি বন্ধ হওয়ায় সমুদয় টাকা মালিকের নিকট থেকে বুঝে পেয়েছেন মর্মে স্বীকার করেছেন এবং তাহাদের কোন দাবী দাওনা নাই মর্মে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং পি, ডাব্লিউ-১৬ জামসের ও পি, ডাব্লিউ-১৮ মোঃ কাইয়ুম এর স্বীকারোক্তি থেকে প্রতিপক্ষের বক্তব্যের ২ জন শ্রমিকের ক্ষেত্রে করবরেশন পাওয়া যায়। পি, ডাব্লিউ-২১ এম, এ, জামসেদুর রহমান, সহকারী প্রধান পরিদর্শক, কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, বগুড়া এবং অত্র মামলার দরখাস্তকারী আরজির বক্তব্যের করবরেটিভ সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং এক্সিবিট-৭ হিসাব বিবরণীতে বর্ণিত মতে ২৭ জন শ্রমিকের পক্ষে তাহাদের চাকুরীর ক্ষতিপূরণ ও অর্জিত ছুটি সহ অন্যান্য পাওনাদি বাবদ ১০,৩৬,৯৬১·৭০ টাকা দাবী করেছেন। কিন্তু এই সাক্ষীর জেরার স্বীকারোক্তি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মামলার শুনানীর পরে শ্রমিকরা তাহাকে জানায় যে মালিক তাহাদেরকে আংশিক টাকা পরিশোধ করিয়াছে। সুতরাং দরখাস্তকারী পক্ষের রেকর্ডকৃত সাক্ষীগণের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিয়া আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক শ্রমিকদের আংশিক টাকা পরিশোধ স্বীকৃত হইয়াছে। অত্র মামলার রেকর্ডকৃত সাক্ষী পি, ডাব্লিউ-১ এনছাব আলী সাক্ষ্য দিয়া মালিক কর্তৃক ১৭,০০০ টাকা প্রাপ্তির বিষয় স্বীকার করেছেন এবং সাদা কাগজে সহি দেবার বিষয় উল্লেখ করেছেন এবং সে কোন হাওলাত বা অগ্রিম টাকা লয় নাই মর্মে দাবী করেছেন। পি, ডাবিউ-২ জুড়ান শেখ মালিকের নিকট থেকে ২২,০০০ টাকা গ্রহণ করিয়া সাদা কাগজে সহি দেবার বিষয় উল্লেখ করেছেন এবং সে কোন হাওলাত বা অগ্রিম টাকা গ্রহণ করেন নাই মর্মে দাবী করেছেন। পি, ডাব্লিউ-২ জুড়ান শেখ এক্সিবিট-ক টাকা প্রদানের রশিদে তাহার টিপসহি অস্বীকার করেছেন এবং টিপ দেবার সময় কোন সাক্ষী ছিল না মর্মে উল্লেখ করেন। পি, ডাব্লিউ-৩ মোঃ মমতাজ আলী সাক্ষ্য দিয়ে এক্সিবিট-ঘ টাকা প্রাপ্তির রশিদে ২১,০০০ টাকা মালিকের নিকট থেকে গ্রহণপূর্বক সাদা কাগজে সহি দেবার বিষয় স্বীকার করেন এবং মালিক কর্তৃক বাকী টাকা না দিয়া রশিদ সৃষ্টির অভিযোগ করেন এবং সে প্রতিপক্ষ মালিকের নিকট থেকে কোন অগ্রিম বা হাওলাতের টাকা গ্রহণ করে নাই মর্মে উল্লেখ করেন। পি, ডাব্লিউ-৩ মমতাজ আলীর জেরার স্বীকারোক্তি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শ্রমিক আঃ হামিদকে তাহার সামনে মালিক ২২,০৫৫/৩৭ টাকা প্রদান করিয়া আঃ হামিদের টিপসহি এক্সিবিট-গ (১) নিয়াছেন এবং গ (২) তাহার স্বাক্ষর মর্মে স্বীকার করেছেন। পি, ডাবিউ-৪ জামাল শেখ সাক্ষ্য দিয়ে প্রতিপক্ষ কারখানার মালিকের নিকট থেকে দাবীকৃত ৪৩,০০০ টাকার মধ্যে ২১,০০০ টাকা গ্রহণের বিষয় স্বীকার করেছেন এবং একটি সাদা কাগজে টিপসহি দিয়াছিল মর্মে উল্লেখ করেন এবং সে মালিকের নিকট হইতে কোন হাওলাত বা অগ্রিম টাকা গ্রহণ করে নাই মর্মে দাবী করেন। তাহার টাকা গ্রহনের রশিদ এক্সিবিট-ঘ (২) টিপসহিটি তাহার মর্মে স্বীকার করেছেন। পি, ডাব্লিউ-৫ আঃ হামিদ সাক্ষ্য দিয়া তাহার দাবীকৃত ৪৭,৭০০ টাকার মধ্যে মালিক কর্তৃক ২২,০০০ টাকা গ্রহণ করিয়া সাদা কাগজে টিপ দেওয়ার বিষয় স্বীকার করেছেন এবং সে কোন অগ্রিম বা হাওলাত নেয় নাই মর্মে দাবী করেছেন। পি,

ডাব্লিউ-৬ মোঃ দেলবার সাক্ষ্য দিয়ে তাহার পাওনা ৪৩,৭০০ টাকার মধ্যে ২১,০০০ টাকা প্রাপ্তির বিষয় স্বীকার করিয়া ছোট সাদা কাগজে টিপ দেবার বিষয় উল্লেখ করেন এবং সে প্রতিপক্ষ মালিকের নিকট থেকে হাওলাত বা অগ্রিম নেয় নাই মর্মে দাবী করেন। এই সাক্ষীর জেরার স্বীকারোক্তি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সে লিখিতভাবে জাল রশিদ সৃষ্টির জন্য কোথাও কোন অভিযোগ করেন নাই। এই সাক্ষীর সম্পূর্ণ টাকা প্রাপ্তির রশিদ প্রমাণে আসে নাই। শ্রমিক সাক্ষী পি, ডাব্লিউ-২ জুড়ান শেখ ও পি, ডাব্লিউ-৬ দেলবার হোসেনের নামীয় রশিদে টিপসহি প্রতিপক্ষে এক্সপার্ট দ্বারা পরীক্ষার প্রয়াস চালাইয়া টিপসহি এক ও অভিন্ন প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। পি, ডাব্লিউ-৭ শরীফুল ইসলাম সাক্ষ্য দিয়ে উল্লেখ করেন যে, তাহার দাবীকৃত ১৭,০০০ টাকার মধ্যে ৪,৫০০ টাকা সে পেয়েছে এবং সাদা কাগজে সহি করেছেন এবং সে কোন অগ্রিম টাকা গ্রহণ করেন নাই। এই সাক্ষীর জেরার স্বীকারোক্তি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, টাকা প্রদানের রশিদে শরীফুল নামীয় স্বাক্ষরটি তাহার মত মনে হয় কিন্তু স্বাক্ষরটি/এক্সিবিট-ঙ (১)/তাহার নহে। পি, ডাব্লিউ-৮ আলম (১) সাক্ষ্য দিয়ে প্রতিপক্ষের নিকট থেকে মোট পাওনা ১৭,০০০ টাকার মধ্যে ৪,০০০ টাকা গ্রহণের বিষয় স্বীকার করিয়া সাদা কাগজে সহি দেবার কথা উল্লেখ করেছেন এবং সে কোন অগ্রিম বা হাওলাত গ্রহণ করে নাই মর্মে দাবী করেন। প্রদর্শিত ৬ জনের নামীয় রশিদে তাহার স্বাক্ষর নাই মর্মে উল্লেখ করেছেন। পি, ডাব্লিউ-৯ আলী আকবর সাক্ষ্যতে উল্লেখ করেন যে, তাহার দাবীকৃত ৪৭,০০০ টাকার মধ্যে ২১,০০০ টাকা সে পেয়ে সাদা কাগজে টিপ দিয়েছে এবং সে কোন অগ্রিম বেতন বা টাকা হাওলাত নেয় নাই মর্মে দাবী করেন। তাহার জেরার স্বীকারোক্তি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাহার টাকা গ্রহণের সময় শ্রমিক সোবহান ছিল। শ্রমিক সোবহানের সামনে সে টিপ দিয়াছে। পি, ডাব্লিউ-১০ হোসেন আলী সাক্ষ্যতে তাহার মোট পাওনা ৪৭,৮৬৯ টাকার মধ্যে ২২,০০০ টাকা পেয়েছে মর্মে উল্লেখ করেছেন এবং সে কোন হাওলাত নেয় নাই মর্মে দাবী করেছেন। এই সাক্ষীর জেরার স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, এক্সিবিট-চ তাং ২০-৮-২০০০ টাকা প্রাপ্তির রশিদে তাহার স্বাক্ষর মর্মে স্বীকার করেছেন। পি, ডাব্লিউ-১১ আঃ মমিন সাক্ষ্যতে তাহার মজুরী পাওনা মোট ৪৩,০০০ টাকার মধ্যে ১৯,০০০ টাকা পেয়েছে মর্মে স্বীকার করেছেন এবং বাকী টাকা দাবী করেছেন এবং সে সাদা কাগজে সহি করেছিল মর্মে জেরায় স্বীকার করিয়া এক্সিবিট-ছ রশিদ তাং ২৪-৮-২০০০ এর সহি স্বাক্ষর স্বীকার করেছেন। এই সাক্ষী জেরায় আরও স্বীকার করেন যে. সাদা কাগজে সহি নেওয়ার জন্য সে কাহারও নিকট কোন অভিযোগ করেন নাই এবং পরবর্তীতে সে লোকজনকে বলেছেন। পি, ডাব্লিউ-১২ মোঃ সিরাজুল সাক্ষী দিয়া উল্লেখ করেন যে, সে মালিকের নিকট থেকে ৪৩,০০০ টাকা পাওনার মধ্যে ২১,০০০ টাকা পেয়েছে এবং বাকী টাকা দাবী করেছেন। এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেছেন যে, একটি ছোট সাদা কাগজে সে টিপ দিয়াছিল। এই সাক্ষীর নামীয় টাকা প্রাপ্তির রশিদ প্রমাণে আসে নাই। পি, ডাব্লিউ-১৩ মোঃ শুকুর আলী সাক্ষ্য দিয়ে তাহার মোট পাওনা ৪৩,০০০ টাকার মধ্যে সে ২০,০০০ টাকা পেয়েছে মর্মে স্বীকার করেছেন এবং বাকী টাকা পায় নাই মর্মে উল্লেখ করেছেন। এই সাক্ষী ২০,০০০ টাকা লওয়ার সময় সাদা কাগজে সহি দিয়াছিল মর্মে দাবী করেছেন। এই সাক্ষী তাহার নামীয় মোট পাওনা টাকা প্রাপ্তির রশিদ এক্সিবিট-ধ তে তাহার নামীয় স্বাক্ষর তাহার নহে মর্মে জেরায় উল্লেখ করেন। পি, ডাব্লিউ-১৪ মোঃ মোজাম্মেল হক সাক্ষ্যতে উল্লেখ করেছেন যে, তাহার মোট পাওনা ৫৪,০০০ টাকার মধ্যে সে ২০,০০০ টাকা পেয়েছে। এই সাক্ষী জেরায় এক্সিবিট-জ রশিদটি প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রদর্শিত হইলে তাহার নামীয় স্বাক্ষর অস্বীকার করেন। পি, ডাব্লিউ-১৫ সোবহান শেখ সাক্ষ্য দিয়া বলেছেন যে, তাহার

পাওনা ৪৩,০০০ টাকার মধ্যে সে ২১,০০০ টাকা পেয়েছে এবং বাকী টাকা নেয় নাই। এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেন যে, সে লিখিত রশিদে কোন সহি স্বাক্ষর করেন নাই সে শুধু টিপ দেয়। এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেন যে, সে শুধু ছোট সাদা কাগজে টিপ দিয়া টাকা লইয়াছিল এবং সাক্ষীর জবানবন্দীতে এই সাক্ষী টিপ দিয়াছে কিন্তু প্রতিপক্ষের এক্সিবিট-দ টাকা প্রাপ্তির রশিদে সোবহান নামীয় স্বাক্ষর দেখা যায়। প্রতিপক্ষ এই সাক্ষর এক্সপার্ট দ্বারা তুলনামূলক পরীক্ষা করে নাই। পি, ডাব্লিউ-১৬ জামসের ও পি, ডাব্লিউ-১৮ মোঃ কাইয়ুম প্রতিপক্ষ মালিকের নিকট হইতে সমুদয় টাকা বুঝে পেয়েছে মর্মে সাক্ষ্যতে স্বীকার করেছেন এবং তাহাদের টাকা প্রাপ্তির রশিদ যথাক্রমে এক্সিবিট-ঝ ও এক্সিবিট-ঙ তে এক্সিবিটি-ঙ (৩) তাহার সাক্ষর স্বীকার করেছেন। পি, ডাব্লিউ-১৭ মোঃ রফিক সাক্ষ্য দিয়ে তাহার নিকট পাওনা ১৭,০০০ টাকার মধ্যে সে মাত্র ৪,০০০ টাকা পেয়েছে মর্মে উল্লেখ করেছেন এবং ঐ টাকা পেয়ে রশিদে স্বাক্ষর করেছেন। কিন্তু তাহার নামীয় ঐরূপ কোন রশিদ মামলায় প্রমাণে চিহ্নিত হয় নাই। পি, ডাব্লিউ-১৯ মোঃ আনোয়ার হোসেন সাক্ষ্য দিয়ে উল্লেখ করেন যে, তাহার মোট পাওনা ১৭,০০০ টাকার মধ্যে এক টাকাও তাহাকে দেয় নাই এবং সে কোন কাগজে সহি স্বাক্ষর করে নাই। সে কোন হাওলাত বা অগ্রিম টাকা গ্রহণের ও সমন্বয়ের বিষয় অস্বীকার করেছেন। পি, ডাব্লিউ-২০ মোঃ আঃ রশিদ সাক্ষ্য দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষের ফ্যাক্টরীটি বন্দ হওয়ায় তাহার পাওনা ৪৪/৪৫ হাজার টাকার মধ্যে একটি সাদা কাগজে সহি করিয়া ১৮,০০০ টাকা লইয়াছেন কিন্তু বাকী টাকা তাহাকে দেয় নাই। এই সাক্ষী জেরায় এক্সিবিট-ঞ টাকা প্রাপ্তির রশিদে স্বাক্ষর তাহার মর্মে স্বীকার করেন। সুতরাং দরখাস্তকারী পক্ষের শ্রমিক সাক্ষীগনের সাক্ষীগুলি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, অধিকাংশ শ্রমিক তাহাদের পাওনার আংশিক টাকা লইয়া প্রতিপক্ষের সাদা কাগজে সহি স্বাক্ষর করেছেন মর্মে বক্তব্য দিয়াছেন এবং প্রতিপক্ষ সমুদয় টাকা বুঝিয়া দেওয়ার রশিদ সৃষ্টি করেছেন মর্মে বক্তব্য এনেছেন এবং পি, ডাব্লিউ-২১ এম, এ, জামসেদুর রহমান দরখাস্তকারীর ২৩-৭-২০০১ ইং তারিখে দাখিলী এক্সিবিট-৮ হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত আংশিক পাওনা সকল শ্রমিকই স্বীকার করিয়া নিয়েছেন এবং অধিকাংশ শ্রমিক সাক্ষীগন প্রতিপক্ষের নিকট থেকে টাকা পায় নাই মর্মে উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে প্রতিপক্ষের জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষের কারখানায় কর্মরত সকল শ্রমিকগনকে পাওনা পরিশোধ করিয়া দিয়াছেন। প্রতিপক্ষে শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধের রশিদ এক্সিবিট-ক, খ, গ, ঘ, ঙ, ঙ(১), ঙ(৩), চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, দ, ধ, ন দাখিলপূর্বক প্রমাণ চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। এছাড়াও প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী উল্লেখ করেছেন যে, সরকার মজুরী কমিশন গঠন করিয়া শ্রমিকদের মজুরী/স্কেল ঘোষনা করিবে মর্মে শ্রমিকদের মজুরী (বেতন, ভাতা) বৃদ্ধি পাইবে সে ধারনায় প্রাপ্য মজুরীর উপর ২০% হারে প্রতিপক্ষের নিকট থেকে চুক্তিপত্র প্রদর্শনী-ঠ, ঠ(১) মূলে অগ্রিম/হাওলাত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কোন মজুরী/বেতন স্কেল ঘোষনা না করায় এবং কার্যকরী না হওয়ায় প্রত্যেক শ্রমিককে চূড়ান্ত প্রদানের সময় হাওলাত বা অগ্রিম গ্রহণকৃত টাকা কর্তনপূর্বক অবশিষ্ট টাকা প্রদান করিয়া রশিদ লিখিয়া নিয়েছেন। উক্ত বক্তব্যটি প্রমানে প্রতিপক্ষ এক্সিবিট-ঠ, ঠ(১) ৪-১-৯২ ও ২৮-১-৯২ ইং তারিখের ২টি চুক্তিপত্র দাখিল করেছেন এবং চুক্তিপত্রের মালিক পক্ষ ডি, ডাব্লিউ-১ বেনজির আহমেদ, ওপেল বিস্কুট এন্ড ব্রেড ইন্ডাষ্ট্রিজ এর ম্যানেজার এবং ডি, ডাব্লিউ-২ মোঃ খোরশেদ আলম, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর করপরেটিভ সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং মজুরীর ২০% অতিরিক্ত হারে অগ্রিম প্রদানের বিষয় উল্লেখ করেছেন। ডি, ডাব্লিউ-২ খোরশেদ আলম এক্সিবিট-ঠ ও ঠ(১) এ মালিক পক্ষের স্বাক্ষর রহিয়াছে কিন্তু

চুক্তিপত্র দুইটির শ্রমিক পক্ষের সাক্ষী আঃ রহমান, বরকত আলী ও আইনাল হক কেহই সাক্ষ্য দিয়া চুক্তিপত্র সংক্রান্ত করোবরেশন করেন নাই অর্থাৎ শ্রমিক পক্ষের ৩জন সাক্ষীর কেহই সাক্ষী হিসাবে আদালতে আসেন নাই বা তাহাদের মজুরী পাওনার দাবীসহ চুক্তিপত্র দুইটি অস্বীকারও করেন নাই। মামলাটি রিমান্ডে আসিলে ডি, ডাব্লিউ-২ মোঃ খোরশেদ আলম, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সাক্ষ্য দিয়া অগ্রিম প্রদানের ৬২৯ শীট বিল এক্সিবিট-ন হিসাবে প্রমানে চিহ্নিত করেন কিন্তু এক্সিবিট-ন বিলগুলির লেখক সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হয় নাই। তবে এক্সিবিট-ন ৬২৯ পৃষ্ঠা অগ্রিম গ্রহণের বিলগুলি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, মূল মজুরীর ২০% হারে ১১-১-৯২ ইং তারিখ থেকে বিভিন্ন সময়ে শ্রমিক সদস্যদেরকে অগ্রিম হিসাবে বিভিন্ন পরিমানে প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিপক্ষের এক্সিবিট-ন বিলগুলিমূলে দরখাস্তকারীর এক্সিবিট-৮ হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত ২৭ জন শ্রমিকের মধ্যে কোন শ্রমিককে মোট কত টাকা অগ্রিম প্রদান করা হইয়াছে তাহা সাক্ষ্যতে বা জবাবে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নাই এবং ঐ বিলগুলিতে অগ্রিম গ্রহণকারী শ্রমিকদের টিপসহি লিং অর্থাৎ সনাক্তকারীর নাম উল্লেখ নাই এবং বিলগুলির লেখক সাক্ষী হিসাবে আদালতে পরীক্ষিত হয় নাই। ডি, ডাব্লিউ-৩ সিরাজুল ইসলাম পি, ডাব্লিউ-২ জুড়ান শেখ নামীয় টাকা প্রাপ্তির রশিদ এক্সিবিট-পতে তাহার স্বাক্ষর এক্সিবিট-প(১) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত করেছেন এবং তাহার সামনে জুড়ান শেখ টাকা বুঝে নিয়েছেন মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন।

প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা করিয়া আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ এক্সিবিট-ঠ, ঠ(১) ৪-১-৯২ ও ২৮-১-৯২ ইং তারিখের ২টি চুক্তিপত্রমূলে সরকারের মজুরী কমিশন কর্তৃক শ্রমিকগণের মজুরী বৃদ্ধির ধারনায় প্রাপ্য মজুরীর উপর ২০% হারে হাওলাত/অগ্রিম প্রদানের বিষয়টি এক্সিবিট-ন ৬২৯ পৃষ্ঠার অগ্রিম গ্রহণের বিলগুলি দৃষ্টে করবরেশন পাওয়া যায়। কিন্তু প্রতিপক্ষ একদিকে যেমন জবাবে দরখাস্তকারীর এক্সিবিট-৮ হিসাব বিবরণীতে বর্ণিত ২৭ জন শ্রমিকের কোন শ্রমিককে কত টাকা অগ্রিম প্রদান করেছেন তাহা উল্লেখ করিতে সমর্থ হয় নাই অপরদিকে প্রতিপক্ষের এক্সিবিট-ট ২৭ জন শ্রমিকের নামের বিপরীতে প্রদর্শিত হাওলাতকৃত টাকা কর্তনের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া প্রতিপক্ষের সাক্ষী জবানবন্দীতে সুনির্দিষ্টভাবে বলেন নাই। প্রতিপক্ষের এক্সিবিট-ন ৬২৯ পৃষ্ঠা অগ্রিম গ্রহণের বিলগুলির মধ্যে শ্রমিক এনছাব আলী ও শ্রমিক হোসেন আলীর ১১-৮-৯২ ইং তারিখ হইতে অগ্রিম দেয় টাকার পরিমাণ পুংখানুপুংখভাবে গণনা করিয়া দেখা যায় যে, এনছাব আলীকে এক্সিবিট-ন বিলগুলি মূলে সর্বমোট ১৭,৪৩৯ টাকা ও হোসেন আলীকে ১৮,০৪৯.৪৯ টাকা অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে। সেক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের এক্সিবিট-ট মূলে প্রদর্শিত এনছাব আলী ও হোসেন আলীর নামীয় হাওলাতকৃত টাকার পরিমাণ যথাক্রমে ২৭,৭৭২.১৫ ও ২৭,৮২৮.১৫ টাকা কর্তন দেখানোর মধ্যে গরমিল পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়াও প্রতিপক্ষের এজিবিট-ক, খ, গ, ঘ, ঙ, ঙ(১), ঙ(৩), চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, দ, ধ, প মূলে সমুদয় টাকা পরিশোধের রশিদগুলিতে কত পরিমাণ হাওলাতি টাকা বাদ দিয়া বক্রী টাকা পরিশোধ করিয়াছেন তাহা উল্লেখ নাই। দরখাস্তকারীর শ্রমিক সদস্যগণ যাহারা সাক্ষী হিসাব পরিলক্ষীত হইয়াছে তাহারা বিভ্রান্ত হইয়া সাক্ষ্য প্রদানকালে টাকা পরিশোধের রশিদে স্বাক্ষর/টিপ সহি অধিকাংশ শ্রমিক স্বীকার করিলেও সাদা কাগজে সহি/টিপ সহি দেবার কথা মিথ্যাভাবে বলেছেন মর্মে রশিদগুলি পরীক্ষা করিলে অনুমান করা যায়। অবশ্য পি, ডাব্লিউ-৬ দেলবার হোসেন ও পি, ডাব্লিউ-১৯ আনোয়ার হোসেনের নামীয় রশিদ দুইটি প্রমাণে আসে নাই। পি, ডাব্লিউ-১৫ সোবহান শেখ এর রশিদের স্বাক্ষরও প্রমাণিত হয় নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ যেভাবে

রশিদগুলিতে অগ্রিম সমন্বয় দেখাইয়াছেন তাহা সঠিক হয় নাই। শুধুমাত্র প্রতিপক্ষের এক্সিবিট-ন ৬২৯ পৃষ্ঠা বিল ফরমে গৃহীত মতে প্রত্যেক শ্রমিকের নামে দেয় অগ্রিমের টাকাগুলি প্রতিপক্ষ সমন্বয় করিতে পারিবেন। প্রতিপক্ষের এক্সিবিট-ট মূলে যেভাবে হাওলাতি টাকা কর্তন কলামে যে পরিমাণ টাকা কর্তন/বাদ দিয়াছেন তাহা সঠিক প্রমাণিত হয় নাই বিধায় ঐ পরিমাণ টাকা সমন্বয় করার এখতিয়ারও প্রতিপক্ষের নাই। প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনায় আরও প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারীর এক্সিবিট-৭ শ্রমিকগনের হিসাব বিবরণী মতে শ্রমিক আঃ রহমান (ক্রমিক নং-১), শ্রমিক আইনাল হক (ক্রমিক নং-৭), শ্রমিক আদম শেখ (২) (ক্রমিক নং-২০), শ্রমিক ফরিদুল (ক্রমিক নং-২৩), শ্রমিক বরকত আলী (ক্রমিক নং-২৪), শ্রমিক রমজান আলী (ক্রমিক নং-২৫), এবং আবদুল মান্নান (ক্রমিক নং-২৭), মোট ৭ জন শ্রমিক তাহাদের পাওনার দাবীর সমর্থনে/প্রমাণে আদালতে হাজির হয় নাই বিধায় তাহারা তাহাদের কোন পাওনা পাইবে না মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। দরখাস্তকারী পক্ষের পি, ডাব্লিউ-১৬ জামসের আলী (ক্রমিক নং-১৪) এবং পি, ডাব্লিউ-১৮ আব্দুল কাইয়ুম (ক্রমিক নং-১৭) ২ জন শ্রমিক তাহাদের সমুদয় পাওনা টাকা বুঝে পেয়েছেন মর্মে সাক্ষ্য দিয়া প্রতিপক্ষের বক্তব্যকে সমর্থন করায় তাহারা তাহাদের কোন মজুরী পাইবে না মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। সতরাং এইভাবে বর্ণিত/মতে (৭+২)=৯ জন শ্রমিক ব্যতীত বাকী ১৮ জন শ্রমিক তাহাদের দাবীকৃত মোট পাওনা হইতে রশিদ মূলে যে টাকা প্রতিপক্ষের নিকট থেকে গ্রহণ করেছেন ঐ টাকা বাদ দিয়া বক্রী পাওনা মজুরী পাইবার আইনতঃ হকদার এবং উক্ত টাকা হইতে ঐ সকল শ্রমিক সদস্য প্রতিপক্ষের এক্সিবিট-ন মূলে বিভিন্ন তারিখে দেয় টাকা অগ্রিম হিসাবে যাহা গ্রহণ করেছিলেন তাহা গননা করিয়া সমন্বয় করিতে পারিবেন। ১৮ জন শ্রমিকের দাবীকৃত পাওনা টাকা ও গৃহীত টাকার একটি ছক নিম্নে প্রদর্শিত হইল ঃ-

ক্রমিক নং	শ্রমিকদের নাম	দাবীকৃত মোট পাওনা	রশিদমূলে গৃহীত মোট পাওনা স্বীকারোক্তি মতে পেয়েছে	অবশিষ্ট পাওনা টাকা যাহা প্রতিপক্ষ পরিশোধ করিবেন
১	২	৩	৪	৫
২।	মোঃ এনছাব আলী	৪৭,৮৬৯·৪০	২৩,৮৪০·৬০	২৪,০২৮·৮০
৩।	মোঃ হোসেন আলী	৪৭,৮৬৯·৪০	২৩,৮৪০·৬০	২৪,০৮৪·৮০
৪।	মোঃ জুড়ান শেখ	৪৭,৮৬৯·৪০	২৪,১৯২·৫৫	২৩,৬৭৬·৮৫
৫।	মোঃ জামাল শেখ	৪৩,৭৬৫·৯৪	২২,১৬১·৩৭	২১,৬০৪·৫৭
৬।	মোঃ আলী আকবর	৪৩,৭৬৫·৯৪	২১,০০০	২২,৭৬৫·৯৪
৮।	মোঃ আঃ রশিদ	৪৩,৭৬৫·৯৪	২৪,২২০·৩৭	১৯,৫৪৫·৫৭
৯।	মোঃ আঃ হামিদ	৪৩,৭৬৫·৯৪	২২,০৫৫·৩৪	২১,৭১০·৫৭
১০।	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	৪৩,৭৬৫·৯৪	২১,০০০	২২,৭৬৫·৯৪
১১।	মোঃ শুকুর আলী	৪৩,৫১০·১৪	২১,৯৭৪·৪৫	২১,৫৩৫·৬৯
১২।	মোঃ দেলবার হোসেন	৪৩,৫১০·১৪	২১,০০০	২২,৫১০·১৪

১	২	৩	৪	৫
১৩।	মোঃ মমতাজ আলী	৪৩,৫১০·১৪	২২,০৬৩·৭৫	২১,৪৪৬·৩৯
১৫।	মোঃ আঃ সোবহান	৪৩,৫১০·১৪	২১,০০০	২২,৫১০·১৪
১৬।	মোঃ মোমিন শেখ	৪৩,৫১০·১৪	২১,৯৮৮·৭৫	২১,৫২১·৩৯
১৮।	মোঃ শফিকুল ইসলাম	১৭,১১২·৩০	৪,৮০০	১২,৬১২·৩০
১৯।	মোঃ আনোয়ার হোসেন	১৭,১১২·৩০	..	১৭,১১২·৩০
২১।	মোঃ রফিকুল ইসলাম	১৭,১১২·৩০	৪,০০০	১৩,১১২·৩০
২২।	মোঃ আলম শেখ (১)	১৭,১১২·৩০	৪,০০০	১৩,১১২·৩০
২৬।	মোঃ মোজাম্মেল হক	৫৪,৪৩৮·৩২	২০,০০০	৩৪,৪৩৮·৩২
				৩,৮০,০৯৪·৩১

সুতরাং উপরে উল্লেখিত ছকে বর্ণিত মতে ১৮ জন শ্রমিক প্রতিপক্ষের নিকট হইতে সর্বমোট ৩,৮০,০৯৪·৩১ টাকা মজুরী পাওনা পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন এবং উক্ত পাওনা থেকে ছকে বর্ণিত শ্রমিকগণের এক্সিবিট-ন মূলে বিভিন্ন তারিখে অগ্রিম দেয় টাকা যাহা গ্রহণ করেছিলেন তাহা গননা করিয়া প্রতিপক্ষ সমন্বয় করিতে পারিবেন এবং সমন্বয় শেষে বাকী টাকা ছকে বর্ণিত ১৮ জন শ্রমিক পাইতে হকদার থাকিবেন। উল্লেখ্য যে, এক্সিবিট-ন মূলে বিভিন্ন তারিখে দেয় অগ্রিমের টাকা গননাপূর্বক জবাবে বা সাক্ষ্যতে উল্লেখ না থাকায় এবং রায়ের ফাইলিজিংস মোতাবেক শ্রমিক এনছাব আলী ও শ্রমিক হোসেন আলীর ১৯-১-৯২ ইং তারিখ থেকে অগ্রিম দেয় টাকা গননা করিয়া দেখা যায় যে, শ্রমিক এনছাব আলী এক্সিবিট-ন মূলে মোট ১৭,৪৩৯ টাকা ও হোসেন আলী ১৮,০৪৯·৪৯ টাকা অগ্রিম গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রতিপক্ষের এক্সিবিট-ট মূলে প্রদর্শিত ঐ সকল শ্রমিকগনের কর্তনকৃত/হাওলাতকৃত টাকার সহিত গরমিল দেখা যায়। শুধুমাত্র এক্সিবিট-ন অগ্রিম প্রদানের বিলগুলিমূলে প্রদত্ত টাকা হিসাব নিকাশ অন্তে প্রতিপক্ষ ছকে বর্ণিত ৫ নং কলামের উল্লেখিত টাকা হইতে সমন্বয় পাইতে পারিবেন এবং উক্তরূপভাবে সমন্বয় পূর্বক বাকী টাকা প্রতিপক্ষ শ্রমিকগণকে প্রদান করিবেন। প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনায় শ্রমিকগনের দাবী মতে তাহারা অতিরিক্ত ক্ষতিপূরনের টাকা পাইবার হকদার নহেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র পি, ডাব্লিউ, মামলাটি দোতরফা সূত্রে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর (allowed in part) হয়। অত্র রায়ের ফাইন্ডিংস ও সিদ্ধান্তের আলোকে ছকে উল্লেখিত ১৮ জন শ্রমিকগনের ৫নং কলামে বর্ণিত মতে মজুরী পাওনা টাকা ৩,৮০,০৯৪·৩১ (তিন লক্ষ আশি হাজার চুরানব্বই টাকা একত্রিশ পয়সা) টাকা থেকে এক্সিবিট-ন বিলগুলি মূলে দেয় অগ্রিমের টাকা গননা করিয়া সমন্বয় পূর্বক বাকী টাকা অদ্য হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষকে প্রদানের নির্দেশ

দেওয়া গেল ও ব্যর্থতায় দরখাস্তকারী বা সংশ্লিষ্ট শ্রমিকগন মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(৫) ধারা মোতাবেক উহা সরকারী পাওনা হিসাবে আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। অত্র রায়ের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট পক্ষগনকে সত্বর প্রদান করা হউক।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত ও
মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং ২/২০০৫

মোঃ হবিবর রহমান, পিতা মৃত আঃ গফুর, সাং গাইবান্ধা চক মামরোজপুর, (খানকা শরিফ), থানা গাইবান্ধা, সদস্য ও বর্তমান সাধারণ সম্পাদক, গাইবান্ধা জেলা সার হ্যান্ডলিং কুলি মজদুর ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-৭৮৫, ঠিকানা বি এ ডি সি সার গুদাম (বাফার), দক্ষিণ ধানঘড়া, ডাক, থানা ও জেলা গাইবান্ধা—বাদী।

বনাম

১। মোঃ ভুট্টু মিয়া, পিতা মোঃ মজিবর রহমান, সাং দক্ষিণ ধানঘড়া, সভাপতি,

২। মোঃ কামাল হোসেন, পিতা মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, সাং দক্ষিণ ধানঘড়া, সাধারন সম্পাদক,

৩। মোঃ আব্দুল মান্নান, পিতা মোঃ কোনা শেখ, সাং দক্ষিন ধানঘড়া, সহঃ সাধারণ সম্পাদক, সর্বথানা ও জেলা গাইবান্ধা, সকলেই দক্ষিণ ধানঘড়া সার গুদাম (বাকার) সার আনলোড লেবার ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-২৪৫৬ এর সদস্য এবং কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা—আসামী।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), বাদী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ কোরবান আলী, আসামী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ১০ তাং ২৬-৭-০৫

অদ্য মামলাটি চার্জ গঠনের জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী মামলাটি উঠাইয়া লওয়ার জন্য আবেদন করিয়াছেন। আসামী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী ২ নং আসামী কামাল হোসেন ও ৩নং আসমী আব্দুল মান্নান এর হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য

(১) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম দলাল কোর্টে অনুপস্থিত আছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য
(২) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

নন্-প্রসিকিউশনে মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তের পোষকতায় পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ হবিবর রহমান অভিযোগকারীর জবানবন্দী গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয়। অভিযোগকারীর রেকর্ডকৃত জবানবন্দী ও মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্ত ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখিলাম। অভিযোগকারীর রেকর্ডকৃত জবানবন্দী ও দরখাস্ত দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারী আসামী পক্ষের সহিত স্থানীয়ভাবে বিরোধ মিমাংসা করিয়া নিয়াছেন এবং আপোষ মিমাংসা সুত্রে অভিযোগকারী মামলাটি পরিচালনা করিবেন না। সুতরাং অভিযোগকারীর প্রতিপক্ষ আসামীগণের সহিত আপোষ মিমাংসা সুত্রে মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তটি মঞ্জুর যোগ্য মর্মে আদালত বিজ্ঞ সদস্যের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তৎ কারনে প্রতিপক্ষ আসামীগণ অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন। সুতরাং অভিযোগকারীর মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তটি মঞ্জুর করা হইল।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র ফৌজদারী মামলাটি অভিযোগকারীর আবেদনে নন্-প্রসিকিউশন গ্রাউন্ডে উঠাইয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল এবং প্রতিপক্ষ আসামীগণকে অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া গেল এবং তৎসহ অত্র ফৌজদারী মামলাটি নিস্পত্তি করা হইল।

মোঃ আব্দুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ **মোঃ আবদুস সামাদ**
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং ১/২০০৫

আলহাজ মোঃ আঃ রাজ্জাক, নলকূপ চালক (ভারপ্রাপ্ত পাটোয়ারী), ঠাকুরগাঁও পওর বিভাগ, পাউবো, ঠাকুরগাঁও —**বাদী**।

বনাম

১। শেখ জিয়াউল হক জিয়া, নির্বাহী প্রকৌশলী,

২। খ, ম, শহিদুল্লাহ, তত্ত্বধায়ক প্রকৌশলী, ঠাকুরগাঁও পওর বিভাগ, বা পাউবো, ঠাকুরগাঁও—**আসামী**।

প্রতিনিধিগন ঃ ১। জনাব মোঃ কোরবান আলী, বাদী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), আসামী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ১০ তাং ২৮-৯-০৫

অদ্য মামলাটি ফৌজদারী কার্যবিধির ২৬৫(সি) ও স্যাংশান সংক্রান্ত দরখাস্ত এবং চার্জ গঠন সংক্রান্ত শুনানীর জন্য দিক ধার্য আছে। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কারণ দর্শাইয়া মামলাটি উঠাইয়া লওয়ার প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। আসামী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী ১ ও ২ নং আসামীর হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ এ, কে, এম, আতোয়া-এ-রাব্বি কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ লোকমান হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি উঠাইয়া লওয়ার দরখাস্ত শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

অভিযোগকারী পক্ষে দাখিলী মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্ত ও সি, আর, পি, সি, ২৬৫ ধারার দরখাস্ত সংক্রান্ত বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য শ্রবন করা হইল। অভিযোগকারী পক্ষের দাখিলী মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তের পোষকতায় পি, ডাব্লিউ-১ আলহাজ মোঃ আবদুর রাজ্জাক অভিযোগকারীর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হইল। পি, ডাব্লিউ-১ আলহাজ মোঃ আঃ রাজ্জাক অভিযোগকারীর রেকর্ডকৃত জবানবন্দী ও দরখাস্তদ্বয় পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। রেকর্ডকৃত জবানবন্দী দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারী আলহাজ আঃ রাজ্জাক স্বয়ং প্রাপ্য পাওনাদির টাকা বুঝে পাওয়ায় মামলাটি পরিচালনা করিতে উচ্ছুক নহেন এবং মামলাটি উঠাইয়া লইবার আবেদন করেছেন। মামলার অপরাধের ধারাসমূহ মিমাংসাযোগ্য। অভিযোগকারী মিমাংসা সুত্রে প্রাপ্য পাওনা পাওয়ায় এবং মামলাটি মিমাংসা সুত্রে উঠাইয়া লইবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান থাকায় অভিযোগকারী মামলাটি উঠাইয়া লইবার আদেশ পাইবার আইনতঃ হকদার এবং তৎ প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ আসামীগণ অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি পাইবার হকদার মর্মে বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সুতরাং অভিযোগকারীর মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তটি মঞ্জুর করা হইল এবং তৎ প্রেক্ষিতে আসামীগণ মামলার দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার আইনতঃ হকদার হওয়ায় অপর দরখাস্তটিও মঞ্জুর করা হইল।

সুতরাং,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র ফৌজদারী মামলাটি অভিযোগকারীর আবেদনে প্রেক্ষিতে নন্-প্রসিকিউশন গ্রাউন্ডে উঠাইয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল এবং তৎসহ অত্র ফৌজদারী মামলাটি নিষ্পতি পূর্বক মামলার আসামী শেখ জিয়াউল হক জিয়া, নির্বাহী প্রকৌশলী ও আসামী খ, ম, শহিদুল্লাহ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাউবো, ঠাকুরগাঁও গণকে অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া গেল এবং তাহাদেরকে বেল বন্ডের দায় থেকেও ডিসচার্জ করা হইল।

মোঃ আব্দুস সামাদ

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

মিস মামলা নং-১/২০০৫

(এ্যারাইজিং আউট অফ পি, ডাব্লিউ, মামলা নং-৩/২০০৪)

১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক,

২। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,

৩। হিসাব রক্ষক, রংপুর ডিষ্টিলারিজ কেমিক্যালস লিঃ, শ্যামপুর, রংপুর—**দরখাস্তকারী**।

বনাম

আঃ জলিল, পিতা আঃ সাত্তার, সাং বসন্তপুর, পোঃ শ্যামপুর, থানা বদরগঞ্জ, জেলা রংপুর—**প্রতিপক্ষ**।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব মোঃ কোরবান আলী, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব সাইফুর রহমান খান, (রানা), প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং-১৭ তাং ১৪-৯-০৫

ইহা দরখাস্তকারীগণ কর্তৃক ১৯৪০ সালের মজুরী পরিশোধ (পদ্ধতি) বিধিমালার ৮(৩) বিধি মোতাবেক পি, ডাব্লিউ-৩/০৪ মামলার ৩১-১-০৫ ইং তারিখের একতরফা আদেশ রদ রহিতপূর্বক মূল মামলাটি পুনর্বহালের নিমিত্তে আনীত একটি মিস মামলা।

দরখাস্তকারীগণের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ মোঃ আবদুল জলিল কর্তৃক পি, ডাব্লিউ-৩/০৪ মামলাটি দরখাস্তকারীগণের বিরুদ্ধে আনীত হয়। কিন্তু উক্ত মোকদ্দমার নোটিশ রেজিস্ট্রী ডাকযোগে ইস্যু করিলেও দরখাস্তকারীগণের উপর যোগসাজসী জারী রিপোর্ট ও মিথ্যা মন্তব্যে ফেরত আসে। মূল মামলায় দরখাস্তকারীগণের উপর সমন/নোটিশাদি জারী হয় নাই বা দরখাস্তকারীগণ নোটিশ প্রাপ্ত হন নাই। দরখাস্তকারীগণ মূল মামলার বিষয় ও নোটিশাদির বিষয় অবহিত হইলে জবাব প্রদান করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। মূল মামলায় একতরফা আদেশ হওয়ায় দরখাস্তকারীগণের ক্ষতির কারণ ঘটিয়াছে। ইস্যুকৃত রেজিস্ট্রী নোটিশ ফেরত এডি স্লিপে দরখাস্তকারীগণের কোন স্বাক্ষর নাই। দরখাস্তকারীগণ প্রতিপক্ষের এডভোকেট জনাব সাইফুর রহমান খান কর্তৃক ইস্যুকৃত ১-৩-০৫ তারিখের ডাকযোগে প্রেরীত লিগ্যাল নোটিশ ও মামলার রায়ের ফটোকপি ৫-৩-০৫ তারিখে প্রাপ্ত হইয়া সর্ব প্রথম মূল মামলার বিষয় ও ৩১-১-০৫ তারিখের একতরফা আদেশের বিষয় অবহিত হইয়াছেন। মূল মামলার একতরফা আদেশ হওয়ায় ও মামলাটিতে

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে না পারায় দরখাস্তকারীগণ ন্যায় বিচার হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন এবং তাহাদের মামলার কারণ উদ্ভব ঘটিয়াছে। সুতরাং মূল মামলার ৩১-১-০৫ তারিখের একতরফা আদেশ রদ রহিত পূর্বক মূল মামলাটি পুনঃবহালের অনুমতি পাইবার নিমিত্তে মামলাটি আনয়ন করিয়াছেন।

অপর দিকে প্রতিপক্ষ এক লিখিত আপত্তি দাখিল করিয়া মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বলেন যে, দরখাস্তকারীগণের অত্র মামলাটি আইনতঃ সচলযোগ্য নহে, অত্র মিস মামলাটি তামাদি দোষে বারিত, দরখাস্তকারীগণ প্রার্থীত মতে প্রতিকার পাইবার হকদার না হওয়ায় মামলাটি খারিজযোগ্য।

প্রতিপক্ষের মামলার মূল বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ আঃ জলিল দীর্ঘ ১৬ বৎসর দরখাস্তকারীগণের প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত থাকিয়া ৩০-৩-০৩ তারিখে আকস্মিক টার্মিনেশন আদেশ পাইলে মূল মামলাটি দায়ের হয়। কিন্তু দরখাস্তকারী পক্ষ আদালতের মামলায় নিশ্চিত পরাজয় জানিয়া কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই বা মামলাটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিলে মামলার একতরফা কার্যক্রম আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়। প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানের হিসাব রক্ষককে সাক্ষী মান্য করিয়া সমন/প্রসেসাদি ইস্যু হইলেও অত্র আদালতে হাজির হন নাই। দরখাস্তকারী পক্ষ পি, ডাব্লিউ-৩/০৪ মামলা সম্পর্কে অবগত থাকিয়া বিলম্বিত ও বঞ্চিত করায় অসৎ উদ্দেশ্যে মূল মামলায় হাজির না হইলে আদালত আইন সংগতভাবে একতরফা কার্যক্রম গ্রহণ করেন এবং বিরোধীয় একতরফা আদেশ প্রদান করেন। প্রতিপক্ষ আঃ জলিল ১-১-৮৭ হইতে ৩০-৩-০৩ তারিখ পর্যন্ত চাকুরী করিয়া চাকুরীগত সুযোগ সুবিধা প্রাপ্য মজুরী পাইবেন। কিন্তু প্রতিপক্ষকে বঞ্চিত করায় অসৎ উদ্দেশ্যে মূল মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নাই এবং মিস মামলাটিতে দরখাস্তকারীগণের প্রতিকার না থাকায় অত্র মিস মামলাটি খরচাসহ খারিজযোগ্য হইতেছে।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

(১) অত্র মিস মামলাটি কি অত্র আকারে সচলযোগ্য এবং রক্ষণীয়?

(২) মূল পি, ডাব্লিউ-৩/০৪ মামলাটিতে ইস্যুকৃত সমন ও নোটিশ কি দরখাস্তকারীগণের উপর আইনানুগভাবে জারী হয় নাই বরং মামলা সম্পর্কে কি দরখাস্তকারীগণ অবহিত হইতে পারেন নাই?

(৩) পি, ডাব্লিউ-৩/০৪ মামলাটিতে কি দরখাস্তকারীগণ উপযুক্ত কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন এবং উক্ত মামলার ৩১-১-০৫ তারিখের একতরফা আদেশ দ্বারা দরখাস্ত কারীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন?

(৪) দরখাস্তকারীগণ কি প্রার্থীত মতে প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

ইস্যু নং-১

স্বীকৃত মতেই প্রতিপক্ষ আবদুল জলিল দরখাস্তকারীগণের বিরুদ্ধে ১৯৪০ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২)(৩) ধারা মোতাবেক চাকুরীর পাওনা মজুরী ১,৩৪,১১৫ টাকা আদায়ের দাবীতে পি, ডাব্লিউ-৩/০৪ মামলাটি আনয়ন করেন। ইহা পক্ষগণ কর্তৃক আরও স্বীকৃত যে, পি, ডাব্লিউ-৩/০৪ মামলাটি ৩১-১-০৫ তারিখে একতরফা আদেশমূলে আংশিক মঞ্জুর হয় এবং দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষকে মজুরী পাওনা বাবদ ৪৮,৫০০ টাকা প্রদানের চূড়ান্ত আদেশ হয়। ইহা আরও

স্বীকৃত যে, উক্ত একতরফা আদেশ রদ রহিত সহ মূল মামলাটি পুনঃবহালের নিমিত্তে ১৯৪০ সালের মজুরী পরিশোধ (পদ্ধতি) বিধিমালার ৮(৩) বিধি মোতাবেক অত্র মিস মামলাটি আনয়ন করা হইয়াছে যাহা আইনতঃ চলিতে কোন বাধা নাই। সুতরাং অত্র আকারে অত্র মিস মামলাটি সচল যোগ্য হওয়ায় ১নং বিবেচ্য বিষয়টি দরখাস্তকারীগণের পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ইস্যু নং-২ হইতে ৪

২—৪ নং বিবেচ্য বিষয়গুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। স্বীকৃত মতেই পি, ডাব্লিউ-৩/০৪ মামলাটি প্রতিপক্ষ কর্তৃক ১৯৪০ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের বিধান মোতাবেক চাকুরীর মজুরীর টাকা আদায়ের আদেশ এর নিমিত্ত আনীত হইয়াছিল এবং উক্ত মামলাটি দরখাস্তকারীগণের অনুপস্থিতিতে ৩১-১-০৫ তারিখে একতরফা আদেশ মূলে আংশিক মঞ্জুর হয়। দরখাস্তকারীগণের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারীগণ পি, ডাব্লিউ-৩/০৪ মামলার নোটিশ প্রাপ্ত হন নাই এবং মামলার বিষয় অবহিত না থাকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন নাই। প্রতিপক্ষের এডভোকেট জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা) কর্তৃক ইস্যুকৃত রায়ের কপি সহ লিগ্যাল নোটিশ ৫-৩-০৫ তারিখে প্রাপ্ত হইয়া একতরফা আদেশের বিষয় জানিতে পারেন। একতরফা আদেশ মূলে ক্ষতির কারণ উদ্ভব ঘটিয়াছে। অপরদিকে প্রতিপক্ষের বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী পক্ষ মজুরী পরিশোধ আইনের পি, ডাব্লিউ, মামলার বিষয় অবগত থাকিয়া অসৎ উদ্দেশ্যে মামলায় ইচ্ছাকৃতভাবে হাজির না হওয়ায় একতরফা সূত্রে মজুরী আদেশ প্রাপ্ত হন। দরখাস্তকারীগণ পক্ষে মামলাটি প্রমাণে মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ রেজাউল করিম, রংপুর ডিষ্টিলারীজ কেমিক্যালস লিঃ এর হিসাব রক্ষক এবং ৩ নং দরখাস্তকারী সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন এবং প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী উক্ত সাক্ষীকে জেরা করিয়াছেন। দরখাস্তকারী পক্ষে দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক) ও ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। অপরদিকে প্রতিপক্ষ কোন মৌখিক সাক্ষী পরীক্ষা করেন নাই এবং কোন কাগজাদিও দালিলিক সাক্ষী হিসাবে প্রমাণে আনেন নাই। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের যুক্তিতর্ক শ্রবন করা হয়। প্রাপ্ত সাক্ষ্য থেকে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ আবদুল জলিল স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারীর পক্ষের রংপুর ডিষ্টিলারীজ কেমিক্যাল লিঃ, শ্যামপুর দীর্ঘদিন ফিটার পদে চাকুরী করিয়াছেন এবং চাকুরীর মজুরী সংক্রান্ত পাওনাদি সংক্রান্ত আদেশের জন্য। বাদী কর্তৃক মূল মামলাটি আনীত হইয়াছে। দরখাস্তকারীগণ পক্ষে অত্র মিস মামলার আরজির বক্তব্য প্রমাণে মোঃ রেজাউল করিম ৩নং দরখাস্তকারী ও হিসার রক্ষক সাক্ষ্য দিয়া করবরেট করেছেন এবং তাহার সাক্ষ্যতে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, মুল পি, ডাব্লিউ, মামলার বিষয় তাহারা অবহিত ছিলেন না এবং উক্ত মামলার নোটিশ প্রাপ্ত হইলে তাহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। পি, ডাব্লিউ-১ রেজাউল করিম জবানবন্দীতে আরজির বক্তব্য সমর্থন করিয়া আরও উল্লেখ করেছেন যে, জনাব সাইফুর রহমান খানের লিগ্যাল নোটিশ ৫-৩-০৫ তারিখে প্রাপ্ত হইয়া মামলার বিষয় জানিতে পারেন এবং খোঁজ খবর নিয়ে ১৫-৩-০৫ তারিখে মিস মামলাটি দায়ের করেন এবং একতরফা আদেশ রদ রহিত চেয়েছেন। দরখাস্তকারী পক্ষে দাখিলী এক্সিবিট-১ লিগ্যাল নোটিশ এবং এক্সিবিট-১(ক) লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণের খাম দৃষ্টে আরজির বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় এবং প্রতীয়মান হয় যে, ৫-৩-০৫ তারিখে লিগ্যাল নোটিশ/উকিল নোটিশ দরখাস্তকারী পক্ষ প্রাপ্ত হইয়া স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারীগণ অত্র মিস মামলাটি গত ১৫-৩-০৫ তারিখে দায়ের করিয়াছেন ১৯৪০ সালের মজুরী পরিশোধ (পদ্ধতি) বিধিমালার ৮(৩) বিধি মোতাবেক। সুতরাং দরখাস্তকারীগণ দাবীকৃত মতেই ৫-৩-০৫ তারিখে লিগ্যাল নোটিশ প্রাপ্ত ইহয়া মূল মামলার বিষয় জানিতে পারার তারিখ হইতে (date of knowledge) এক মাসের মধ্যে ১৫-৩-০৫

তারিখে মিস মামলাটি দায়ের করায় তামাদি সময়ের মধ্যে দায়ের হইয়াছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। দরখাস্তকারী পক্ষ ১৯৪০ সালের (The payment of wages (procedure) Rules ৮(৩) মোতাবেক উপযুক্ত কারণ (good cause) দেখাইতে পারায় rehearing এর সুযোগ পাইবার হকদার। এক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ হইতে তাহার বিজ্ঞ কৌশলী এই মর্মে নিবেদন করেন যে, মূল মামলায় হিসাব রক্ষক রেজাউল করিমের উপর সমন ও W/A ইস্যু হইলেও তিনি মামলায় হাজির হন নাই এবং উক্ত হিসাব রক্ষকের অধিনস্থ চিঠি রিসিভ করায় দরখাস্তকারী পক্ষ কোন প্রতিকার পাইবার হকদার নহেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ হইতে সমন বা W/A মূল মামলার ৩নং প্রতিপক্ষ হিসাব রক্ষকের উপর জারী হইয়াছিল তাহা প্রতিপক্ষ হইতে প্রমাণ করিতে সক্ষম হন নাই এবং পি, ডাব্লিউ-৩/০৪ মামলাটিতে ইস্যুকৃত রোজনামচা নোটিশ জারী রিপোর্ট প্রতিপক্ষ হইতে প্রমাণে আনেন নাই। মূল মামলার রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, মূল মামলার রেজিষ্ট্রী নোটিশ প্রাপক গ্রহণ করেন নাই মর্মে ফেরত এসেছে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ডাক পিয়নকে দিয়া জারী রিপোর্ট প্রমাণের পদক্ষেপ প্রতিপক্ষ হইতে গ্রহণ করা হয় নাই। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ রেজাউল করিম ৩নং প্রতিপক্ষের জেরার স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, ২০০২সালে রংপুর ডিষ্টিলারিজ এর মালিকানা নূরুল হুদা সুলতানের পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং নতুন মালিক রংপুর ডিস্টিলারিজ লিঃ প্রতিষ্ঠানটি বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস যথাক্রমে ব্যবস্থাপনা পরিচালক গিয়াস উদ্দিন আল মামুন এবং পরিচালক শামসুজ্জোহা ফরহাদ, হারুন ফেরদৌস গণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। সেক্ষেত্রে নতুন মালিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হওয়ায় দায় দায়িত্ব সংক্রান্ত আইনানুগ বিষয় নিস্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা করিয়া বর্ণিত কারণে আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, প্রতিপক্ষ মজুরী পরিশোধ আইনের মুল মামলার রেজিষ্ট্রী নোটিশ জারীর বিষয়টি প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। অপর দিকে দরখাস্তকারীগণ পক্ষে মুল মামলাটির বিষয় অবহিত না থাকা অনুমান করা যায়। সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির মালিকানা পরিবর্তিত হওয়ায় দায় দায়িত্ব সংক্রান্ত আইনানুগ বিষয় নিস্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। তাই দরখাস্তকারীগণের উপযুক্ত কারণ (good ground) বিদ্যমান থাকায় পি, ডাব্লিউ-৩/০৪ মামলাটি রি-হেয়ারিং এর সুযোগ দেওয়া আইনানুগভাবে প্রয়োজন মর্মে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন, অন্যথায় একতরফা আদেশ বহাল থাকিলে দরখাস্তকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ক্ষতির কারণ বিদ্যমান থাকিবার সম্ভাবনা থাকিবে। সুতরাং বর্ণিত কারণাধীনে দরখাস্তকারীগণের উপযুক্ত কারণে মূল মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার আদেশ পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন। সেক্ষেত্রে মূল মামলার ৩১-১-০৫ তারিখে একতরফা আদেশ আইনতঃ রদ রহিতযোগ্য হইতেছে এবং দরখাস্তকারী পক্ষ মুল মামলাটি পুনঃবহাল পাইবার হকদার হইতেছেন। তাই মামলাটি আইনতঃ সচলযোগ্য হওয়ায় ইস্যুসমূহ দরখাস্তকারীগণের পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। দরখাস্তকারীগণ প্রার্থীত মতে প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

দরখাস্তকারীগণের অত্র মিস মামলাটি দোতরফা সুত্রে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় মঞ্জুর(allowed) হয়। পি, ডাব্লিউ-৩/০৪ মামলার ৩১-১-০৫ তারিখের একতরফা রায় ও আদেশ রদ রহিত করা হইল এবং মূল মামলাটি পুর্ববর্তী নম্বরে পুনর্বহাল করা হইল।

মোঃ আব্দুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

মিস মামলা নং-২/২০০৫

(এ্যারাইজিং আউট অফ পি, ডাব্লিউ, মামলা নং-৪/২০০৪)

১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক,

২। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,

৩। হিসাব রক্ষক, রংপুর ডিষ্টিলারিজ কেমিক্যালস লিঃ, শ্যামপুর, রংপুর—**দরখাস্তকারী**।

বনাম

শাহাদত হোসেন, পিতা মৃত নেশকার আলী, সাং বসন্তপুর, পোঃ শ্যামপুর, থানা বদরগঞ্জ, জেলা রংপুর—**প্রতিপক্ষ**।

প্রতিনিধিগণ ঃ- ১। জনাব মোঃ কোরবান আলী, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব সাইফুর রহমান খান, (রানা), প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং-১৭ তাং ১৪-৯-০৫

ইহা দরখাস্তকারীগণ কর্তৃক ১৯৪০ সালের মজুরী পরিশোধ (পদ্ধতি) বিধিমালার ৮(৩) বিধি মোতাবেক পি, ডাব্লিউ-৪/০৪ মামলার ৩১-১-০৫ তারিখের একতরফা আদেশ রদ রহিতপূর্বক মূল মামলাটি পূনর্বহালের নিমিত্তে আনীত একটি মিস মামলা।

দরখাস্তকারীগণের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরন হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ মোঃ শাহাদত হোসেন কর্তৃক পি, ডাব্লিউ-৪/০৪ মামলাটি দরখাস্তকারীগণের বিরুদ্ধে আনীত হয়। কিন্তু উক্ত মোকদ্দমার নোটিশ রেজিস্ট্রী ডাকযোগে ইস্যু করিলেও দরখাস্তকারীগণের উপর যোগসাজসী জারী রিপোর্ট ও মিথ্যা মন্তব্যে ফেরত আসে। মূল মামলায় দরখাস্তকারীগণের উপর সমন/নোটিশাদি জারী হয় নাই বা দরখাস্তকারীগণ নোটিশ প্রাপ্ত হন নাই। দরখাস্তকারীগণ মূল মামলার বিষয় ও নোটিশাদির বিষয় অবহিত হইলে জবাব প্রদান করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। মূল মামলায় একতরফা আদেশ হওয়ায় দরখাস্তকারীগণের ক্ষতির কারণ ঘটিয়াছে। ইস্যুকৃত রেজিস্ট্রী নোটিশ ফেরত এডি স্লিপে দরখাস্তকারীগণের কোন স্বাক্ষর নাই। দরখাস্তকারীগণ প্রতিপক্ষের এডভোকেট জনাব সাইফুর রহমান খান কর্তৃক ইস্যুকৃত ১-৩-০৫ তারিখের ডাকযোগে প্রেরীত লিগ্যাল নোটিশ ও মামলার রায়ের ফটোকপি ৫-৩-০৫ তারিখে প্রাপ্ত হইয়া সর্বপ্রথম মূল মামলার বিষয় ও ৩১-১-০৫ তারিখের একতরফা আদেশের বিষয় অবহিত হইয়াছেন। মূল মামলার একতরফা আদেশ হওয়ায় ও মামলাটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে না পারায় দরখাস্তকারীগণ ন্যায় বিচার হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন এবং তাহাদের মামলার কারণ উদ্ভব ঘটিয়াছে। সুতরাং মূল মামলার ৩১-১-০৫ তারিখের একতরফা আদেশ রদ রহিত পূর্বক মূল মামলাটি পুনর্জীবীত অন্তে পুনঃবহালের নিমিত্তে মামলাটি আনয়ন করিয়াছেন।

অপর দিকে প্রতিপক্ষ এক লিখিত আপত্তি দাখিল করিয়া মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বলেন যে, দরখাস্তকারীগণের অত্র মামলাটি আইনতঃ সচলযোগ্য নহে, অত্র মিস মামলাটি তামাদি দোষে বারিত, দরখাস্তকারীগণ প্রার্থীত মতে প্রতিকার পাইবার হকদার না হওয়ায় মামলাটি খারিজযোগ্য।

প্রতিপক্ষের মামলার মূল বক্তব্য হইল এই যে, প্রতিপক্ষ শাহাদত হোসেন দীর্ঘ ১৭ বৎসর দরখাস্তকারীগণের প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত থাকিয়া ১৯-৪-০৩ তারিখে আকস্মিক টার্মিনেশন আদেশ পাইলে মূল মামলাটি দায়ের হয়। কিন্তু দরখাস্তকারী পক্ষ আদালতের মামলায় নিশ্চিত পরাজয় জানিয়া কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই বা মামলাটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিলে মামলার একতরফা কার্যক্রম আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়। প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানের হিসাব রক্ষককে সাক্ষী মান্য করিয়া সমন/প্রসেসাদি ইস্যু হইলেও অত্র আদালতে হাজির হন নাই। দরখাস্তকারী পক্ষ পি, ডাব্লিউ-৪/০৪ মামলা সম্পর্কে অবগত থাকিয়া বিলম্বিত ও বঞ্চিত করার অসৎ উদ্দেশ্যে মূল মামলায় হাজির না হইলে আদালত আইন সংগতভাবে একতরফা কার্যক্রম গ্রহণ করেন এবং বিরোধীয় একতরফা আদেশ প্রদান করেন। প্রতিপক্ষ শাহাদত হোসেন ১-১-৮৭ হইতে ১৯-৪-০৩ তারিখ পর্যন্ত চাকুরী করিয়া চাকুরীগত সুযোগ সুবিধা প্রাপ্য মজুরী পাইবেন। কিন্তু প্রতিপক্ষকে বঞ্চিত করায় অসৎ উদ্দেশ্যে মূল মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নাই এবং মিস মামলাটিতে দরখাস্তকারীগণের প্রতিকার না থাকায় অত্র মিস মামলাটি খরচাসহ খারিজযোগ্য হইতেছে।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

(১) অত্র মিস মামলাটি কি অত্র আকারে সচলযোগ্য ও রক্ষণীয়?

(২) মূল পি, ডাব্লিউ-৪/০৪ মামলাটিতে ইস্যুকৃত সমন ও নোটিম কি দরখাস্তকারীগণের উপর আইনানুগভাবে জারী হয় নাই বরং মামলা সম্পর্কে কি দরখাস্তকারীগণ অবহিত হইতে পারেন নাই?

(৩) পি, ডাব্লিউ-৪/০৪ মামলাটিতে কি দরখাস্তকারীগণ যথেষ্ট কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন এবং উক্ত মামলার ৩১-১-০৫ তারিখের একতরফা আদেশ দ্বারা দরখাস্তকারীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন?

(৪) দরখাস্তকারীগণ কি প্রার্থীত মতে প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

ইস্যু নং-১

স্বীকৃত মতেই প্রতিপক্ষ আবদুল জলিল দরখাস্তকারীগণের বিরুদ্ধে ১৯৪০ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২)(৩) ধারা মোতাবেক চাকুরীর পাওনা মজুরী ১,০১,১১৫ টাকা আদায়ের দাবীতে পি, ডাব্লিউ-৪/০৪ মামলাটি আনয়ন করেন। ইহা পক্ষগণ কর্তৃক আরও স্বীকৃত যে, পি, ডাব্লিউ-৪/০৪ মামলাটি ৩১-১-০৫ তারিখে একতরফা আদেশমূলে আংশিক মঞ্জুর হয় এবং দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষকে মজুরী পাওনা বাবদ ৪৮,৫০০ টাকা প্রদানের চূড়ান্ত আদেশ হয়। ইহা আরও স্বীকৃত যে, উক্ত একতরফা আদেশ রদ রহিতসহ মূল মামলাটি পুনঃবহালের নিমিত্তে ১৯৪০ সালের

মজুরী পরিশোধ (পদ্ধতি) বিধিমালার ৮(৩) বিধি মোতাবেক অত্র মিস মামলাটি আনয়ন করা হইয়াছে যাহা আইনতঃ চলিতে কোন বাধা নাই। সুতরাং অত্রাকারে অত্র মিস মামলাটি সচলযোগ্য হওয়ায় ১নং বিবেচ্য বিষয়টি দরখাস্তকারীগণের পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ইস্যু নং-২ হইতে ৪

২—৪ নং বিবেচ্য বিষয়গুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। স্বীকৃত মতেই পি, ডাব্লিউ-৪/০৪ মামলাটি প্রতিপক্ষ কর্তৃক ১৯৪০ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের বিধান মোতাবেক চাকুরীর মজুরীর টাকা আদায়ের আদেশ এর নিমিত্ত আনীত হইয়াছিল এবং উক্ত মামলাটি দরখাস্তকারীগণের অনুপস্থিতিতে ৩১-১-০৫ তারিখে একতরফা আদেশ মূলে আংশিক মঞ্জুর হয়। দরখাস্তকারীগণের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারীগণ পি, ডাব্লিউ-৪/০৪ মামলার নোটিশ প্রাপ্ত হন নাই এবং মামলার বিষয় অবহিত না থাকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন নাই। প্রতিপক্ষের এডভোকেট জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা) কর্তৃক ইস্যুকৃত রায়ের কপি সহ লিগ্যাল নোটিশ ৫-৩-০৫ তারিখে প্রাপ্ত হইয়া একতরফা আদেশের বিষয় জানিতে পারেন। একতরফা আদেশ মূলে ক্ষতির কারণ উদ্ভব ঘটিয়াছে। অপরদিকে প্রতিপক্ষের বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী পক্ষ মজুরী পরিশোধ আইনের পি, ডাব্লিউ, মামলার বিষয় অবগত থাকিয়া অসৎ উদ্দেশ্যে মামলায় ইচ্ছাকৃতভাবে হাজির না হওয়ায় একতরফা সুত্রে মঞ্জুরী আদেশ প্রাপ্ত হন। দরখাস্তকারীগণ পক্ষে মামলাটি প্রমাণে মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ রেজাউল করিম, রংপুর ডিষ্টিলারীজ কেমিক্যালস লিঃ এর হিসাব রক্ষক এবং ৩নং দরখাস্তকারী সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন এবং প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী উক্ত সাক্ষীকে জেরা করিয়াছেন। দরখাস্ত কারী পক্ষে দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক) ও ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। অপরদিকে প্রতিপক্ষ কোন মৌখিক সাক্ষী পরীক্ষা করেন নাই এবং কোন কাগজাদিও দালিলিক সাক্ষী হিসাবে প্রমাণে আনেন নাই। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের যুক্তিতর্ক শ্রবন করা হয়। প্রাপ্ত সাক্ষ্য থেকে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ শাহাদত হোসেন স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারীর পক্ষের রংপুর ডিষ্টিলারীজ কেমিক্যাল লিঃ, শ্যামপুর দীর্ঘদিন ক্লিনার পদে চাকুরী করিয়াছেন এবং চাকুরীর মজুরী সংক্রান্ত পাওনাদি সংক্রান্ত আদেশের জন্য বাদী কর্তৃক মূল মামলাটি আনীত হইয়াছে। দরখাস্ত কারীগণ পক্ষে অত্র মিস মামলার আরজির বক্তব্য প্রমানে মোঃ রেজাউল করিম ৩নং দরখাস্তকারী ও হিসার রক্ষক সাক্ষ্য দিয়া করবরেট করেছেন এবং তাহার সাক্ষ্যতে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, মূল পি, ডাব্লিউ, মামলার বিষয় তাহারা অবহিত ছিলেন না এবং উক্ত মামলার নোটিশ প্রাপ্ত হইলে তাহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। পি, ডাব্লিউ-১ রেজাউল করিম জবানবন্দীতে আরজির বক্তব্য সমর্থন করিয়া আরও উল্লেখ করেছেন যে, জনাব সাইফুর রহমান খানের লিগ্যাল নোটিশ ৫-৩-০৫ তারিখে প্রাপ্ত হইয়া মামলার বিষয় জানিতে পারেন এবং খোঁজ খবর নিয়ে ১৫-৩-০৫ তারিখে মিস মামলাটি দায়ের করেন এবং একতরফা আদেশ রদ রহিত চেয়েছেন। দরখাস্তকারী পক্ষে দাখিলী এক্সিবিট-১ লিগ্যাল নোটিশ এবং এক্সিবিট-১(ক) লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণের খাম দৃষ্টে আরজির বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় এবং প্রতীয়মান হয় যে, ৫-৩-০৫ তারিখে লিগ্যাল নোটিশ/উকিল নোটিশ দরখাস্তকারী পক্ষ প্রাপ্ত হইয়া স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারীগণ অত্র মিস মামলাটি গত ১৫-৩-০৫ তারিখে দায়ের করিয়াছেন ১৯৪০ সালের মজুরী পরিশোধ (পদ্ধতি) বিধিমালার ৮(৩) বিধি মোতাবেক। সুতরাং দরখাস্তকারীগণ দাবীকৃত মতেই ৫-৩-০৫ তারিখে লিগ্যাল নোটিশ প্রাপ্ত ইহয়া মূল মামলার বিষয় জানিতে পারার তারিখ (date of knowledge) হইতে এক মাসের মধ্যে ১৫-৩-০৫ তারিখে মিস মামলাটি দায়ের করায় তামাদি সময়ের মধ্যে দায়ের হইয়াছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। দরখাস্তকারী পক্ষ

১৯৪০ সালের (The payment of wages (procedure) Rules ৮(৩) মোতাবেক উপযুক্ত কারণ (good cause) দেখাইতে পারায় rehearing এর সুযোগ পাইবার হকদার। এক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ হইতে তাহার বিজ্ঞ কৌশলী এই মর্মে নিবেদন করেন যে, মূল মামলায় হিসাব রক্ষক রেজাউল করিমের উপর সমন ও W/A ইস্যু হইলেও তিনি মামলায় হাজির হন নাই এবং উক্ত হিসাব রক্ষকের অধিনস্থ চিঠি রিসিভ করায় দরখাস্তকারী পক্ষ কোন প্রতিকার পাইবার হকদার নহেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ হইতে সমন বা W/A মূল মামলার ৩নং প্রতিপক্ষ হিসাব রক্ষকের উপর জারী হইয়াছিল তাহা প্রতিপক্ষ হইতে প্রমাণ করিতে সক্ষম হন নাই এবং পি, ডাব্লিউ-৪/০৪ মামলাটিতে ইস্যুকৃত রোজস্ট্রী নোটিশ জারী রিপোর্ট প্রতিপক্ষ হইতে প্রমাণে আনেন নাই। মূল মামলার রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, মূল মামলার রেজিস্ট্রী নোটিশ প্রাপক গ্রহণ করেন নাই মর্মে ফেরত এসেছে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ডাক পিয়নকে দিয়া জারী রিপোর্ট প্রমাণের পদক্ষেপ প্রতিপক্ষ হইতে গ্রহণ করা হয় নাই। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ রেজাউল করিম ৩নং প্রতিপক্ষের জেরার স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, ২০০২ সালে রংপুর ডিষ্টিলারিজ এর মালিকানা নুরুল হুদা সুলতানের পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং নতুন মালিক রংপুর ডিস্টিলারিজ লিঃ প্রতিষ্ঠানটি বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস যথাক্রমে ব্যবস্থাপনা পরিচালক গিয়াস উদ্দিন আল মামুন এবং পরিচালক শামসুজ্জোহা ফরহাদ, হারুন ফেরদৌস গণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। সেক্ষেত্রে নতুন মালিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হওয়ায় দায় দায়িত্ব সংক্রান্ত আইনানুগ বিষয় নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা করিয়া বর্ণিত কারণে আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, প্রতিপক্ষ মজুরী পরিশোধ আইনের মূল মামলার রেজিস্ট্রী নোটিশ জারীর বিষয়টি প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। অপর দিকে দরখাস্তকারীগণ পক্ষে মূল মামলাটির বিষয় অবহিত না থাকা অনুমান করা যায়। সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির মালিকানা পরিবর্তিত হওয়ায় দায় দায়িত্ব সংক্রান্ত আইনানুগ বিষয় নিস্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। তাই দরখাস্তকারীগণের উপযুক্ত কারণ (good ground) বিদ্যমান থাকায় পি, ডাব্লিউ-৪/০৪ মামলাটি রি-হেয়ারিং এর সুযোগ দেওয়া আইনানুগভাবে প্রয়োজন মর্মে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন, অন্যথায় একতরফা আদেশ বহাল থাকিলে দরখাস্তকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ক্ষতির কারণ বিদ্যমান থাকিবার সম্ভাবনা থাকিবে। সুতরাং বর্ণিত কারণাধীন দরখাস্তকারীগণের উপযুক্ত কারণে মূল মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার আদেশ পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন। সেক্ষেত্রে মূল মামলার ৩১-১-০৫ তারিখে একতরফা আদেশ আইনতঃ রদ রহিতযোগ্য হইতেছে এবং দরখাস্তকারী পক্ষ মূল মামলাটি পুনঃবহাল পাইবার হকদার হইতেছেন। তাই মামলাটি আইনতঃ সচলযোগ্য হওয়ায় ইস্যুসমূহ দরখাস্তকারীগণের পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। দরখাস্তকারীগণ প্রার্থীত মতে প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

দরখাস্তকারীগণের অত্র মিস মামলাটি দোতরফা সুত্রে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। পি, ডাব্লিউ-৪/০৪ মামলার ৩১-১-০৫ তারিখের একতরফা রায় ও আদেশ রদ রহিত করা হইল এবং মূল মামলাটি পূর্ববর্তী নম্বরে পূনর্বহাল করা হইল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

মোঃ নূর-নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।